জগচ্ছবি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ান্তর্গত প্রেসিডেন্সি
কালেজের ছাত্র।

শ্রীশ্রীকণ্ঠ মল্লিক প্রণীত।

A

PICTURE OF THE WORLD.

BY

SREEKONTO MULLIC,

Of the

PRESIDENCY COLLEGE, CALCUTTA UNIVERSITY.

SERAMPORE:

PRINTED AT THE TOMOHUR PRESS.

1861.

[মূল্য (॥৵০) দশ আনা মাত্র।]

যদিও আমি ইহা নিঃসংশয়িতরূপে জানিতেছি যে এরূপ বাক্যে গ্রন্থকার অতি সামান্য ফলই উপলাভ করিবেন, তথাচ আমি কহিতেছি যে গ্রন্থকার কতিপয় অনিবার্য্য ও অপ্রতিবিধেয় কার্য্যে জড়িত হইয়া পুস্তক মুদ্রিতকালীন গ্রন্থের প্রতি সমোধিক মনোযোগ রাখিতে না পারায় পুস্তকে কতক গুলিন বর্ণাশুদ্ধি প্রবিষ্ট হইয়াছে।

ভূমিকা।

ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে যে গ্রন্থকার ও পাঠক উভয়েই স্বস্ব প্রত্যাশায় যুক্তি-পথ-বহির্ভূত হইয়া থাকেন। আপন সমস্ত রচনাই লোকমণ্ডলে সাদরে পরিগৃহীত হইবে, ইহা গ্রন্থকার মাত্রেরই মুখ্য বাসনা; এদিকে, গ্রন্থে পূর্ণ প্রীতি অনুভূত হইবে, ইহা পাঠক মাত্রেরই ঐকান্তিক প্রত্যাশা। কিন্তু কোন এক ব্যক্তি আপামর সাধারণের বিভিন্ন ভাবাপন্ন সহস্রবিধ মনের সন্তোষ সম্পাদনে সমর্থ হইবেন, এরূপ আকাঙ্খা গ্রন্থকার কোন মতেই প্রকাশ করিতে পারেন না, এবং কোন এক ব্যক্তির সমস্ত সময় ও যাবতীয় পরিশ্রম লোকমণ্ডলীর কেবল মাত্র প্রীতির নিমিত্ত ব্যয়িত হইবে, তাহা পাঠকেরাও কোন মতে প্রত্যাশা করিতে পারেন না। অতএব গ্রন্থকার ও পাঠক উভয়েই পরস্পরের সহিত সমান সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াছেন; কারণ এক পক্ষ যে পরিমাণে প্রশংসা লাভ করেন, অপর পক্ষ সেই পরিমাণে প্রীত হইয়া থাকেন।

সকল ব্যক্তিই ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন, যে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর গ্রন্থ মর্ত্ত্য জীবে সম্ভবিতে পারে না; অথচ গ্রন্থ দর্শনকালীন অনেকেই ইহার বিপরীত মতাবলম্বী হইয়া থাকেন। দোষধ্যায়ী পাঠকেরা গ্রন্থের কোন অংশে ভাব-ঘটিত বা শব্দ-বিন্যাস-সম্বন্ধীয় কোন সামান্য ব্যত্যয় সন্ধান

ধিক নিঃসন্দেহ থাকিতে হয়; কারণ হীনচিত্ত জঘন্য ব্যক্তিরা যে পদার্থ সম্ভোগে স্বয়ং অসমর্থ হয়, তাহার প্রতিই হতাদর প্রকাশ করিয়া থাকে।

যদিও আমার নিজ বাক্যে কোন ফলোদয় হইবে না, তথাচ আমি মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি, যে যশোভিলাষের যৌবন সুলভ উগ্রতার বশবর্ত্তী হইয়া আমি এ পুস্তকে হস্তার্পণ করি নাই, এবং পাঠকবর্গকেও আমার গুণের প্রতি অকারণে পক্ষপাতী করিবার নিমিত্ত কোন কৃত্রিম যত্ন প্রকাশ করি নাই। আমি বর্ত্তমানীয় লেখকদিগের গণনীয় নাম পুস্তকে স্থাপিত করিয়া গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পাইতেছি না; অথবা ক্ষমতাবন্ত কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির নামদ্বারাও এ পুস্তক উজ্জ্বলী-কৃত হয় নাই; অথবা পাঠকবর্গের নিকটহইতে পুনঃপুনঃ মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়াও তাঁহারদিগকে বিরক্ত করিতেছি না। আমি এক্ষণে স্বীকার করিতেছি যে, অগ্র-পশ্চাৎ সমস্ত বিষয় সুন্দররূপে বিচার না করাতেই, আমি গ্রন্থকার হইতে সঙ্কুচিত হই নাই; কারণ যখন আমি প্রথমে লি-খিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; তখন নিজ চিত্তের বিনোদন ভিন্ন অপর কোন অভিপ্রায়ই স্বপ্নেও আমার মনে উপস্থিত হয় নাই; তৎপরে যখন স্বহস্ত-লিখিত রচনার সংশোধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তখনও সংশোধন কার্য্যে স্বকীয় চিত্তের সুগূহ আমোদ দর্শন ভিন্ন অপর কোন ভাবী সাহ. সেও এ ক্ষুদ্র হৃদয় উত্তেজিত হয় নাই; এবং এক্ষণে যখন তাহাকে মুদ্রিত করি, তখনও লোকমণ্ডলীর মনোরঞ্জন ভিন্ন অপর প্রত্যাশায়েই মদীয় চিত্ত উন্মুক্ত হয় নাই; কিন্তু আমি সে বিষয়ে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা কিঞ্চিন্মাত্র অবগত নহি।

আমি সরলতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে এই পুস্তক প্রকটনকালীন আমি অধ্যয়নের সাহায্য লইতে ত্রুটি করি নাই; স্বজাতীয় ও বিজাতীয়, জীবিত ও মৃত অনেক প্রশস্ত-মনঃ সুপণ্ডিত গ্রন্থকারদিগের বিচারেরও ব্যবহার করিয়াছি; মিত্র ও শত্রু উভয়ের দ্বারাই গ্রন্থের দোষপুঞ্জ অবগত হইতে যত্ন করিয়াছি; এবং আমার লেখনি কোন জঘন্য স্বার্থাভি-প্রায়ের বশবর্ত্তী হয় নাই, কোন কুৎসিৎ রিপু বা কুসংস্কারে পরিচালিতও হয় নাই, ও অনুপযুক্ত ব্যক্তির প্রশংসা বা কোন দুর্ভাগা জনের নিন্দায়ও প্রবৃত্ত হয় নাই। অধিকন্তু আমি স্বপক্ষে পাঠকবর্গের নিকট এই প্রার্থনা করি, যে তাঁহারা আমার অপরিণত যৌবন দশা অবলোকন করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রতি কিঞ্চিৎ সকরুণ দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিবেন।

পশ্চাল্লিখিত এই কএক পত্রে যাহা লিখিত হইল, ইহা কোন এক খানি গ্রন্থের সমুচয় অনুবাদ নহে; কিন্তু কতিপয় বৈদেশিক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের কিয়দংশের এক প্রকার অনুবাদ কয়েক স্থানে দৃষ্ট হইবে। ফলে, ইহাতে যে সকল ভাব গ্রথিত হইল, তাহার মধ্যে অনেকই পুরাকালীন পণ্ডিত কুলের চিন্তার সহিত ঐক্য হইতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য যাঁহা-রা সেই সকল ভাবকে আমাদের নিজ সম্পত্তি নহে বলিয়া দোষারোপ করিতে পারেন, তাঁহারা অনায়াসেই কহিবেন, যে আমাদের বদনমণ্ডল আমাদের নহে, যেহেতু তাহা আ-মারদের পিতৃ-মুখাকৃতির সহিত সমদৃশ হইয়া থাকে।

বিজ্ঞবর শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুস্তক প্রকটনকালে আ-মাকে যে [illegible]প্রকার স্নেহ-সুলভ ও ঔদার্য্য-জনিত উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমি বোধ করি মদীয় হৃদয়হই-

তে কোন কালেই অপনীত করিতে পারিব না। উক্ত মহাত্মাদ্বয় কেবল মাত্র ভ্রাতৃসম্ভব অকৃত্রিম প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া একটী নবীন লেখকের সম্পূর্ণ সহায়তা করিয়াছেন।

আমি এই স্থলে সরল কৃতজ্ঞতাসহ স্বীকার করিতেছি, যে শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্রনারায়ণ রায় ও শ্রীযুত বাবু ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু ও শ্রীযুত বাবু অঘোরনাথ ঘোষ আমাকে এই বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। ইহা আমার পক্ষেও সামান্য সুখের বিষয় নহে, যে এত সাধু ব্যক্তির বিশুদ্ধ প্রীতি আমার প্রতি প্রদর্শ্ত হইবে।

হুগলি কলেজ।
১লা অগ্রহায়ন সম্বৎ ১৯১৭। } শ্রীশ্রীকণ্ঠ বসু।

জগচ্ছবি।

হিমালয় পর্ব্বতোপরি গিরি-চূড়া পরিবেষ্টিত কাশ্মীর নামে এক পরম রমণীয় প্রদেশ আছে। যাহা বহু কালাবধি রণদক্ষ শীকজাতিকর্ত্তৃক সম্ভুক্ত হইয়া আসিতেছে, এবং যাহার দুর্গ মধ্যে অদ্যাবধি স্বাধীন-পতাকা উড্ডীয়মানা হইতেছে। তথায় প্রকৃতি ঘোর ঘটায় অশেষ প্রকার সৌন্দর্য্যের সৃজন করিয়াছেন। যে সকল কুসুম পূরাকালীয় পারিজাতের সহিত শোভা ও ঘ্রাণে বিরোধ করিতে পারে, এবং যে সকল সুস্বাদু ফল প্রদানে বদান্য পৃথিবী অপরাপর ভাগে কৃপণতা স্বীকার করিয়াছেন, সে সকল পুষ্প ও ফল এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হওয়াতে অধিবাসী ও বিদেশী সকল মনুষ্যেরই অনায়াস-লব্ধ দেব-সম্ভোগ হইতেছে। তথায় প্রতাপ সিংহ নামে এক জন ভূস্বামী ছিলেন। তিনি জগতের রীতি নীতি বিষয়ে আপন অপত্যের পরিচয় জন্মিবার পূর্ব্বেই পঞ্চভূতে নিলীন হইলেন। এদিকে প্রতাপ সিংহের দেহত্যাগ এবং তাঁহার অপত্য বীর সিংহের অনভিজ্ঞতা ও অদূরদৃষ্টিরূপ সুযোগ সন্দর্শনে ধন-পিশাচ আত্মীয়বর্গ সাহসী হইয়া উঠিল, (কারণ আমরা কেবল মাত্র

এই সুবিধার সহায়েই কি সাধু বা অসাধু, কি যুক্তি-সম্মত বা যুক্তি-বিরুদ্ধ, সকল কার্য্যেরই অনুষ্ঠানে সাহসী হইয়া থাকি) এবং তখন সকলে ঐকমত্য হইয়া ও স্বস্ব মনোগত কামনাকে বাহ্যাচরে লুক্কায়িত রাখিয়া একটী অপূর্ণ-যৌবন নৃস্বভাবানভিজ্ঞ হতভাগা জীবের সর্ব্বস্বান্তে সমুদ্যত হইল। বীর সিংহের যৌবন-সুলভ অসন্দিগ্ধচিত্তে সকলকেই আত্মীয় ভ্রম হইতে লাগিল। সুতরাং জগতের সাধারণ রীতিমতে ক্রমশঃ আত্মীয়বর্গকর্ত্তৃক হৃত-সর্ব্বস্ব হইলেন। তখন তিনি আপনার পূর্ব্ব-গৃহীত দৃঢ়-নির্ণীত সিদ্ধান্ত সকলের বৈপরিত্য দেখিয়া বিস্মিত ও স্তব্ধ হইলেন। এইরূপে মনুষ্য চরিত্রের এমত কদর্য্য চিত্রপট দেখিয়া তৎপ্রতি সন্দিহান হইলেন, এবং মনুষ্য মনস্তত্ত্বানুসন্ধী হইয়া দেশ ভ্রমণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। ফলে মনুষ্য সাংসারিক সঙ্কটে পতিত হইলে অনায়াসেই বৈরাগ্যধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারেন।

শ্রীদেব সিংহনামক তাঁহার এক প্রণয়াস্পদ পরম সুহৃদ ছিল। বীর সিংহ একদা তাঁহাকে কহিলেন, হে বন্ধো! দেখ, আমার আত্মীয় ও প্রতিবেশী ব্যক্তিদিগের ব্যবহারের কত বৈলক্ষণ্য হইয়াছে। দেখ, তাহাদের সম্প্রীতি এখন বিষম বৈরক্তিতে পরিণত হইয়াছে। এত দিনে জানিতে পারিলাম, যে আমি পূর্ব্বে তাহাদের কৃত্রিম প্রেমের

পাত্র ছিলাম, কারণ এক্ষণে ঘৃণার হেতুভূত হইয়াছি। আমার এই সামান্য সম্পত্তি যখন এত ব্যক্তির চিত্তবিকার ঘটাইয়া তাহাদিগকে আত্মীয়-বিচ্ছেদ করিতে সাহসী করিল, তখন না জানি অধিক ধনের স্বামী হইলে, পৃথিবীর কত লোকেরই অসদ্ব্যবহারে তাপিত হইতে হইত। কারণ, যে সকল ব্যক্তির অসচ্চরিত্র আমাদের নিকটপর্য্যন্ত ব্যাপৃত হইবার সম্ভাবনা থাকে না, সর্ব্বানিষ্টকারি ধন আমাদিগকে তাহাদের সহিত মিলিত করে, ও তখন তাহাদের কদাচারের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীদেব উত্তর করিলেন, মিত্র! তুমি যাহা কহিলে সে সকলি সত্য; ইহা এ পৃথিবীর চিরকালাগত রীতি; মনুষ্য এমত দুর্ব্বল ও ধৈর্য্যহীন, যে পাপের সহিত সংগ্রামে তাঁহার পরাজয় নিতান্ত সহজ ব্যাপার; কারণ যদিও লোক-লজ্জা, মনুষ্যশাসন ও ধর্ম্ম-ভয় তাঁহার পক্ষাবম্বী হইয়া থাকে, তথাচ তিনি যুদ্ধ-শ্রম অধিক ক্ষণ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক সহ্য করিতে পারেন না; অনেকানেক সুবিদ্বান ও সুবিখ্যাত ব্যক্তিও সময়, স্থান, ও ঘটনা বিশেষে পাপকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছেন। সুতরাং সামান্য ব্যক্তিরা যে নানা সুযোগের সম্মিলনে অসৎ কার্য্য সাধনার্থে সাহসী হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। ইহাতে বীর সিংহ কহিলেন, প্রিয় সখে! মনুষ্য যে সুযোগাভাবে পাপাচারে প্রবৃত্ত হইতে অক্ষম হয়,

ইহা এত দিনে বিশেষরূপে জানিতে পারিলাম। এই সুযোগের সহায়েই আমার সর্ব্বস্বাপহারকেরা এত দূরপর্য্যন্ত অসৎ হইতে সাহসী হইয়াছে। কিন্তু আমি তাহাদের এই অসদ্ব্যবহারের নিমিত্ত তাহাদের কোন অমঙ্গল বা অপকার প্রার্থনা করি না; পরমেশ্বর আমার মনহইতে সেরূপ পঙ্কিল বাসনা দূর করুন। সখে! বরং তাহাদের মানসিক দৌর্ব্বল্য দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক হইতেছে। ভ্রাতৃবৎ জীবদিগের মনের এমত হীনাবস্থা দেখিলে কোন্ ব্যক্তির মনে দয়ার উদয় না হয়? এইরূপে কিয়ৎকাল পরস্পরে সম্ভাষণ হইলে পর বীর সিংহ যখন একাকী হইলেন, তখন দেশ-ত্যাগের কল্পনা তাঁহার মনে জাগরূক হইল; এবং তাঁহার অনুসন্ধিৎসা এমত বলবতী হইল, যে পাথেয় সংগ্রহার্থে তিনি আপন স্থাবর সম্পত্তি সকল গোপনে বিক্রয়করিয়া ন্যূন কল্পে ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভাগে ভ্রমণ করিতে দৃঢ় স্থির করিলেন। তখন তিনি এই রূপ চিন্তাদ্বারা আপন অন্তঃকরণকে প্রবোধ প্রদান করিলেন, (কারণ স্বকার্য্যের কর্ত্তব্যতা প্রতিপন্ন করণার্থ মনুষ্য মাত্রেই মনেং একং রূপ যুক্তি স্থির করেন) যে দুরবস্থাকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া দেশ ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে দূষনীয় হইতে পারে না, যেহেতু তিনি কেবল জ্ঞান শিক্ষা মানষে জন্ম-ভূমি ত্যাগ করিতেছেন—কাপুরুষের

ন্যায় পলায়ন করিতেছেন না। এইরূপে তিনি দেশ ভ্রমণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া স্ত্রী পুত্র আত্মীয়-জনের সম্পূর্ণ অগোচরে এক দিন কেবল দুই জন মাত্র ভৃত্য সমভিব্যাহারে কাশ্মীরহইতে প্রস্থান করিলেন; এবং কিছু দিন পরে লাহোরে উপনীত হইলেন। সে স্থলে দিন কয়েক বিশ্রাম গ্রহণ ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; এবং কাশ্মীর রাজ্যস্থিত আপন পরম মিত্র শ্রীদেব সিংহকে নিম্ন লিখিত এই প্রথম পত্র প্রেরণ করিলেন।

আমি এই স্থলেই পাঠকবর্গকে অবগত করিতেছি যে, আমার এই পরিব্রাজকের পরিভ্রমণের ইতিহাসের বর্ণনা, কিম্বা ঔপন্যাসিক চিত্তরঞ্জনীয় অপূর্ব্ব ঘটনার সুবিন্যাস, এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে প্রত্যাশিত নহে। ইহাতে কেবল বীর সিংহের কতিপয় প্রেরিত পত্র ও তদানুসঙ্গিক কতিপয় ঘটনা উল্লিখিত হইবে। ফলে বীর সিংহও ভ্রমণকালীন কোন মনোহারিণী নৃপনন্দীনির প্রণয়সূত্রে দৃঢ় বদ্ধ হইয়া দৈবসহায়ে সিদ্ধ-কার্য্য হয়েন নাই, অথবা মায়ারূপা কোন দেবীর ভক্তবাৎসল্যে প্রাপ্ত-বর হইয়া সৌভাগ্যবন্তও হয়েন নাই; সুতরাং তাঁহার জীবনচরিত্রেরই বা কি অলৌকিকত্ব পাঠকবর্গকে বিজ্ঞাত করিব? কিন্তু অদ্ভুত প্রেমে বিভূষিত নায়ক নায়িকাকে গ্রন্থে নিমন্ত্রণ না করায় গ্রন্থকারের স্পর্দ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে কি না, তাহা এপর্য্যন্ত স্থির করিতে পারি নাই।

প্রথম পত্রিকা।

লাহোরহইতে কাশ্মীর।

পরম পূজ্য প্রিয় বন্ধো!

জগদীশ্বর তোমাকে সমজাতীয় ভ্রাতৃ তুল্য মনুষ্যের বিজাতীয় ও অনাত্মীয় কুটিল ব্যবহারের তীক্ষ্ণ ও অন্তর্ভেদি দংশনহইতে রক্ষাকরুন। তুমি দেশকাল পাত্রজ্ঞ হইয়া সদাচারের সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কর, এবং জীবনের এই কয়েক দিবস সাংসারিক কুশলে পরিবেষ্টিত থাকিয়া পারত্রিক অনন্ত শান্তি লাভের নিমিত্ত অন্তরাত্মাকে সম্যক্‌রূপে উপযোগী করিতে থাক, ইহাই কেবল আমার অকৃত্রিম স্নেহের ঐকান্তিক প্রার্থনা!

প্রিয় সখে! আত্মীয়বর্গের আনাত্মীয়তায় আমার অন্তঃকরণ যেমত পীড়িত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাদের অসদ্ব্যবহারের সীমাহইতে সুদূর-প্রস্থিত হইয়া সেইরূপ শীতল হইয়াছে। এক্ষণে যত প্রকৃতির অকৃত্রিম ভাব দর্শন করিতেছি, ততই তাহাদের প্রতি ঘৃণা জন্মিতেছে। এক্ষণে পশু পক্ষীদিগের স্বভাব-সিদ্ধ সারল্য ও অকাপট্য দেখিয়া তাহাদের অপ্রশস্থ সংস্কারকে মনুষ্যের সুবিস্তৃত বুদ্ধিহইতে প্রধানা বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। পশুকুল যে

সময়ে একত্র দল-বদ্ধ হইয়া আততায়ী প্রতিবিধানে সমুদ্যত হইয়া থাকে, মনুষ্য সেরূপ কালে পরস্পরের মধ্যে বৈরিভাবের উত্তেজনা করিতে প্রবৃত্ত হন। বিহঙ্গকুল যেকালে মধুর সঙ্গীতে কাননকে ধ্বনিত করিতে থাকে, মনুষ্য সে সময়ে স্বজাতীয়ের দোষোদ্ঘোষণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করেন। হে পরমেশ্বর! তুমি যে মনুষ্যকে উৎকৃষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছ, তাহার এরূপ ব্যবহার তোমার কি অভিপ্রেত? যে বুদ্ধিবৃত্তি তাঁহার পরমমঙ্গলজনক হইবে বলিয়া প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা কি পাপ-হ্রদের নব নব সোপানপ্রদর্শক হইয়া তাঁহাকে নিপাতে নিহিত করিবে? হে মনুষ্য! তুমি বুদ্ধি ও বিবেকশক্তির বশবর্ত্তী হইয়া কেন এমত স্বাধীনরূপে সৃজিত হইয়াছ? তুমি ইতর জন্তুদিগের ন্যায় সামান্য সংস্কার-বদ্ধ হইয়া কেন কতিপয় নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের অধীন হও নাই? তাহা হইলে তুমি ইতর প্রাণিদিগের ন্যায় জঘন্য পাপকার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিতে পারিতে; তাহা হইলে নূতন২ উপায় উদ্ভাবন করিয়া প্রতারণায় সুদক্ষ হইতে না। হা! তুমি একবারও চিন্তা করিলে না, যে বিশ্বনিয়ন্তা তোমাকে কি কারণ অবলা জাতীর ন্যায় কতিপয় কার্য্যের অধীন করেন নাই? কি কারণ এত পরম রমণীয় উপভোগ্য সামগ্রীসকল তোমার হস্তবিস্তারের মধ্যে স্থাপিত করিয়াছেন? কি কারণ অপরাপর জীবজন্তুসকল

সমুদয় সামগ্রীর আস্বাদনহইতে স্রষ্টাকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াছে? তুমিই বা কি কারণ নিবারিত হও নাই? ভাল, তুমি যদ্যপি কোন মনুষ্য-প্রণীত নিয়ম-প্রণালীর অধীন না হইতে, ও কোন মনুষ্যেরই ভয় না রাখিতে, তাহা হইলে তুমি কাহার নিয়মাধীন থাকিতে? তাহা হইলে কে তোমাকে স্বেচ্ছাচারী হইতে নিবারণ করিত? পশুকুল কোন শাসন-প্রণালীর অধীন না হইয়াও কেন স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না? যে স্বেচ্ছাধীনতা তাহাদিগকে অপ্রদত্ত হইয়াছে, সে স্বেচ্ছাধীনতারই বা তুমি কি কারণ স্বামী হইয়াছ? জগৎপাতা তাহাদিগকে যেমত সে স্বাধীনতা প্রদান করেন নাই, সেইরূপ তাহাদিগকে নিবৃত্তি-সাধক বুদ্ধি বা হিতাহিত বিবেচনাও প্রদান করেন নাই। তিনি তোমাকে স্বেচ্ছাবশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সদসৎ বিবেচনার অধিকারী করিয়া তোমার যথেচ্ছাচার দমন করিয়া রাখিয়াছেন। পশুদিগের ন্যায় তোমাকে জগদীশ্বরের অনুজ্ঞাধীন থাকিতে বাধ্য হইতে হয় নাই, কারণ তাহা হইলে তুমি প্রভুভক্তি প্রকাশ করিয়া কি অধিকতর পুরস্কার-ভাজন হইতে? তাহা হইলেই বা বিশ্বস্বামী তোমার নিকটহইতে বল-গৃহীত প্রভুভক্তি প্রাপ্ত হইয়া কি অধিকতর সন্তুষ্ট হইতেন? তিনি পশু জাতিকে তাঁহার আজ্ঞার অবাধ্য হইবার ক্ষমতা প্রদান করেন নাই, সুত-

বরং তাহাদের সে আজ্ঞাধীনতা প্রসংশনীয় নহে; কিন্তু তুমি যদ্যপি জগদীশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘনে সমর্থ হইয়াও প্রভুভক্তির সহিত অনুজ্ঞাবশ থাক, তাহা হইলে তোমার স্রষ্টা সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে ভক্ত বাৎসল্যে অনন্ত সুখের ভোক্তা করিবেন!

আমি তোমার চির বন্ধু।

শ্রীবীর সিংহ।

আমাদিগের পরিভ্রামক এইরূপে পর্য্যটন করিতে২ ভারতবর্ষের পুরাকালীন রাজধানী হস্তিনানগরীতে উপনীত হইলেন। সেখানে দিন কএক অবস্থিতি করিয়া আপন মিত্রের নিকট দ্বিতীয় পত্র প্রেরণ করিলেন; আমি পাঠকদিগের দর্শনার্থ নিম্নে তাহারই এক খানি প্রতিলিপি প্রদান করিলাম।

দ্বিতীয় পত্রিকা।

হস্তিনানগরীহইতে কাশ্মীর।

প্রিয় বন্ধো! আমি যত দূরদেশে গমন করিতেছি, অন্তঃস্থিত স্নেহ-সূত্র ততই বৃদ্ধি হইতেছে। আমাদিগের মধ্যে যে সুদীর্ঘ ভূমির ব্যবধান হইয়াছে, তদ্দ্বারা যদিও বাহ্য-দৃষ্টির প্রতিবেধ হইতেছে, তথাচ অন্তশ্চক্ষুদ্বারা সদত তোমাকে দর্শন করিয়া পরম পবিত্র তৃপ্তিসুখ অনুভব করিতেছি!

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনুষ্যের ন্যায় সাহায্য-সাপেক্ষ জীব, সমস্ত বিশ্বমণ্ডলে আর দৃষ্ট হয় না; এবং তাঁহাকে যেরূপ নানা সম্বন্ধসূত্রে স্বজাতীয়ের সহিত সম্বদ্ধ থাকিতে হইয়াছে, এরূপ অপর কোন প্রাণিকে থাকিতে হয় নাই। এজন্য স্বার্থ-বোধ ও প্রকৃতি উভয়েরি আদেশানুসারে তিনি সামাজিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন; এমত কি, বনবাসি, আবাস-গৃহ-শূন্য, মনুষ্যাকারমাত্র-ধারি অসভ্য-জাতিদিগের মধ্যেও, সমাজের অবয়বের যদিও সকল অঙ্গ না হউক তথাচ কতিপয় অঙ্গও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মনুষ্যের স্বভাব অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইতে পারে, যে সমাজের অবস্থার উপর তাঁহার সাংসারিক সুখ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে; এবং যেকালে যেরূপ মনুষ্য মণ্ডলীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক থাকে, সেই কালিক সেই সেই মণ্ডলীর রাজকীয়, এবং বিদ্যা ও জ্ঞান সম্বন্ধীয় উন্নতি ও অধোগতির সহিত তাঁহার মঙ্গলের বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়া থাকে। একারণ যে সমাজ যে পরিমাণে জ্ঞানালোকে আলোকিত হয়, তৎসামাজিক জনগণ তৎপরিমাণে সংসার সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। এ জগতে যেরূপ কার্য্য-প্রণালী স্থাপিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা এক জন ব্যক্তি স্বয়ং অতি তত্ত্বজ্ঞ ও সাধু হইলেও তিনি কখনই সম্পূর্ণরূপে পার্থিবসুখ আ-

স্বাদন করিতে পারেন না। কারণ তাঁহাকে সংসা-
রের প্রকৃতিমতে অনেক মনুষ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট
হইতে হয়; এবং তাহাদের কৃত-ব্যবহারের প্রভে-
দানুসারে তাঁহাকে সুখী ও অসুখী হইতে হইবে।
তাঁহাকে সৎ ও অসৎ উভয়বিধ লোকেরই সংস্রবে
যদিও পর প্রয়োজনে না হউক তথাচ স্বার্থ সাধন
হেতুও যাইতে হয়।

মনুষ্য কেবলমাত্র স্বকীয় ক্ষমতা ও পরিশ্রম
দ্বারা সাংসারিক সুখের একদেশমাত্র উপভোগ
করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন; একারণ স্বজাতীয়ের-
দের সহিত একত্র সমাজবদ্ধ হইয়া তাহাদের প্রত্যে-
কের ক্ষমতা ও পরিশ্রমের সমবেত ফল গ্রহণ করি-
য়া আপন পার্থিব সুখের সম্পূর্ণতা সাধনের চেষ্টা
করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত যুক্তি-সম্মত। অতএব
যদ্যপি মনুষ্যকে তজ্জাতির অপরাপর জীবপুঞ্জ-
হইতে সপৃথক ও বিযুক্ত জ্ঞান করা যায়, তাহা
হইলে তাঁহার সুখহীনতা ও সহায়-শূন্য দুর্দ্দশার
আতিশয্য ও প্রাখর্য্য অনুমানেও কল্পনা করা যায়
না। ইহাহইতেই এক্ষণে স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে,
যে জগদীশ্বর মনুষ্যকে সামাজিক ধর্ম্মের বশীভূত
করিয়া সাহায্য প্রাপ্তির প্রচুর উপায় তাঁহার সম্মুখে
উদ্ভাবিত করিয়া দিয়াছেন; অতএব যখন সকল
মনুষ্যই পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি রাখিয়া জগদীশ্ব-
রের আজ্ঞাপালন বিষয়ে পরস্পরকে সরল সাহায্য

প্রদান করিবে, তখন সেই সৎস্বরূপ বিশ্বনিয়ন্তা আপন সন্তানদিগের মধ্যে পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃস্নেহের পূর্ণভাব দেখিয়া কেমন পরিতুষ্ট হইবেন!

সে যাহা হউক, আমরা এক্ষণে যেরূপ সমাজে অবস্থিতি করিতেছি, তাহাতে সরল সাহায্যের অভাব এত অধিক, যে আমাদের সাংসারিক কার্য্য সকলকে সত্যধর্ম্মের সহিত সমঞ্জসীভূত রাখিয়া জীবন যাপন করা নিতান্ত সুকঠিন ব্যাপার। কারণ একে আমরা পাপাসুরের সহিত মুহুর্ত্তাবিচ্ছিন্ন সমর-শ্রমে নিতান্ত শ্রান্ত হইতেছি, তাহাতে পুনরায় সম-জাতীয় ভ্রাতৃতুল্য নবপুঞ্জের দ্বেষ, হিংসা, স্নেহাভাব ও নানাবিধ বিজাতীয় অসদ্ব্যবহারের ভীষণ আক্রমণহইতে নিতান্ত পীড়িত হইতেছি। একে আমরা সকলেই সমরূপে স্বাভাবিক দুর্নিবার্য্য বিপজ্জালে নিবদ্ধ রহিয়াছি, তাহাতে পুনরায় পরস্পরের বিদ্বেষ-বুদ্ধির দংশনে দ্বিগুণতর সন্তাপিত হইতেছি। যদিও আমরা অরণ্যানী-স্থিত পাদপপুঞ্জের ন্যায় প্রবল বাত্যার প্রচণ্ডাঘাতে সকলেই তুল্যরূপে প্রপীড়িত হইতেছি, তথাচ যেন সে দুরন্ত দুর্দ্দশার সম্পূর্ণতা সাধন নিমিত্ত আমরা পরস্পরের ঘর্ষণ দ্বারা দারুণ দাবাগ্নি উৎপন্ন করিতেছি। আমি সর্ব্বদাই এরূপ চিন্তা করিয়া থাকি, যে যদি আমরা পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি সম্বর্দ্ধন করি, ও দ্বেষভাব পরিত্যাগ করিয়া দয়া ও মনুষ্যত্বের উপদেশ শ্রবণ

করি, তাহা হইলে মানবজীবনের অধিকাংশ দুঃখ একেবারে অন্তঃহৃত হইতে পারে; কারণ আমরা যদ্যপি একবার চিন্তা করিয়া দেখি, যে মনুষ্য বিদ্যা বুদ্ধি-জীবী ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিসংযুক্ত হইয়াও কি কারণে এরূপ প্রকৃতি-বিগর্হিত পথে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে অনায়াসেই জানিতে পারি, যে তাঁহার স্বার্থ-পরতার প্রাবল্যই সংসারে এত বিপর্য্যয় ঘটাইয়া থাকে। তাঁহার আশয়ের জঘন্যতা ও অপ্রশস্ততা এবং তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির নিস্তেজ ভাবই কেবল তাঁহা-কে এরূপ স্বার্থপর করিয়াছে।

যদ্যপি অপর কোন শ্রেষ্ঠ লোকহইতে কোন পুরুষ মানব সমাজে অবতীর্ণ হয়েন, তাহা হইলে প্রথমে তাঁহাকে সমাজের বাহ্য-দৃষ্টিদ্বারা প্রতা-রিত হইতে হয়, সন্দেহ নাই;—প্রথম দৃষ্টিতে সা-মাজিক বাহ্য-শোভন ব্যবহারকে অকৃত্রিম সম্প্রীতির কার্য্য বলিয়া তাঁহার ভ্রম জন্মে। কিন্তু সামান্য অনু-সন্ধান করিলেই তিনি আপন প্রথম সিদ্ধান্তকে ভ্রা-ন্তিমূলক বলিয়া নির্ণীত করেন, তাহাতে আর সং-শয় নাই। তখন তিনি দেখিতে থাকেন, মনুষ্য-সকলের চরিত্র ও ব্যবহার তাঁহারদের পরস্পরের মুখাকৃতির ন্যায় সম্পূর্ণ প্রভিন্ন; তাঁহারদের পরস্প-রের ঐক্যতা ও প্রীতিভাব অধিকাংশ স্থলেই আত্ম প্রয়োজনের বিভিন্ন আকার মাত্র; এবং তাঁহারদের পরস্পরের মিলন অনেক ক্ষেত্রেই মালাকারদিগের

বিভিন্ন কুসুম-রচিত পুষ্পগুচ্ছের ন্যায় বিযুক্ত ও অল্পকাল স্থায়ী। কিন্তু ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে, যে মনুষ্য নানা মহতী প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যকালে নীচাশয়ী ও ক্ষুদ্র বুদ্ধি হইবেন।

আমি তোমার ইত্যাদি।

তৃতীয় পত্রিকা।

কলিকাতাহইতে কাশ্মীর।

প্রিয় বন্ধো! আমি যে দিবস প্রথমে এই পথের পথিক হইয়াছিলাম, সেই দিবসহইতে ভারতবর্ষের অমরাবতী পুরী কলিকাতানগরী সন্দর্শন নিমিত্ত আমার নিতান্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল; এবং যত তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ততই আমার অন্তঃকরণে এক প্রকার অননুভূত-পূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু যে দিবস প্রথমে সেই নগরীর বহু জন-সমাকীর্ণ রাজপথে দণ্ডায়মান হইলাম; সে দিন আর এক প্রকার নূতন ভাবের আবির্ভাব হইল। তখন সহস্র লোকের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়াও আপনাকে নির্জন বোধ হইতে লাগিল। অপরিচিত লোক মণ্ডলীর মধ্যস্থিত হইয়া সমুদায় বিদেশীয় ভাব দর্শন করিতে লাগিলাম। লোকের জনরবে, ক্রেতার কোলাহলে, ও যানবাহি, তুরঙ্গের শফ শব্দে আমার হৃদয়ে এক প্রকার ভয়ের আবির্ভাব হইল। যে দিকে নিরীক্ষণ করি, সেই

দিকেই মনোরম্য হর্ম্ম্য সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। সর্ব্বস্থানেই নানা সৌকর্য্য-সাধনোপযোগী কত শত মনোহর পদার্থে সুশোভিত বিপনিসকল হেরিতে লাগিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পথিক জনে চাতুঃপার্শ্বিক রমণীয়তা দর্শন করিতে কিঞ্চি-মাত্রও অবকাশ প্রাপ্ত হয়েন না—দর্শনাবকাশ প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, তিনি আপন জীবন রক্ষা করিয়া গমন করিবার পথ পাইলেই চরিতার্থ বিবেচনা করেন।

কালিকাতা নগরীতে যে সকল সৌকর্য্যসাধক সামগ্রী ও পরম রমণীয় প্রাসাদ দর্শন করিলাম, তদ্দ্বারা বঙ্গবাসিদিগকে শিল্প ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া বোধ হইল না। সে সকল রাজ-পুরুষদিগের বিদ্যা-বুদ্ধির চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে!

সে যাহা হউক আমি ভদ্র সমাজ প্রাপ্ত মানসে এ নগরীর প্রান্তভাগে সুসভ্য ভদ্র মণ্ডলীর মধ্যে অব-স্থান-গৃহ গ্রহণ করিলাম; কিন্তু প্রতিবেশী কোন ব্য-ক্তির সহিতই আমার পরিচয় হইল না। অপরিচিত ও অদৃষ্ট-পূর্ব্ব মনুষ্যের সহিত পরিচয় হইবে, এরূপ মনোহর প্রত্যাশাকে আমি প্রতিদিবস প্রভাতে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতাম; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে আশার তৃপ্তির পূর্ব্বে প্রতিদিবসই সন্ধ্যায় সমাপ্ত হইত। এইরূপে মাসাধিক কালের মধ্যে

যখন এক জনের সহিতও আমার পরিচয় হইল না, তখন জানিতে পারিলাম যে অপরিচিতের সহিত উপযাচক হইয়া অগ্রে সম্ভাষণ করা তাঁহারদের বিচারে নিতান্ত অপমানজনক; এবং এরূপ লঘু- তা স্বীকার করা অপেক্ষা তাঁহারা অপর কোন বিষয়কেই অধিকতর দুঃসাধ্য বিবেচনা করেন না। একারণ অগ্রে সম্ভাষণদ্বারা লঘুতা ও অপ- মান স্বীকার করিতে আমিই সম্মত হইলাম, এবং দিন কয়েকের মধ্যে আমার এক জন প্রতিবেশী সম্ভ্রান্ত ভূস্বামির সহিত আমার বিলক্ষণ পরি- চয় হইল। তিনি মধ্যে২ আমার আবাসে আগ- মন করিয়া আমার সহিত সম্ভাষণে বিলক্ষণ পরি- তুষ্ট হয়েন। তাঁহার নাম বীরব্রহ্ম রায় বাহাদুর; পল্লিগ্রামে তাঁহার বিস্তর স্থাবর সম্পত্তি আছে; ও কতিপয় প্রশস্ত গ্রামের তিনি ভূম্যধিকারী। তিনি নানা কার্য্যোপলক্ষে এ নগরীতে পারিষদ্বর্গ সমভিব্যাহারে মধ্যে২ আগমন ও অবস্থান করিয়া থাকেন। তিনি আলাপন ও সম্ভাষণে বিল- ক্ষণ মিষ্টভাষী, এবং অধীনস্থিত ব্যক্তিদিগভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি তাঁহার কঠিনাচারের বিষয় কহিতে পারে না। পরিজন ও প্রজাবর্গভিন্ন বোধ করি আর কেহই তাঁহার দৌরাত্ম্যে পীড়িত হয় নাই। ক্রিয়া কাণ্ডে ব্যয় বাহুল্যদ্বারা পল্লি- গ্রামবাসিদিগের মধ্যে তিনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি

লাভ করিয়াছেন। ফলে, সখে! এ প্রদেশে পল্লি-গ্রামে লোকানুরাগ-ভাজন হওয়া অতি সহজ ব্যাপার; কারণ তত্রস্থ ভদ্র লোকে মনুষ্যের অন্তঃকরণ বা কার্য্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া তাঁহার বাহ্য ধর্ম্মাচার ও বচন লালিত্যের প্রতি অধিকতর আদর প্রকাশ করিয়া থাকে।

প্রিয় বন্ধো! এখানে অপর এক জন সুসভ্য যুবা পুরুষের সহিতও আমার বিলক্ষণ পরিচয় হইয়াছে। তিনি যদিও কোন পুস্তকই উত্তমরূপে পাঠ করেন নাই, তথাচ অনেক বিদ্যালয়েই বিদ্যাভ্যাসার্থে গমনাগমন করিয়াছিলেন; এবং যদিও নিষ্পাপে দিবসেক মাত্র ক্ষেপণ করিতে তাঁহার বহুল ধৈর্য্য আবশ্যক করে, তথাচ ধর্ম্মনীতি বিষয়ে (মূর্খতা প্রকাশ স্বীকার করিয়াও) দুই তিন ঘটিকা অনর্গল বাক্য ব্যয় করিতে সমর্থ হয়েন। তিনি আমাকে নগরীর অধিকাংশ বিষয়ে অনভিজ্ঞ জানিয়া আমাকে তদ্বিষয়সমূহ অবগত করিয়া বিলক্ষণ সন্তুষ্ট হয়েন। নগরীয় প্রধান২ ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের নাম, ধাম, রীতি, চরিত্র তিনি সর্ব্বদাই আমার নিকট কহিয়া থাকেন, এবং তন্মধ্যে যাঁহারা তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহারদের দয়া ও দানশৌণ্ডের বিষয় তিনি এক মুখে কহিয়া সমাপ্ত করিতে পারেন না। সে যাহা হউক সখে! তিনি আমাকে এমত অনুগ্রহ করিয়া থাকেন,

যে নূতন সূক্ষ্ম বসন, সুগঠিত অঙ্গুরীয় বা স্বর্ণ-ঘটিকা অঙ্গে ধারণ করিলেই প্রায় আমার আবাসে আগমন করিয়া থাকেন।

আমি তোমার ইত্যাদি।

চতুর্থ পত্রিকা।

কলিকাতাহইতে কাশ্মীর।

যদ্যপি আমরা পৃথিবীর প্রথমাবস্থার দিকে দৃষ্টি-পাত করি, তাহা হইলে মনুষ্য স্বভাবের সরলভাব দেখিতে পাই; এবং ক্রমশঃ যত আমাদিগের এই বর্ত্তমান সময়ের দিকে আগমন করিতে থাকি, ততই সেই শুদ্ধ প্রকৃতির বিকৃতিভাব লক্ষিত হইতে থাকে; ততই দেখিতে পাই, যে সে স্বভাবের বাহ্য ভাগ ক্রমশঃ পারিপাট্যে লুক্কায়িত হইয়া আসিতেছে, এবং পরিশেষে বাহ্য রীতি ও প্রথায় একেবারে অদৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপে ক্রমশঃ বাহ্য বিনয় ও শিষ্টাচারের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমানে এত প্রকার বাধ্যকরী সম্মান, নম্রতা, ও অধীনতা স্বী-কারে সামাজিক ব্যক্তিদিগের প্রকৃতি লুক্কায়িত থাকে, যে তাঁহারদের অন্তর্ভাব হৃদয়ঙ্গম হওয়া নি-তান্ত সুকঠিন। সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা অপরাপর যেমন নানা সাংসারিক কার্য্য অভ্যাস করি, গমন, বাস-পরিধান, ও আলাপন বিষয়েও

সেইরূপ কৃত্রিম ভাব অবলম্বন করিতে অভ্যাস করিয়া থাকি। আমাদিগের যত বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই বাহ্য-বিনয় ও মৃদু-মধুর ব্যবহার দ্বারা আমরা আত্মগোপন করিতে সুদক্ষ হইয়া উঠি। কৃষকদিগের মধ্যে এরূপ পরিচ্ছন্ন সুশীলতা দৃষ্ট হয় না; তাহারা পরস্পরের সহিত ব্যবহার ও সম্ভাষণে আত্মগোপনের প্রতি বিন্দুমাত্রও মনোযোগ রাখে না। কিন্তু ভদ্র-সমাজে এরূপও দৃষ্ট হইয়াছে, যে আমরা আজন্মকালপর্য্যন্ত যাঁহাদের সহিত একত্র সহবাস করি, ও যাঁহাদের সহিত সংসার-সুখ এক পাত্রে পান করিয়া থাকি, তাঁহাদের সহিতও আমরা এক প্রকার কৃত্রিম ও অভ্যস্তভাবে আলাপ ও ব্যবহার করিয়া থাকি। যদিও আমি বাহ্য-বিনম্র ব্যবহারকে অন্তঃকরণের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকি, তথাচ সুশীলতা ও বিনয় মনুষ্যের অদ্বিতীয় ভূষণ বলিয়া জ্ঞান করি। যখন আমি অন্তঃকরণে সদাশয় ও সততা দেখিতে পাই, এবং মুখে মাধুর্য্য ও আচারে বিনয় ভাব অবলোকন করি, তখন আমি সেইরূপ সরল সাধু-ব্যবহারকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। কিন্তু যখন নীচাশয় ও অসৎ প্রকৃতি বাহ্য বিনীতাচারে আচ্ছাদিত দেখিতে পাই, তখন তাহার প্রতি মনোমধ্যে নিতান্ত অনাদর ও হতশ্রদ্ধা করি।

সুধীরতা ও লজ্জা-শীলতা সমাজের দুইটি প্রধান

ভূষণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, কারণ ইহাদের দ্বারা মনুষ্য অনেক সময়ে পাপের প্রলোভনহইতে নিস্তীর্ণ হয়েন। কিন্তু যে সুধীরতা ও লজ্জা ধর্ম্মের অপ্রবেশ্য আবরণ বলিয়া সকল পুণ্যাত্মারই আদরণীয় হইয়াছে, নাগরিক সুখ-বিলাস জনগণের মধ্যে সে সুধীরতা ও লজ্জার কি অশ্রদ্ধেয় পাপময় আকারই দেখা যায়! তাঁহারা এ দুই অলঙ্কারে অঙ্গাবৃত করিয়া আপনাদিগের কলুষময় চরিত্র লুক্কায়িত রাখেন। আমি এ নগরীতে এমন অনেক সুধীর ও সুলজ্জ জীবাত্মা দেখিয়াছি, যাঁহারা পাপের মুখাবলোকন ভয়ে সদতই অধোদৃষ্টি থাকেন; এদিকে সময় বিশেষে উৎকৃট পাপে নিমগ্ন হইতে মনোমধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দিহান হয়েন না। যখন তাঁহারা পরিচিত লোক-মণ্ডলী মধ্যে অবস্থিতি করেন, তখনই কেবল তাঁহারা অসাধারণ রূপে সুধীর ও লজ্জাশীল হইয়া থাকেন; তাঁহারা এবম্বিধ শোভন ব্যবহার দ্বারা দর্শক-মণ্ডলীমধ্যে প্রতিপত্তি উপলব্ধি করিয়া প্রফুল্লিত হয়েন। হায়! তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি কি অদূরগামী! তাঁহারা চিন্তা করেন না যে, সেই সর্ব্বদৃষ্টিমান বিশ্বপতির নিকটে তাঁহাদের এ প্রতারণা গুপ্ত থাকে না। তাঁহারা জানেন না যে, মনুষ্য-মুখ-বিনির্গত প্রশংসা লাভ করা অতি অনায়াস-কার্য্য, এবং তজ্জন্য তাহার মূল্যও সেই ঈশ্বর নিকটে অতি সামান্য।

মিত্র! এতদ্ব্যতীত অপর একবিধ কদাকার

জঘন্য সুধীরতা সুসভ্য সমাজেও অবলোকিত হইয়া থাকে। সেই সুধীরতার বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্য পরিচিত ও আত্মীয়বর্গের উপরোধ ও আদেশকে ধর্ম্মনীতি ও সাধু যুক্তির সম্পূর্ণ অসম্মত জানিয়াও (কেবল মাত্র লোক-বিরাগ ভয়ে) অবহেলন করিতে সাহস করেন না। অনেকেই এমনি সুজন ও বিনম্র যে, অপরের বচন খণ্ডন ও অপরের অভিমতে অসম্মতি প্রকাশদ্বারা লোক-নিন্দা-ভাজন হইবার আশঙ্কা করিয়া আপনাদের বিবেচনা ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিপরীতাচরণ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন না। তাঁহারা সত্য ধর্ম্ম ও সদ্যুক্তির বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে লজ্জিত হয়েন না, কিন্তু পরিচিত ব্যক্তিবৃন্দের ঘোরতর মূর্খতা-নিবন্ধন কুৎসিত উপরোধেরও বিরুদ্ধাচরণ করিতে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা কলঙ্কনীয় ঘোর পাপাচারে প্রবৃত্ত হইতে পরাঙ্মুখ হয়েন না, কিন্তু রীতি-বিরুদ্ধ বিশুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠানেও বিরত হইয়া থাকেন। অতএব ইহা সামান্য বিস্ময়াবহ ব্যাপার নহে যে, মনুষ্য সদসৎ-জ্ঞান ও ধর্ম্মে পদাঘাত করিতে লজ্জিত না হইয়া পবিত্র ধর্ম্মনীতিদ্বারা আপন আচারের কলঙ্ক নিরাকরণ করিতে লজ্জিত হইবেন। আহা! ইহা কি চমৎকার সৌজন্য ও সুন্দর লজ্জা!

আমি তোমার ইত্যাদি।

পঞ্চম পত্রিকা।

কলিকাতাহইতে কাশ্মীর।

প্রিয় সখে! আমি তোমাকে আমার তৃতীয় পত্রিকায় যে সুসভ্য যুবা পুরুষের উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার নাম নবীন কুমার। তিনি এতন্নগরীয় কোন অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশহইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পিতা বিস্তর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া অসামান্য সমারোহে জীবন যাপন করিতেন। তিনি অপরাপর হিতাহিত-বিবেচনা শূন্য ধনপতিদিগের ন্যায় যেমন আয় বৃদ্ধিরদিকে দৃক্‌পাত করিতেন না, তেমনি ধনব্যয়েরদিকেও মনোযোগ রাখিতেন না। ধন-সুলভ অনর্থকরি সুখের সেবায় নিত্য প্রচুর অর্থ ধনাগারহইতে নিঃসারিত হইত; এবং যদ্যপি সেই অবসান-বিরস সুখ দেবী তাঁহার সেবায় সন্তুষ্টা হইয়া অসাময়িক মৃত্যু-রূপ মঙ্গলজনক বরদানে তাঁহাকে জীবন্মুক্ত না করিতেন, তাহা হইলে বোধ করি নবীন কুমারকে ভীষণ দৈন্যদশার নিদারুণ শাসনে নিগৃহীত হইতে হইত। সে যাহা হউক, নবীন কুমার এক্ষণে যে পরিশিষ্ট ধনের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, তাহা যুক্তি ও ন্যায়ের পরামর্শে ব্যয়িত হইলে তিনি বিলক্ষণ সাংসারিক সুখস্বচ্ছন্দ ভোগ করিতে পারেন।

দিন কয়েক হইল সুনাগর নবীন কুমার নূতন প্রকার চিকন বসন ভূষণে অঙ্গাবরণ ও পরিচ্ছন্ন-রূপে কুন্তল বিন্যাস করিয়া আমার আবাসে প্রফুল্ল বদনে আগমন করিলেন। আমি প্রথমা-গমনোচিত প্রিয়-সম্ভাষণদ্বারা অভ্যর্থনা করি-লাম। তিনি তৎপরে অনেক ক্ষণপর্য্যন্ত আমার নিকটে অবস্থিতি করিয়া সামান্য বিষয়ে গম্ভীরতা সহকারে বহুল পরিপাটি বাক্য প্রয়োগ করত আ-মোদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তাঙ্গুরীয়ের সূত্রহইতে অঙ্গুরীয়বিষয়ক এক সুদীর্ঘ উপাখ্যান কহিলেন, এবং তাঁহার নিকট যত প্রকার অঙ্গুরীয় ও অপরাপর যত বিধ স্বর্ণালঙ্কার ছিল, আমাকে তাহারও এক সুদীর্ঘ ইতিহাস প্রদান করিলেন। আমি তাঁহার সেই সকল বাক্যে পোষকতা করিয়া তাঁহার আমোদ বৃদ্ধি করিতে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি করি-লাম না; ফলে, যাহারা রূপ, সৌন্দর্য্যপ্রভৃতি অকি-ঞ্চিৎকর পদার্থের অধিকারে আপনাকে মহৎ বোধ করিয়া থাকেন, তাহাদিগের নিকট সেই২ বস্তুর তুচ্ছতা ব্যক্ত করিয়া তাহাদের সেই সামান্য অভিমানকে আঘাত করিতে আমি কোন মতেই ইচ্ছা করি না।

তিনি যতক্ষণ আমার নিকট উপবেশন ও আ-মার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে নব নব অঙ্গ ভঙ্গিদ্বারা আপনার শরীর-স্থিত

প্রত্যেক সৌন্দর্য্য আমার নয়নে বিশেষরূপে লক্ষিত করাইবার নিমিত্ত শত প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিপ্রকার আচরণে তাঁহার বিবিধ সৌন্দর্য্য আমার চিত্তকে সুন্দররূপে আকর্ষণ করিবে, এই চিন্তাই তাঁহার মনোমধ্যে কেবল বলবর্ত্তা হইয়াছিল।

জগদীশ্বর আমাদিগের অন্তঃকরণে লোকানুরাগ-প্রিয়তা সংস্থাপিত করিয়া সাধুকার্য্য অনুষ্ঠান নিমিত্ত আমাদিগকে উদ্যোগী ও সাহসী করিয়াছেন; একারণ যদিও জনসমাজে অনুরাগ-ভাজন হইবার চেষ্টা করা মনুষ্য মাত্রেরই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, তথাচ যে সকল সামান্য পদার্থে তাচ্ছল্য প্রকাশ করা বিধেয়, সে সকল তুচ্ছ পদার্থের অধিকারে আপনার গুণবত্তা অনুভব করিয়া প্রশংসা প্রাপ্তির বাসনা করা আমাদের উৎকৃষ্ট পদের নিতান্ত অযোগ্য বলিতে হইবে। স্ত্রীলোকদিগের মনে ইহা দৃঢ় প্রত্যয় আছে, যে তাহারা নরজাতীর মধ্যে আদর ও প্রশংসার অতি সুন্দর পাত্রী; একারণ তাহারা দর্শকমণ্ডলীর মনে আপনাদের সৌন্দর্য্যের নব নব ভাব সমুদিত করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই বদনের ভাব পরিবর্ত্তন ও অঙ্গে সদতই নূতন ভঙ্গিমা ধারণ করিয়া থাকে। আমাদিগের এই পুম্ জাতীর মধ্যেও বেশবিলাষি ক্ষুদ্রাশয়ি পুরুষেরাও এবম্বিধ নারীকুলের সহিত এ বিষয়ে বিলক্ষণ ঐক্য হইয়া থাকেন। তাঁহারাও নারীজাতীর ন্যায় আপনা-

দিগের রূপদর্শক-মণ্ডলীর মধ্যে অনবলোকিত হই-
লে নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া থাকেন।

যে সকল ব্যক্তির চিত্ত-দর্পণে জগতের কোন পদার্থেরই প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া অধিকক্ষণ অবস্থিতি করে না, যাহারা জগতের দৈনন্দিন কার্য্য সকল সদত দর্শন করিয়াও মনে দর্শন করিতে অসমর্থ, যাহারা মনুষ্যের চিন্তারূপ পবিত্র সুখ আস্বাদন করিতে নিতান্ত অশক্ত, তাহারা যে সামান্য অকিঞ্চিৎকর পদার্থের অধিকার ও উপভোগে আপনাদের গুণবত্তা অনুভব করিয়া প্রশংসা প্রাপ্তির বাসনা প্রকাশ করিবে, ইহা কোন মতেই বিচিত্র নহে; কিন্তু যাহাদের মনোবৃত্তি সকল যথেষ্ট পরিমার্জ্জিত হইয়াছে, যাহাদের অন্তঃকরণ মনুষ্য পদের শ্রেষ্ঠত্ব দর্শন করিতে সম্যকপ্রকারে উপযোগী হইয়াছে, যাহাদের চিত্ত চিন্তাসুখ অনুভব করিতে বিলক্ষণ সমর্থ, তাহাদিগকে এ ক্ষুদ্রাশয়ের বশবর্ত্তী হইতে দেখিলে মনোমধ্যে কিপ্রকার ক্রোধমিশ্রিত দুঃখের উদয় হইয়া থাকে! সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিজ্ঞ ও উপযুক্ত ব্যক্তিরাও সামান্য গুণের নিমিত্ত প্রশংসা লাভের অভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এরূপ সামান্য আশয়হইতে কয় জন ব্যক্তি পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন? কয় জন ব্যক্তি এ অভিমানের অধীন নহেন?

মনুষ্য আপনার অসম্পূর্ণতা ও দোষপুঞ্জের

বিষয় মনেং সবিশেষ অবগত হইয়াও যে প্রশংসা প্রাপ্তির নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহা অতি চমৎকার ব্যাপার। যখন পাপ ও অজ্ঞতা, অশক্তি ও গুণহীনতা প্রত্যেকে আপনাকে প্রশংসার পাত্র করিবার নিমিত্ত নানা যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকে, তখন তাহা দেখিয়া কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তির মনে দুঃখের উদয় না হয়? ফলে, বন্ধো! মনুষ্যের ন্যায় উৎকৃষ্ট জীবকে এমত অকিঞ্চিৎকর আত্মাদরের বশবর্ত্তী দেখিয়া আমার মনে এক প্রকার ক্লেশের উদয় হইয়া থাকে।

সাধু ব্যক্তিরা যখন আপনাদিগকে অপরাপর মনুষ্যহইতে সপৃথক্ জ্ঞান করিয়া আপনং অন্তঃ-করণ অনুসন্ধান করেন, তখন তাঁহারা তথায় দর্পো-পযুক্ত কোন শক্তি বা গুণই দেখিতে পান্ না; কিন্তু যখন তাঁহারা অপরাপর মনুষ্যের সহিত আপনা-দিগের পরিতুলনা করিয়া আত্ম-দর্শন করেন, তখন যদিও আপনাদের শক্তি ও গুণ দৃষ্টে না হউক, তথাচ অপরের অশক্তি ও দোষ নিজ শরীরে অনুপ-স্থিত দেখিয়াও এক প্রকার বিশুদ্ধ আত্মপ্রসাদ অনু-ভব করেন। এই সূত্রহইতেই জ্ঞানী ও নির্ব্বোধের মধ্যে প্রভেদ সুন্দররূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। জ্ঞানি ব্যক্তি আপন গুণের অসম্পূর্ণতা চিন্তা করিয়া বিনম্রভাবে অবস্থিতি করেন, নির্ব্বোধ জন অপরের অশক্তি ও দোষাবলোকন করিয়া দর্পোত্থিত হয়েন।

জ্ঞানি ব্যক্তি আপন গুণ ও শক্তির অপ্রাচুর্য্য চিন্তা করেন; নির্ব্বোধ তাহার প্রাচুর্য্যাবলোকন করেন। জ্ঞানি ব্যক্তি আত্মপ্রশংসালাভ করিলেই যথেষ্ট সন্তুষ্ট হয়েন; নির্ব্বোধ লোকানুরাগভাজন হইলেই কৃতার্থমন্য জ্ঞান করেন।

আমি তোমার ইত্যাদি।

ষষ্ঠ পত্রিকা।

কলিকাতাহইতে কাশ্মীর।

নগরবাসী সুরসিক ও সুখবিলাষি জনগণের চরিত্রহইতে যে অপর কোন প্রকার চরিত্র ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে অধিকতর আহত ও বিচলিত করিতে পারে, সে বিষয়ে আমি সমধিক সন্দেহ করিয়া থাকি। আমি প্রায় এমত কোন মনুষ্যের সহিতই সম্ভাষণ করি নাই, যিনি আমার নিকট এবম্বিধ চরিত্রের বর্ণনা করেন নাই। আমাদের নবীন কুমার সর্ব্বদাই তাঁহার কতিপয় পরিচিত ব্যক্তির রসিকত্বা ও চতুরতা আমার নিকটে প্রশংসা করিয়া থাকেন; সঙ্কট-সঙ্কুল দুস্তর ক্ষেত্রহইতে বিনা বিপদস্পর্শে তাঁহাদের নিস্তারপ্রাপ্তি, ও গভীর নিশীথ সময়ে কলুষময় ভীষণাবহ ব্যাপারে তাঁহাদের কুতূহল ও নৈপুণ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের সেই সকল গুণরাশির যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা

করেন। ফলে নবীন কুমারের এই সকল বীর পুরু-ষেরা নিতান্ত গুণহীন বলিয়া বোধ হয় না। তা-হারা আপনাদের প্রতিবেশীর কোন গুরুতর কার্য্য দায় উপস্থিত হইলে তাহা সম্পন্ন করিবার মানসে তাঁহার গৃহে (যদিও পরোপকার ব্রত পালনার্থে না হউক, তথাচ তাঁহার ভার্য্যা বা কন্যার সর্ব্বনাশ সাধন অভিলাষেও) সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিয়া পরি-শ্রম স্বীকার করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না; তাহারা সাধারণ পূজা বিষয়ে (যদিও ধর্ম্মানুরাগে না হউক, তথাচ দিন কয়েক তদুপলক্ষে ইন্দ্রিয় সুখের প্রচুর উপভোগ অভিপ্রায়েও) সম্পূর্ণ অধ্য-বসায় ও যথেষ্ট আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করে।

ইন্দ্রিয় সুখ যাহার জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য ও মুখ্য ঘটনা, তাঁহাকে তাহার উপভোগ বিষয়ে নিরাশ হইতে হয়। ইন্দ্রিয় সুখে অভিনিবিষ্ট হইলে অপরাপর মহত্তা কার্য্যে যেমত বিস্বাদ ও বিরক্তি জন্মে, সে সুখের মধুরত্বও সেইরূপ বিস্বাদে পরিণত হয়। ইন্দ্রিয় সুখ আপন আ-রাধকের অর্চ্চনায় স্বয়ংও প্রসন্না হয়েন না, এবং অপর কোন সুখের মন্দিরেও তাঁহাকে গমন করিতে শক্তি প্রদান করেন না। একারণ সুখ-লোলুপ ব্যক্তিবা দিনযামিনীর যে ভাগে সুখপানহইতে ক্ষান্ত থাকেন, সে কাল তাহাদের যেমন অসহ্য ও ভারবাহ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সমস্ত ভূমণ্ডলে বোধ করি

অপর কোন দুর্ভাগা জীবের সমস্ত জীবিত কাল সে রূপ ক্লেশকর হয় না। তাহারা যে সময়ে কোন ভ্রষ্টাচারের মত্ততাহইতে নিবারিত হয়, অথবা কোন অসত্যময়ী রমণীর অনুসরণে নিরাশ হইয়া থাকে, তাহার অব্যবহিত পরক্ষণে যদ্যপি তুমি তাহাদিগ-কে নিরীক্ষণ কর, তাহা হইলে তাহাদের বিরস ভাব ও বৈরক্তিতে তুমি চমৎকৃত হইবে। সাধুরূপে ক্ষেপিত দিবসের সায়ংকালে আত্ম-নিষ্পাপচিন্তারূপ পবিত্র আত্মপ্রসাদ, অথবা স্বাস্থ্য-সুলভ গাঢ় নিদ্রায় অতিবাহিত রজনীর উষাকালে অন্তঃস্ফুর্ত্তিরূপ নি-র্ম্মল সুখের মুখাবলোকন করিতে তাঁহারা কোন মতেই অধিকারী নহেন।

যেখানে ইন্দ্রিয় সুখের ভাগ অধিক, সেই স্থলেই তুমি দেখিতে পাইবে যে, যে ব্যক্তি তাহার ইয়ত্তায় নিপতিত হইয়াছেন, তিনি চপলাচারি বন্ধু, অমনো-যোগি পিতা, ও অননুরক্ত পতি। তিনি আপন হতভাগা অপত্যকুলকে দৈন্যদশায় জড়িত করেন; এবং কতিপয় আধি ও ঋণ পত্র ব্যতীত সন্তানদিগকে অপর কিছুই মুমূর্ষুদান করিতে পারেন না। অপর, তাঁহার সমস্ত কার্য্যেই চপলতা ও দীর্ঘসূত্রতা দেদি-প্যমান হইয়া থাকে।

যিনি ইন্দ্রিয় সুখে মত্ত হইয়া অধিকক্ষণ ঘোর আ-মোদ, শব্দায়মান হাস্য, উৎকট পরিহাস, ও সুন্দর রসিকতায় ক্ষেপণ করিয়াছেন, তিনি যদ্যপি তাহার

পরক্ষণেই আপন পূর্ব্ব ব্যবহারের প্রতি পুনর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলেই দেখিতে পান, যে সেই প্রমোদ সময়ে তিনি হয় কোন ব্যক্তির প্রতি অকারণ তীক্ষ্ণ পরিহাসাদ্বারা তাঁহার মনোবেদনার কারণ হইয়াছেন. অথবা কোন গুরুজনের সহিত অনুচিত ব্যবহার দ্বারা স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, অথবা কোন অযথাচারদ্বারা আপন লজ্জার মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন, অথবা সে সময়ে অকারণে আপন চরিত্রের গুপ্ত ভাব প্রকাশ করিয়া নীচতা স্বীকার করিয়াছেন, ফলে তিনি এইরূপ পুনঃ চিন্তাদ্বারা প্রমোদ কালীন আপন কোন ব্যবহারহইতে আত্মগ্লানি ব্যতীত আত্ম প্রসাদ উপলব্ধি করেন না। হায়! যে জীবগণ মনুষ্যরূপ পরম পূজ্য শ্রেষ্ঠ মঞ্চে উপবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা এমন লঘীয়ান সামান্য সুখের বশবর্ত্তী হইয়া নানা নির্ম্মল উৎকৃষ্ট সুখের আস্বাদন হইতে আজন্মকাল বঞ্চিত থাকিবেন, ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে!

আমি তোমার ইত্যাদি।

সপ্তম পত্রিকা।

কলিকাতাহইতে কাশ্মীর।

আপন জাতী বা লোক মণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে অভিলাষ করেন না, এমন ব্যক্তি

অতি বিরল। মানবজাতীর অতি সামান্য ও নিতান্ত অবিখ্যাত ভাগ ও আপনাদিগের আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের ক্ষুদ্র দলের মধ্যে এক প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান উপলব্ধির মানস প্রকাশ করিয়া থাকে;—এমত কি, দীন দরিদ্র শিল্পকর ও কৃষকেরাও আপনাদিগের দল মধ্যে স্ব স্ব প্রশংসাকারি ব্যক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্রাশয়ের বশবর্ত্তী হইয়া সামান্য মনুষ্য আপন নিম্ন-স্থিত ব্যক্তিদিগের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব উপভোগ করিয়া মহান্ পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। আত্মাদরের এবম্বিধ অসদ্ব্যবহারহইতেই লোকে চাটুবচন শ্রবণ করিতে আসক্তি প্রকাশ করে। এই তোষামোদ-প্রীয়তাহইতে বোধ করি অপর কোন অন্তর্ব্যাধি মানব-মনের অধিকতর অনিষ্টকরী নহে। চাটুকারের স্তোত্র তান-লয় বিশুদ্ধ-সুমধুর সঙ্গীতের ন্যায় অন্তঃকরণকে দ্রবীভুত ও বিমুগ্ধ করে। যাঁহাদের মনোরাজ্য বিশেষরূপে রক্ষিত নহে, তাঁহারা ইহার আক্রমণহইতে কোন মতেই নিস্তার প্রাপ্ত হয়েন না।

আমরা প্রথমে আপনাদের গুণ ও শক্তির প্রতি পক্ষপাতী হইয়া থাকি, সুতরাং পরে অন্য ব্যক্তির তদ্বিষয়ে পক্ষপাত (তাহা মৌখিক হইলেও) অতি তুষ্টকরী হয়;—আমরা প্রথমে আপনাদের শক্তি-বাহুল্য ও প্রাধান্য অনুভব করিয়া নিজ নিজ হৃদয়ের তোষামোদ করিয়া থাকি, সুতরাং তৎপরে

অপরের চাটুবচন নিতান্ত চিত্তরঞ্জনীয় ও বিশ্বস্য হইয়া থাকে। চাটুকার আমাদের অন্তঃস্থিত আত্মাদরের আরাধনা আরম্ভ করে; এ দিকে আত্মাদর তাহার স্তবে এমনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, যে সে অমনি জ্ঞানের শাসনহইতে প্রস্থান করিয়া বহির্বৈরির সহিত মিলিত হইয়া থাকে। একারণ যখন চাটুকারেরা জ্ঞানান্ধকারি কৌশল ও বিমুগ্ধকারি সম্মতিবাক্য-দ্বারা আমাদের গরিমার পোষকতা করিয়া থাকে, তখন আমরা তাহাদের মায়াতে বশীকৃত হইয়া তাহাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করি না।

যদ্যপি সকল মনুষ্যকেই ইহা প্রতীত করাইতে পারা যায়, যে এই তোষামোদ-প্রীয়তা কত জঘন্য, নীচাশয়হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে বোধ করি যাহারা এই রিপুর তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া এক্ষণে যেরূপ সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে, তাহারা সেইরূপ হেয় হইতে পারে। আমরা যে সকল গুণ বা শক্তির অধিকারী নহি সেই সকলের অধিপতি বলিয়া প্রকাশমান হইবার ইচ্ছা, অথবা বাস্তবিক আমরা যেরূপ নহি সেইরূপে প্রতীয়মান হইবার একান্ত কামনাই কেবল আমাদিগের চাটুপ্রিয় হইবার এক মাত্র কারণ; যেহেতু চাটুকার কেবল অপরের গুণ ও চরিত্র আমাদের শরীরে (না থাকিলেও) দর্শন করিয়া থাকে। আমি

বোধ করি অপরের স্বভাব এইরূপে বস্ত্রের ন্যায় অঙ্গে ধারণ করিবার যত্ন অপেক্ষা আপনাদের স্বভাব সংশোধন ও গুণবর্দ্ধন করিবার চেষ্টা অধিকতর প্রশংসনীয়। এরূপে অনুকরণদ্বারা শ্রেষ্ঠ হইবার চেষ্টাহইতে আদর্শ হইবার নিমিত্ত আগ্রহ অধিকতর আদরণীয়।

চৌরের পক্ষে আমাদের অসতর্কতা, ও প্রতারকের পক্ষে আমাদের অজ্ঞতা যেমত লভ্যকরী, চাটুকারের পক্ষে আমাদের আত্ম-গরিমা সেই মত লভ্যজনক চাটুকার আমাদের মানষক বার্য্যের এই অসম্পূর্ণতার সহায় লইয়া নিজ স্বার্থমূলক মনস্কামনা সিদ্ধ করে। সখে! তুমি যদ্যপি স্তাবকদিগের তুষ্টকরি কার্য্য পদ্ধতি ও তোষামোদপ্রীয় জনগণের অন্ধতা-জনিত মত্ততা দর্শন কর, তাহা হইলে তুমি একের স্বার্থপরতা ও অপরের ক্ষুদ্রাশয় হেরিয়া বিস্মিত হইবে।

যাঁহারা আপনাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম বা সামান্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া প্রশংসাপ্রার্থী হইয়া থাকেন, তাঁহারা আপনাদের সেই ক্ষুদ্রাশয়ের পোষকতা প্রাপ্ত হইলে প্রথমে চরিতার্থ, পরে অভিমানী, এবং অবশেষে গরিমা-বিমত্ত হয়েন। প্রধান২ ছত্রধরেরা নানা সৌভাগ্যে পরিবেষ্টিত ও বহুল স্তুতি-পাঠকের ঘোর স্তবে উচ্চীকৃত হইয়া আপনাদিগকে দেব-লোক-ভুক্ত উৎকৃষ্ট জীব

বোধ করিবেন ইহা বিচিত্র নহে। আমি অতি সামান্য ব্যক্তিদিগকেও সামান্য চাটুকারের উন্মত্ত-করি প্রশংসা বাক্যে নিতান্ত অন্ধ হইতে দেখিয়াছি। এমত কি অনেকে আপন ভিন্ন অপরের গুণ মূলেই দেখিতে পান না; দেখিতে পাইলেও তাহা নিজ মুখে স্বীকার করেন না—স্বীকার করিলেও তাহা আপন গুণহইতে অধিকতর প্রশংসনীয় বোধ করেন না। আমাদের বীরব্রহ্ম রায় বাহাদুর অপরের প্রশংসাকে তাঁহার প্রশংসার অপহরণ বলিয়া বিবেচনা করেন। যখন জন কয়েকে তাঁহার সহিত উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন আরম্ভ করে, তখন তিনি এক প্রকার বিচলিত-মতি হয়েন; যদ্যপি সেই সকল সম্ভাষণে তাঁহার কোন না কোন গুণের বর্ণনা না হয়, তাহা হইলে তাঁহার আর প্রসন্ন ভাব থাকে না।

আমি তোমার ইত্যাদি।

অষ্টম পত্রিকা।

কলিকাতাহইতে কাশ্মীর।

মানব মণ্ডলী ব্যতীত বিশ্বরাজ্যের অপর সর্ব্বস্থলেই প্রাকৃতিক নিয়ম প্রণালী অতি সুন্দররূপে প্রতিপালিত হইতেছে;—অপর সর্ব্বত্রেই জগৎপাতার আদিষ্ট কার্য্যকদম্ব অতি সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে। দিবাকর ও নিশাকর—দিবস ও

রজনি—কেমন পর্য্যায়ক্রমে ও পরিপাটীরূপে আপনাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে! ঋতুগণই বা আপনাদিগের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের প্রতিপালন বিষয়ে কেমন দোষ-স্পর্শ-শূন্য সুন্দর আচরণ করিয়া থাকে! তরুগণই বা সুকোমল অঙ্কুর-হইতে প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইয়া ফল পুষ্প প্রসব ও স্ববংশ সম্বর্দ্ধন করিয়া আপনাদের জীবিত সময়ের কেমন সুচারু ব্যবহার করিয়া থাকে! আমি বোধ করি, কি সূর্য্য, কি চন্দ্র, কি ঋতুগণ, কি তরুপুঞ্জ, কি মনুষ্য ব্যতীত অপর কোন সৃজিত পদার্থ (সজীবই হউক বা নির্জ্জীবই হউক) কেহই কোন কালে কোন কারণবশতঃ আপনাদের চির-নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠানে অন্যথাচরণ করে নাই;—আমি বোধ করি দিনপতি কোন কালেই আলস্য-পরতন্ত্র হইয়া এক দিবসের নিমিত্ত দূরে থাকুক এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও রশ্মিবর্ষণে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। ক্ষণেকের নিমিত্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিরুদ্ধ আচরণ দূষণীয় নহে অনুমান করিয়া বোধ করি চন্দ্রও কস্মিন্‌কালে আপন গতি নিবারণ করেন নাই; কেহ জানিতে পারিবে না মনে করিয়া বোধ করি ঋতুগণও কোন কালে আপনাদের পর্য্যায়-গমন পরিত্যাগ করে নাই; এবং অযথাচার-নিবন্ধন নিন্দায় কোন ক্ষতি হইতে পারে না স্থির করিয়া বোধ করি তরুগণও আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মহইতে কোন কালে প্রস্থান করে নাই।

কেবল মনুষ্য মণ্ডলীতেই নৈসর্গিক নিয়মপুঞ্জ উল্লঙ্ঘিত হইতে দৃষ্ট হওয়া থাকে— কেবল মানব জাতীমধ্যেই সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার আদেশসমূহ অবজ্ঞাত হইয়া থাকে। মনুষ্য আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে দৃঢ়-বদ্ধ হইয়া থাকিতে অভিলাষ করেন না, কারণ তিনি এমনই স্বাধীনতা-প্রিয়, যে জগদীশ্বরের অনুজ্ঞাধীন থাকিতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এদিকে পাপ-পিশাচের চির-নিবদ্ধ দাস হইয়া থাকিতে কোন ক্লেশই অনুভব করেন না। হা! চমৎকার! একি অননুমেয় আচার! হা মনুষ্য! তুমি জগতের সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ঘোর কলঙ্কের মূলীভূত হইলে! আমি তোমার প্রকারে ধিক্কার প্রদান করি! ভাল, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যে যখন পাপ পিশাচ আসিয়া তোমার সম্মুখে প্রলোভনীয়া মায়া বিস্তার করে, এবং যখন তুমি তাহার পরামর্শে কুপথে পদার্পণ কর, তখন শাসনকর্ত্রীস্বরূপা যে হিতাহিত-বিবেচনা তোমার হৃদয় সিংহাসনে সমাসীনা আছেন, তিনি কি তোমার পাদদ্বয়কে প্রত্যাবৃত্ত করিতে যত্ন করেন না? আমি বোধ করি তিনি সমূহ যত্ন করেন। কিন্তু তুমি সেই হৃদ্-রক্ষিণীর নিবৃত্তিসাধক যত্নে যতই উপেক্ষা কর, তাঁহার সচেতন নয়নহইতে যতই আনুমানিক গোপনভাবে প্রস্থান কর, এবং যতই তাঁহাকে প্রতারণা কর, তিনি তোমাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করেন

না; মত্ততা নিবৃত্তি করিয়া তোমার জ্ঞানোদয় করিতে কিছুতেই ক্ষান্ত হয়েন না; এবং তোমার চিত্ত-গৃহে সত্যের কিরণ বিকীর্ণ করিতে কিছুতেই ত্রুটি করেন না। তুমি যখন দুষ্ক্রিয়ার মত্ততায় সদসৎ-জ্ঞান-শূন্য থাক, অথবা সাংসারিক কার্য্য-পুঞ্জে অভিনিযুক্ত হইয়া অতি অস্থিরচিত্ত থাক, অথবা পাপ-পিশাচের সহচর-স্বরূপ সম্পদানুগামি জঘন্য ব্যক্তিদিগের সহিত মিলিত হইয়া ধন-সুলভ কৃত্রিম আমোদে নিমগ্ন থাক, তখন তুমি হিতাহিত বিবেচনা ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উচ্চৈঃস্বরে কর্ণপাত কর না বটে, কিন্তু যে সময়ে সেই দুষ্কৃতির পর্য্যবসানে তোমার মত্ততা দূরীকৃত ও হৃদ্বোধ সমুদিত হয়, অথবা যে সময়ে তুমি সাংসারিক কার্য্যের গাঢ় অভিনিবেশহইতে মুক্ত হইয়া বিশ্রামার্থে স্থির-চিত্ত হও, অথবা যে সময়ে তোমার সুখের অনুচর-স্বরূপ নারকি দানববৃন্দের সহিত শব্দায়মান হাস্য বা উৎকট পরিহাসদ্বারা ঘোরতর আমোদ করিয়া তুমি বিশ্রান্ত হও, সে সময়ে আর তোমার কর্ণ-হিতাহিত বিবেচনা বা ধর্ম্মপ্রবৃত্তির মৃদু বাক্যেও বধির থাকে না—তাহার তীক্ষ্ণ দংশনে তোমার পা-ষাণীভূত হৃদয়ও অবিদারিত থাকে না। সেই কো-লাহল-শূন্য নিশ্চিন্ত সময়ে তোমার চিত্ত একেবারে পশ্চাত্তাপের হলাহলে কি ভয়ানকরূপে জর্জ্জরিত হইয়া থাকে! সে সময়ে তোমার মনোরাজ্যে কি

ভীষণ বিপ্লবই বা বিঘটিত হয়। হা মোহান্ধ! তখন তুমি কি বিস্মিত হও না? সেই দারুণ নিগ্রহের সময় তোমার সুখানুচরেরা কোথায় থাকে? যাহারা সুকৃতি সময়ে তোমার মত্ততাজনিত আমোদ সুন্দররূপে বৃদ্ধি করিতে পারে, তাহারা তোমাকে গতানুশোচনার ঘোর যন্ত্রণাহইতে কি কারণ রক্ষা করিতে পারে না?

সখে! পাপাচরণে যে ক্ষণিক সুখ ও দীর্ঘব্যাপি অবশ্যম্ভাবি পীড়া সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, সে বিষয় চিন্তা করিলে মনুষ্যকে এত প্রচুর ব্যয়ে এমন অকিঞ্চিৎকর সামগ্রী ক্রয় করিতে দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইতে হয়। সমস্ত ধর্ম্মোৎপাদ্য পবিত্র সুখের আশু বিনাশ সম্ভাবনা সত্ত্বেও মনুষ্যকে কুকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সাহসী হইতে দেখিয়া যখন তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তখন মনুষ্যের মোহ-জনিত অদূরদৃষ্টি দর্শন করিয়া দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইতে হয়। হায়! ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে যে, একবার ক্ষণেকের নিমিত্ত ধর্ম্ম-বিগর্হিত পথে বিচরণ নীতিবিরুদ্ধ আচরণ হইতে পারে না জ্ঞান করিয়া মনুষ্য নিঃসংশয়িত চিত্তে কর্ত্তব্য কর্ম্মহইতে প্রস্থান করিবেন? কিন্তু হলাহলের বারেক আস্বাদনে জীবন বিনাশ ক্ষান্ত রহে না। হায়! ইহা হইতেই বা অধিকতর আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে যে,

কেহ জানিতে পারিবে না মনে করিয়া মনুষ্য গো-পনভাবে পাপে নিমগ্ন হইবেন ? এরূপ অন্তঃপ্র-বোধ সামান্য অন্ধতার ফল নহে ! হা অন্ধ ! আমার চক্ষুঃহইতেই তুমি নিজ কলুষময় চরিত্র লুক্কায়িত রাখিতে পার, কিন্তু সেই সর্ব্বদৃষ্টিমান, ও সর্ব্বান্তর্যামি জগৎপাতার চক্ষুর্গোচরহইতে অন্তর করিতে পার না ;—যিনি তোমার বচন ও ব্যবহার দ্বারা তোমার হৃদয়ের সাধুতা নিরূপণ করেন, তাঁহার বিশ্বাসকেই তুমি বুদ্ধি কৌশলে প্রতারিত করিয়া তুষ্ঠীভূত রাখিতে পার, কিন্তু যিনি তোমার অন্তঃ-করণের নিষ্কলঙ্ক ভাব নির্ণয় করিয়া তোমার বচন ও বহিকার্য্যের সততা বিচার করেন, নরক-রচিত কোন কৌশলেই তাঁহার তীক্ষ্ণ অন্তদৃষ্টিকে প্রতারণা করিতে পার না। অন্ততঃ, ইহা অপেক্ষা অধিকতম সন্তাপের বিষয় আর কি হইতে পারে যে, পার্থিব সম্পদ ও ধনবলের প্রাচুর্য্যবশতঃ লোক নিন্দায় কোন অপকার করিতে পারে না স্থির করিয়া মনুষ্য অসঙ্কু-চিতচিত্তে কুকর্ম্মে হস্তার্পণ করিয়া দুরপনেয় কলঙ্ক অঙ্গে বিলেপন করিবেন ? হা মোহান্ধ ! আমি স্বী-কার করি, তুমি পার্থিব সম্পদে অধিরূঢ় হইয়া কোন মনুষ্যেরই ভয় রাখ না ; কিন্তু কোন্ অভি-মানে সেই সর্ব্বগর্ব্বের দমনকর্ত্তা বিশ্বশাস্তাকে ভয় কর না, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। ক্ষণ-ভঙ্গুর মৃন্ময় দেহে এত সাহস ভূয়সী যন্ত্রণার নিমিত্ত।

হ! ভ্রান্তচিত্ত! আমি তোমারে নিশ্চয় কহিতেছি যে, এরূপ দুঃসাহস কখনই সামান্য পরিতাপ প্রসব করিবে না! তোমাকে এতাবন্মাত্র অবগত করাই আমার পক্ষে যথেষ্ট; কারণ এ সামান্য দুরদৃষ্ট ব্যক্তির উপদেশ বোধ করি তোমার শ্রোতব্যই হইবে না।

আমি তোমার ইত্যাদি।

নবম পত্রিকা।

কলিকাতাহইতে কাশ্মীর।

প্রিয় বন্ধো! ইদানিন্তন বীরব্রহ্ম রায় বাহাদুরের সহিত আমার বিলক্ষণ প্রণয় হইয়াছে; তিনি আমার সহিত সম্ভাষণ করিয়া এক প্রকার সন্তুষ্ট হয়েন। ফলে, তিনি আমার বৈদেশিক আচার ব্যবহারে কোন মতে বিরক্ত হয়েন না; বরং আমাকে নিঃসহায় ও বন্ধুবিহীন দেখিয়া যথা সামান্য আদর করিয়াও থাকেন। প্রায় মাসাধিক কাল বিগত হইল, তাঁহার এখানে বিষয়কার্য্য সকল সমাপ্ত হইলে তিনি যখন তাঁহার পল্লিগ্রামস্থিত পুত্রকলত্র পরিজন পরিবেষ্টিত গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তখন আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার প্রস্তাব

করিলেন। আমিও বহু দিবসাবধি এ নগরীতে অবস্থিতি করিয়া এক প্রকার বিরক্ত হইয়াছিলাম; কারণ মনুষ্য-নয়নের এমনি আশ্চর্য্য স্বভাব যে, সে একবিধ সামগ্রী পুনঃপুনঃ দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হয় না। জগদীশ্বর নয়নকে নূতন পদার্থ প্রাপ্তির নিমিত্ত উৎসুক করিয়াছেন; সুতরাং দৃষ্টপদার্থের অভিনবত্ব হ্রাস হইলেই চক্ষু নূতন বস্তুর অনুসন্ধান করিতে থাকে। বিশেষতঃ, নয়নও মনের ন্যায় এক প্রকার স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রার্থনা করিয়া থাকে;— নয়নও মনের ন্যায় এক স্থানে আবদ্ধ থাকিতে ঘৃণা বোধ করিয়া থাকে। এ নগরীতে নয়নের গতি চাতুঃ-পার্শ্বিক প্রাচীর বা প্রাসাদ-শ্রেণীতে নিবারিত হইয়া থাকে; সুতরাং চক্ষু আবদ্ধমান অপ্রশস্থ স্থান-হইতে প্রস্থান করিয়া স্বভাবের অনাবদ্ধ সুদূর-বিস্তৃত প্রদেশে পরিভ্রমণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছিল। একারণ রায় বাহাদুরের সেই প্রস্তা-বে আমি সানন্দে সম্মত হইলাম।

আমরা যখন নগরীহইতে বহির্গত হইয়া পল্লি-গ্রামাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম, তখন আমার মনে কত বিধ প্রত্যাশা উপস্থিত হইতে লাগিল। মনে করিতে লাগিলাম, যে নয়ন বহু কালাবধি কে-বলমাত্র শিল্প-সম্ভূত সামগ্রীতে আবদ্ধ থাকিয়া বিরক্ত হইয়াছে, পল্লিগ্রামে গমন করিয়া তাহাকে নৈসর্গিক পদার্থপুঞ্জের পরম রমণীয় সৌন্দর্য্যে

পরিতৃপ্ত করিব; যে নয়ন নগরীয় বাহ্য-চিকন সুসভ্য আচার ও কাল্পনিক ভাব দর্শন করিয়া সন্তাপিত হইয়াছে, গ্রাম্য অশোভন রূঢ় আচার ও সরলভাব সন্দর্শন করিয়া তাহাকে সুশীতল করিব; যে নয়ন নগরের কলুষময় নারকি মূর্ত্তীদ্বারা অসাধারণরূপে পীড়িত হইয়াছে, পল্লিগ্রামের নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক আকারদ্বারা তাহাকে সুন্দররূপে সুস্থ করিব। এই-রূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি অনুসঙ্গি ব্যক্তিদি-গের গমন করিতে লাগিলাম; এবং ক্রমশঃ নগরী হইতে প্রায় ষষ্ঠ ক্রোশ অন্তরে উপস্থিত হইলাম। আ-মরা কতিপয় ক্ষুদ্র২ গ্রাম, সামান্য পণ্য স্থান, ও প্রশস্ত শস্যক্ষেত্র অতিবাহিত করিয়া আমাদের রায় বাহাদুরের বাসগ্রামের প্রান্তভাগ-স্থিত এক সুদীর্ঘ ক্ষেত্রে সায়ংকালে উপনীত হইলাম। আমাদের সম-ভিব্যাহারি রায় বাহাদুরের অনুচরবর্গ স্বং গৃহ সন্নি-ধানে উপস্থিত হইয়া পরম সন্তুষ্ট হইতে লাগিল। প্রিয় জনের নিকট দিন কয়েক সপৃথক্ হইবায় তাহা-দের পুনঃ দর্শন অতি মনোহারী হইয়াছিল; কারণ প্রণয়কে বিরহ যেমত তৃপ্তকরী করিয়া থাকে, আমি বোধ করি অপর কিছুতেই সেরূপ করিতে পারে না। এই রূপে গমনকালে অপরাপর সকলে যখন প্রিয় জন দর্শন নিমিত্ত উৎসুক হইতেছিল, আমি তখন স্বভাবের সায়ংকালীন অপূর্ব্ব শোভাবলোক-নে বিমত্ত ছিলাম। আমি দিবসের সহিত সমস্ত

স্বভাবের ভাব পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া অতুল নির্ম্ম-লানন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম।

দেখিলাম দিনকর দিগ্বলয়হইতে অগোচর হই-লেন; কিন্তু তাঁহার রক্তিমা প্রভা একেবারে তীরো-হিত হইল না। পশ্চিমাকাশ প্রভাকরের বিগত-প্রায় রাগে এমত রক্ত-রঞ্জিত হইল, যে সমস্ত দৃশ্য মণ্ডলী যেন রক্তরেণুদ্বারা আচ্ছাদিত হইল। তখন বোধ হইতে লাগিল স্বভাব যেন আরক্ত বসন পরি-ধান করিয়া নিশাকরকে প্রেমালিঙ্গন করিতে যাইতে-ছিল। এদিকে সমস্ত ক্ষেত্র সুনবিন শস্যদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছিল; এবং মন্দ২ সমীরণ সঞ্চালিত হইয়া শস্য রাজীকে আন্দোলিত করিবায় বোধ হইতে লাগিল যেন তরঙ্গদল জলধি পরিত্যাগ করিয়া স্থলে ক্রীড়া করিতেছে; এবং ফলবন্ত শীর্ষা-বনত ধান্য-বৃক্ষসকল বায়ুদ্বারা স্পন্দিত হইবায় বোধ হইয়াছিল যেন তাহারা গৃহগামি কৃষকবর্গকে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে নিবারণ করিতেছিল। সে যাহা হউক ইতিমধ্যে আকাশের রক্তিমাবর্ণ প্রথমে মলিন, ও অবশেষে নিলীন হই-য়া গেল; নানা গ্রহ নক্ষত্র ক্রমেঃ২ বহির্ভূত হইয়া দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল; এবং সমস্ত নভো-মণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নিশাপতি যেন নভো-মণ্ডলের শোভার সম্পূর্ণতা সাধন নিমিত্ত পরিশেষে উদিত হইলেন। আমি এইরূপে নৈসর্গিক রম-

ণীয়তা দর্শন করিতে করিতে প্রীতিপ্রসারিতচিত্তে অপরাপর সঙ্গীগণের সহিত সেই প্রশস্ত ক্ষেত্র অতি-বাহন করিয়া গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। গ্রামা-ভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আর এক প্রকার নূতন ভাবে পরিবেষ্টিত হইলাম। তৎকালে কৃষকদিগের মৃন্ময় তৃণাচ্ছাদিত কুটীর সকল পালিত পশু-দলের রবে শব্দায়মান হইতেছিল; অপ্রশস্ত এবং অনিয়মোত্থিত তরু-দল-বেষ্টিত বর্ত্ম সকল এক প্রকার অগাঢ় তিমিরে আচ্ছাদিত ছিল; এবং নগরীর সহিত পরিতুলনা করিলে চতুঃপার্শ্ব এক প্রকার নিঃশ-ব্দ ছিল, কারণ স্থলে২ কেবল ছাগ, মেষ, ও গাভীকুলের পদশব্দ ও কৃষকদিগের কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। এইরূপে আমরা সকলে রায় বাহাদুরের বাটীতে উপনীত হইলাম। তাঁহার মন্দিরে উপস্থিত হইয়া পুনরায় আর প্রকার নূতন ভাব সন্দর্শন করিলাম। গ্রামে যেরূপ ভাব হেরিয়া আসিয়াছিলাম, সেখানে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দেখিলাম। তাঁহার মন্দির অনেক নাগরীক ভাবে পরিবেষ্টিত। সুনিয়মে গঠিত দিব্য প্রাসাদ খণ্ডসকল এক প্রকার মহতীভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে; [illegible] রমণীয় উপভোগ্য সামগ্রীসকল চতুর্দ্দিকে সুন্দররূপে বিন্যস্ত রহিয়াছে; এক সৌধ শিখর অতি সুশোভন নির্ম্মল দীপে আলোকিত হইয়াছে।

আমি সেইঅবধি প্রায় বর্ষাধিক কাল সেখানে অবস্থিতি করিলাম; কিন্তু আমি যে সকল প্রত্যাশা করিয়া গিয়াছিলাম, তাহাদের শতাংশের একাংশও পূর্ণ হইল না। কারণ নগরের ধন ও উৎকৃষ্ট গুণ পুঞ্জ ব্যতিত নগরীয় অপরাপর সমস্ত দোষ ভাগ সে গ্রামে সুন্দররূপে লক্ষিত হইয়াছিল। কৃষকদিগের এক্ষণে আর সে সরল ও নিষ্পাপভাব নাই; তাহারা এক্ষণে রায় বাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষ, বর্ত্তমান পরিজন, পারিষদ ও অনুচরবর্গের নিকট হইতে নানা পাপাচার ও কৃত্রিম ব্যবহার অনুকরণ করিয়াছে; তাহারা এক্ষণে প্রবঞ্চনা, মাদক সেবন প্রভৃতি নানা কুকর্ম্মে আমোদ করিয়া থাকে। রায় বাহাদুরের বাটীর চতুঃপার্শ্বে যে সকল সামান্য ও ভদ্রলোক অবস্থিতি করে, তাহার মধ্যে অনেকেই এক্ষণে সুখ ও সন্তোষহইতে দীনতা ও অসন্তোষে প্রস্থান করিয়াছে। তাঁহার সুন্দর প্রাসাদ, মহামূল্য ভোজ্যদ্রব্য, ও নানাবিধ ব্যয়-সাধ্য আমোদ দর্শন করিয়া তাহারা আপনাদের কুৎসিত কুটীর, সামান্য খাদ্য, ও নির্ম্মল আমোদের নীচতা অনুভব করিয়া থাকে। যাহারা এক কালে তৃণাচ্ছাদিত গৃহে বাস করিয়া দিব্য সন্তুষ্ট-চিত্ত থাকিত,—যাহারা এক কালে সামান্য খাদ্য গ্রহণ করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিত, এক্ষণে তাহারা সুন্দর প্রাসাদ ও মহামূল্য ভোজ্যের নিমিত্ত অসন্তোষ প্রকাশ ও

বিলাপ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে যাহারা নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদে মত্ত হইয়া বিশ্রামকাল সুখে যাপন করিত, এক্ষণে তাহারা মাদক সেবন, পরস্ত্রী হরণপ্রভৃতি নানা দুঃশীল আমোদের নিমিত্ত সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত। হায়! এক জন ধনাহইতে কত লোকেরই চিত্ত-বিকার ও স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে! ধনহইতে যে সকল কৃত্রিম সুখের উৎপন্ন হয়, যদ্যপি এই পল্লীগ্রামবাসি ব্যক্তিরা তাহা অজ্ঞাত থাকিত, তাহা হইলে বোধ করি, তাহারা বিলক্ষণ সুখী হইতে পারিত! একারণ "যেখানে অজ্ঞতাই সুখ, সেখানে জ্ঞানী হওয়াই মুর্খতা"।

আমি তোমার ইত্যাদি।

দশম পত্রিকা।

কলিকাতাহইতে কাশ্মীর।

এক দিবস আমি আমাদের রায় বাহাদুরের সহিত তাঁহার গ্রাম্য পুষ্পোদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছি, এমত সময়ে এক জন কৃষক একটী বৃহৎ মৎস্য ও এক খানি পত্রিকার সহিত তথায় উপস্থিত হইল। তিনি সেই পত্রিকা পাঠ করিয়া মৎস্যটী তাঁহার বাটীতে লইয়া যাইতে কহিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। তৎপরে তিনি আমাকে কহিলেন,

যে সেই মৎস্য তাঁহার এক জন অতি অনুগত সম্ভ্রান্ত কায়স্থ সন্তান স্বহস্তে ধৃত করিয়া পাঠাইয়াছে; এবং সেই যুবার মৎস্য ধারণ বিষয়ে অসাধারণ মেধা, অগাধ পরিশ্রম স্বীকার, যত্ন ও আমোদ আমার নিকট উল্লেখ করিয়া তাহার গুণের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা করিলেন। আমি তাহার অপরাপর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি খিদ্যমান হইয়া কহিলেন যে, সে যুবা কর্ম্ম প্রার্থনায় তাঁহার নিকট আগমন করিয়া থাকে, কিন্তু তিনি তাহাকে কোন স্থানে নিযুক্ত করিতে না পারায় তাহার অতি দুরবস্থা হইয়াছিল, একারণ এক্ষণে তিনিই তাহাকে প্রায় ভরণ পোষণ করিতেছেন। তিনি আরও কহিলেন, যে যদ্যপি সে ব্যক্তি ভদ্র বংশ-জাত না হইত, তাহা হইলে তাহাকে ব্যবসা, কৃষি-কার্য্যপ্রভৃতি কোন অপর কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিতেন। পরিশেষে সেই যুবার অপর একটী অতি প্রশংসনীয় ক্ষমতার কথা উল্লেখ করিয়া কহিলেন, যে সে ব্যক্তি পাশক ও সতরঞ্চ ক্রীড়ায় অতি সুদক্ষ, এমত কি, তিনি তাহাকে শতবার সেই দুই ক্রীড়ায় নিযুক্ত হইতে দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে সে যুবা একবার মাত্র পরাজিত হয়। আমরা এইরূপে কথোপকথন করিতেছি, এমত সময়ে তাঁহার এক জন কর্ম্মচারী তথায় উপস্থিত হইয়া বাবু সচ্চিদানন্দ ঘোষের তাঁহার আলয়ে আগত সংবাদ কহিল।

এই কথা শ্রবণ মাত্র রায় বাহাদুর ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গমন করিলেন, এবং আমাকেও সমভিব্যাহারী হইতে কহিলেন; কিন্তু আমি তাঁহাকে অগ্রসর হইতে বিনয় করিলাম।

এইরূপে আমি উদ্যানে একাকী পরিত্যক্ত হইলে আমার অন্তঃকরণ পূর্ব্বোল্লিখিত ঐ কায়স্থ যুবার নিমিত্ত সন্তাপ-বিগলিত হইল; আমি অন্তঃকরণকে তাহার কারণ ক্ষিণ্ন হইতে নিবারণ করিতে পারিলাম না। তাহার এমত কর্ম্মশীল হস্ত তুচ্ছ কার্য্যে নিযুক্ত শুনিয়া আমার মনে এক প্রকার দুঃখের উদয় হইল। হায়! তাহার এত অধ্যবসায়, এত যত্ন, ও এত উৎসাহ তাহার আত্ম-কল্যাণ সাধনে সম্পূর্ণ অসমর্থ, ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে। এবম্বিধ পরিশ্রম ও মনঃসংযোগ অপর কোন ব্যবহার্য্য কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইলে আমি বোধ করি তাহাকে সাধারণের অনুরাগ ভাজন, ও সম্মানপূর্ণ উচ্চ পদবীতে আরূঢ় করিতে পারিত, এবং তাহাকে এরূপে পর-করুণার দাস হইয়া থাকিতে হইত না। এই কায়স্থ-যুবার অবস্থা অনেকেরই ঘটিয়া থাকে। তাহারা আপনাদের বংশ গৌরব রক্ষার্থে অন্নাভাবে শুষ্ক হইবে, তথাচ ব্যবসাদি অপর কোন স্বাধীন কার্য্যে প্রবেশ করিয়া স্বং কৌল-মর্য্যাদার নিম্নে গমন করিবে না। তাহারা লিপিকর বা অপর কোন রাজ-কর্ম্মচারী হইবার নিমিত্ত সমস্ত জীবন কেবল উচ্চ

পদোন্নিত ব্যক্তিদিগের অর্চ্চনা করিবে, তথাচ আপনাদের কুল ক্রমাগত কার্য্য-প্রথাহইতে অপসারিত হইবে না। অসংখ্য যোদ্ধা এক স্থানে একত্রিত হইলে যেমন যোদ্ধৃগণ স্ব২ অস্ত্র সঞ্চালনের স্থান প্রাপ্ত হয় না, এক্ষণে লিপিবৃত্তি ও অপরাপর সাধারণ-গণিত সম্ভ্রান্ত ব্যবসা সকল সেইরূপে ব্যবসায়ী দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে; এদিকে পুনরায় আরও অনেক ব্যক্তি সেই সকল ব্যবসায়ে প্রবেশার্থী হইতেছে।

আমি উদ্যানে মৃদুমন্দ গমনে বেড়াইতে বেড়াইতে এইরূপে কিয়ৎ কাল চিন্তা করিয়া রায় বাহাদুরের সৌধ শিখরে গমন করিলাম। তিনি আমাকে প্রিয়-সম্ভাষণদ্বারা সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিতে কহিলেন, এবং আমি উপবিষ্ট হইলে তিনি তাঁহার সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। তৎপরে আমরা ক্ষণেক কাল মধুরালাপে ক্ষেপণ করিলে রায় বাহাদুর তাঁহার সহিত আপন বিষয় কার্য্যের কথা আরম্ভ করিলেন, এবং যতক্ষণ তাঁহাদের কথোপকথন হইতে লাগিল আমি প্রায় ততক্ষণই নিস্তব্ধ ছিলাম। বাবু সচ্চিদানন্দ যতক্ষণ সেখানে অবস্থিতি করিলেন, তন্মধ্যে তিনি নানা সূক্ষ্ম-তম ঘটনা-জড়িত জটিল অভিযোগের নিষ্পত্তি করিলেন, অনেক২ অর্থি প্রত্যর্থিকে উপস্থিত করিলেন, এবং বহুবিধ রাজনীতি প্রণয়নও করিলেন।

আমি সেই সকল সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বিচারালয় সম্পর্কীয় কোন কর্ম্মচারী বলিয়া স্থির করিলাম, এবং পরিশেষে আমার অনুমানকে সত্য বলিয়া জানিতে পারিলাম। তিনি এবম্বিধ নানা বক্তৃতাদ্বারা কতিপয় ঘটিকা অতিবাহিত করিয়া অতি মাধুর্য্যে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

তিনি গৃহ বহির্ভূত হইলে রায় বাহাদুর আমাকে তাঁহার সমুদায় বিষয় বিদিত করিলেন, এবং কহিলেন যে যদ্যপিও লোক মুখে বাবু সচ্চিদানন্দের উৎকোচ গ্রহণরূপ উৎকট অপবাদ তিনি শ্রবণ করিয়াছেন, তথাচ তিনি স্বকীয় আবশ্যক সময়ে স্বয়ং উপঢৌকন ব্যতীত রৌপ্য মুদ্রা কখনই প্রেরণ করেন নাই। তৎপরে তিনি তাঁহার বুদ্ধিমত্তা বিচক্ষণতা ও দেব-ভক্তির গরীয়সী প্রতিষ্ঠা করিলেন।

আমি তোমার ইত্যাদি।

একাদশ পত্রিকা।

কলিকাতাহইতে কাশ্মীর।

প্রিয় বন্ধো! যদ্যপি রায় বাহাদুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমরনাথের সহিত আমার পরিচয় না হইত, তাহা হইলে বোধ করি পল্লিগ্রামে এত সুদীর্ঘ কাল

অবস্থিতি করা অতি ভারাবাহ্ ব্যাপার হইয়া উঠিত; এবং অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইলেও বোধ করি এমন পবিত্র সুখের অধিকারী হওয়া নিতান্ত সুকঠিন হইত। আহা! আমি তাঁহার প্রীতকরি বিশুদ্ধ ব্যবহার স্মৃতিপথহইতে কোন কালেই অপসারিত করিতে সমর্থ হইব না। সখে! আমি তাঁহার মহত্তাশয় ও বিতৃষ্ণ স্বভাব দর্শন করিয়া একেবারে বিস্মিত ও প্রফুল্লিত হইয়া থাকি। তাঁহার অসাধারণ শোভা সম্পন্ন গুণ-পুষ্প পল্লিগ্রাম-রূপ ঘোর বনে প্রস্ফুটিত হওয়ায় নৃচক্ষুঃ গোচর হইতে পারে নাই, এবং এপর্য্যন্ত সুখ্যাতির চির-বিরাজমান উদ্যানেও নত হয় নাই। তিনি যদ্যপি বর্ত্তমানীয় রাজ ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইতেন, তাহা হইলে বোধ করি তিনি সুবিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের মধ্যেও অগ্রগণ্য হইতে পারিতেন। সে যাহা হউক, তিনি পল্লিগ্রামস্থ ভূস্বামিদিগের সন্তানের ন্যায় যেমন বিদেশীয় ভাষায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তেমনি মাতৃভাষায়ও সমধিক আদর প্রকাশ করেন নাই। ফলে, সন্তান কুলের এমত অশিক্ষিতাবস্থা পিতা মাতার ঘোর ভ্রম ও দারুণ অমনোযোগের প্রতিফল মাত্র। অমরনাথ স্বয়ংও আমার নিকট নিজ পিতাকে তাঁহার অজ্ঞতার প্রধানহেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমি ইহা নিঃসংশয়িতরূপে স্থির করিয়াছি যে, যদ্যপি তিনি স্বয়ং অলস ও অমনোযোগী

না হইতেন, তাহা হইলে বয়ঃপ্রাপ্তে বিদ্যার ঔৎকর্ষ জানিতে পারিয়াও তিনি কখন অধ্যয়নহইতে বিরত থাকিতে পারিতেন না।

তিনি সমস্ত অশিক্ষিত ধনিদিগের ন্যায় যৌবনের প্রারম্ভে পাপ-পিশাচের প্রলোভনে বশীকৃত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু হিতাহিত-বিবেচনাদ্বারা আপনাকে বিষম প্রামাদে নিপতিত দেখিয়া স্বকীয় স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে শীঘ্রই আত্ম-নিষ্কৃতি করিয়াছিলেন। তদবধি তিনি স্পৃহা-পীড়ন ও ইন্দ্রিয়-দমনদ্বারা এমন বিতৃষ্ণ ভাব ও বিশুদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন যে, কুৎসিত যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, তাহার দর্শনেও ঘৃণা বোধ করিয়া থাকেন। তিনি আমার নিকট সময়ে সময়ে কহিয়া থাকেন যে, আরব্ধিত ভ্রষ্টাচারে আর কিছু দিন নিযুক্ত থাকিলে তিনি অসাময়িক মৃত্যুহইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইতেন না।

সখে! তিনি পল্লিগ্রামস্থ শ্রম-জীবি-কৃষকদিগের পরম বন্ধু, এবং বোধ করি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রায় বাহাদুরকে তিনি যত স্নেহ করিয়া থাকেন, অনাথ ও অত্যাচার-পীড়িত গ্রাম্য কৃষিকে ততোধিক করিয়া থাকেন। এমত কি, তদ্‌গ্রামবাসি সকল হতভাগ্য জীবই তাঁহার স্বার্থশূন্য প্রেমরসে সিক্ত হইয়াছে। কিন্তু অধিকতর প্রশংসার বিষয় এই, গোপন ভাবে উপকার করিতে সমর্থ হইলেই তিনি সম্পূর্ণরূপে

প্রীত হইয়া থাকেন। এদিকে তিনি কৃষকদিগের যেমন পরম উপকর্ত্তা, তেমনি তাহাদের তৃপ্তকরী সহচর। অকর্ম্মণ্য ভদ্রমণ্ডলীর অভিমান পূর্ণ হেয় সম্ভাষণে তাচ্ছল্য করিয়া তিনি কর্ম্মশীল কৃষকবৃন্দের শ্রান্তিনাশক আমোদজনক নির্দ্দোষ কথোপকথনে মিলিত হইতেন। আমি অনেক দিবস তাঁহার সহিত দ্বিতীয় প্রহরের প্রখর সূর্য্য কিরণে অনাচ্ছাদিত ক্ষেত্র মধ্যে কৃষিকুলের নিকট উপবেশন করিয়াছি, এবং সেই স্থলে তাহাদের সহিত কথোপকথন করিয়া সমস্ত দিবস আমোদ করিয়াছি।

বন্ধো! এই অসাধারণ অমরনাথের সহিত আমার এক্ষণে বিলক্ষণ সম্প্রীতি হইয়াছে। আমি যত দিবস সেই পল্লিগ্রামে অবস্থিতি করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে এক ঘটিকার নিমিত্ত কখন তাঁহার নিকট হইতে পৃথক থাকি নাই। আমরা সর্ব্বদাই পরস্পরের প্রীতি বর্দ্ধন করিতাম—কখন বা আমি তাঁহাকে আমার পরিভ্রমণের ইতিহাসদ্বারা আনন্দিত করিতাম, কখনও বা তিনি স্বদেশের অবস্থা বর্ণনা দ্বারা আমার অনুসন্ধিৎসা পরিতৃপ্ত করিতেন। এইরূপে আমরা উভয়ে উভয়ের সুখের কারণ হইয়াছিলাম।

আমি তোমার ইত্যাদি।

দ্বাদশ পত্রিকা।

কলিকাতাহইতে কাশ্মীর।

আমি পল্লিগ্রামে অবস্থিতি সময়ে রায় বাহাদুরের গার্হ্য ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিতাম; কিন্তু তাঁহার আয়ব্যয়-বিধানের কতিপয় স্থলে যদিও বিলক্ষণ বিজ্ঞতা অনুভূত হইয়া থাকে, তথাচ অধিকাংশ স্থলে সম্পূর্ণ অযুক্তিকতা লক্ষিত হয়। তাঁহার মিতব্যয়িতা কোন স্থলে বা অন্যায়ে ও কোন স্থলে বা কার্পণ্যে পরিণত হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ কারণ তাঁহার পরিবার মধ্যে কতিপয় অনর্থকরী বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। অতএব সকল মনুষ্যেরই আয় ব্যয়-বিধানে সুন্দররূপে দক্ষ হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। কারণ সাংসারিক মনুষ্যবর্গ যেরূপে ধনের ব্যবহার করিয়া থাকেন, যেরূপে তাহার বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও ব্যয় করেন তদ্দ্বারাই তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও প্রাজ্ঞতার সুন্দর পরীক্ষা হইয়া থাকে। যদিও অর্থ মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, তথাচ আমরা তাহাকে সাংসারিক স্বচ্ছন্দতা ও সামাজিক শ্রীবৃদ্ধিসাধনের প্রধান উপায় জ্ঞান করিয়া কোন মতে ঘৃণা করিতে পারি না। বস্তুতঃ যেখানে এই ধন সাধুরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেখানে মহতাশয়, সততা, ন্যায়-

পরতা, আত্ম-নিগ্রহ, মিতব্যয়িতা ও ভাবী-সঞ্চয়-শীলতাপ্রভৃতি মনুষ্যের কতিপয় আদরণীয় সদ্‌গুণ দেদীপ্যমান হইয়া থাকে; এদিকে যে স্থলে সেই ধন নীতি বিরুদ্ধরূপে ব্যবহৃত হয়, তথায় ধন-তৃষ্ণা, প্রতারণা, অন্যায়পরতা, স্বার্থপরতা, অপব্যয়িতা ও ভাবী-সঞ্চয়-শূন্যতাপ্রভৃতি কদাকার দোষ প্রকাশ-মান হইয়া থাকে।

সাধু সম্মত উপায়ে সাংসারিক স্বচ্ছন্দতা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত যত্ন প্রকাশ করা কোন মনুষ্যের পক্ষেই দুষণীয় হইতে পারে না। এই সাংসারিক কুশল অন্তঃকরণে সুস্থিরভাব উৎপন্ন করিয়া মনুষ্যকে নিজ চিত্তের উৎকর্ষ সাধনে উত্তেজিত করে, এবং পরিজনবর্গকে প্রতিপালন করিতেও সমর্থ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক প্রাপ্ত সুবিধার সুন্দর ব্যবহার দ্বারা যে পরিমাণে সংসার-সুখ ও পার্থিব সম্মানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকি, লোকে সেই পরিমাণে আমাদিগকে আদর করিয়া থাকে। একারণ ধৈর্য্য, অধ্যবসায়প্রভৃতি কঠিন গুণের শাসনে আত্ম-সমর্পণ করিয়া সেই সাংসারিক সুখ উপ-লাভের চেষ্টা সামান্য প্রশংসার পাত্রী নহে। সতর্ক ও ভাবী-সঞ্চয়ি ব্যক্তিরা চিন্তা শক্তির সামান্য চা-লনা করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না, কারণ তাঁহা-দিগকে বর্ত্তমান সুখের যেরূপ ধ্যান করিতে হয়, ভবিষ্য-সুখ সংস্থানের নিমিত্তও তাঁহাদিগকে সেই-

রূপ চিন্তা করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদিগকে আত্ম-নিগ্রহী ও মিতাচারীও হইতে হয়।

যদ্যপি আমরা চিন্তা করিয়া দেখি যে কি কারণে এতদ্দেশীয় শ্রম-জীবি সামান্য ব্যক্তিরা এমত ভাবী-সংস্থান-শূন্য হইয়া কালপাত করে, তাহা হইলেই বুঝিতে পারি যে, কেবল আত্ম-নিগ্রহ-রূপ সুন্দর গুণের অভাবই তাহাদের এই বিপদের প্রধান কারণ;—অনাগত ভাবী-সুখের নিমিত্ত বর্ত্তমান অবস্থান বিরস সুখের আস্বাদনহইতে বিরত থাকিতে অসমর্থ হওয়াতেই কেবল তাহাদিগকে এই সংস্থান-শূন্যা দুরবস্থার অধীন থাকিতে হয়। যাহারা বিস্তর শ্রমে অর্থোপার্জ্জন করে, তাহারা তদ্ধনের ব্যয়ে অতি কাতর হইবে, ইহা সকলেই প্রত্যাশা করিয়া থাকেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তাহাদের মধ্যে অনেকেই অক্ষুব্ধচিত্তে সেই শ্রমার্জ্জিত ধন রমণীয় আহারগ্রহণ, মদিরিকাপানপ্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয়সেবায় নিয়োজিত করিয়া নিতান্ত নিঃস্ব ও মিতব্যয়ির অনুগত হইতে বাধ্য হইয়া থাকে। যদ্যপি কোন দুর্নিবার্য্য বিপদের আক্রমণে তাহারা সেই পরিশ্রমহইতে নিবারিত হয়, তাহা হইলে তাহারা একেবারে নিঃসহায় হইয়া পড়ে, ও তাহাদের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকে না। একারণ এতদ্দেশীয় অনেক কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি শ্রমশীল হইয়াও যে দৈন্যদশায় জড়িত

হয়, ও পরকরুণার দাসত্ব-গ্রহণ করে, আপনাদের স্পৃহাকে পীড়ন ও ভবিষ্যৎ-কালের নিমিত্ত সঞ্চয় না করাই আমি তাহার প্রধান হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। আমি এতদ্ব্যতীত অপর কোন কারণই দেখিতেছি না, যে কি নিমিত্ত এতদ্দেশীয় যাবতীয় শ্রম-জীবি ব্যক্তিবৃন্দের অবস্থা সম্মান-পূর্ণ ও সুখযুক্ত না হইবে। এই পরিশ্রমোপজীবি মনুষ্যমণ্ডলীর মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি যেরূপ মিতব্যয়ী, ধর্ম্মপরায়ণ, সুশিক্ষিত ও সদবস্থাপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন, আমি বোধ করি জন কয়েক ব্যতীত অপর সকলেই তদনুরূপ হইয়া উঠিতে পারেন। কতিপয় ব্যক্তি যেরূপ হইয়াছে, অপর সকলে অনায়াসেই তদবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। সমান উপায় অবলম্বন করিলে সমান ফল উপলব্ধ হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি। মনুষ্য জাতির এক ভাগ রাজ্য মধ্যে প্রাত্যহিক পরিশ্রমদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, ইহা সেই বিশ্বনিয়ন্তার বিধান, এবং নিঃসন্দেহ সে বিধান মনুষ্যের পরম মঙ্গলজনক। কিন্তু সেই ভাগ মিতব্যয়ী, সন্তুষ্ট-চিত্ত, বুদ্ধিমান ও সুখী হইবে না, ইহা কখনই মঙ্গলময় পরম পুরুষের অভিপ্রেত হইতে পারে না;—ইহা কেবল মনুষ্যের আপন ভ্রম, স্পৃহা-পীড়নে তাঁহার শৈথিল্য, ও তাঁহার অযথাচারহইতেই সম্ভূত হইয়া থাকে।

পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতার উপদেশ শ্রবণ করিলে

সামান্যতঃ সকল কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিই স্বহস্তার্জ্জিত ধনে স্বাধীনরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইতে পারেন। একারণ যে সকল শ্রমশীল জন আত্ম-স্বাধীনতা উপলাভ ও পোষ্যবর্গের সেবারূপ উৎকৃষ্ট আশয়ের বশবর্ত্তী হইয়া সমাগত ধনের পরিমিত ব্যবহার ও অন্যায় ব্যয়ের নিরাকরণ করেন, তাঁহা-দিগকে অধিকতর প্রশংসা প্রদান করা উচিত, এবং তাঁহাদের সেরূপ ব্যয়-ব্যবস্থা নিতান্ত আদরণীয়া তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তি বা পোষ্য সেবাকে প্রধান উদ্দেশ্য না করিয়া যাহা-রা কেবল মাত্র আত্ম-কোষ বৃদ্ধির মানসে ধনের পরিমিত ব্যয় করিয়া থাকে, তাহারা কোন মতে প্রশংসা-ভাজন হইতে পারে না, এবং কোন কোন স্থলে তাহাদের সেরূপ ব্যয়-বিধান দূষণীয়ও হইয়া থাকে। প্রবঞ্চনা, বিশ্বাস-বিনাশ, উৎকোচগ্রহণপ্র-ভৃতি অসদুপায়দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া কেবল মাত্র ভাণ্ডার পূরণের নিমিত্ত তাহার অল্প ব্যয় অবশ্যই অতিশয় কলঙ্কজনক কার্য্য বলিতে হইবে; এবং পরিশ্রম ও সৎপথাবলম্বনদ্বারা উপার্জ্জিত অর্থকে (কেবল মাত্র স্বকীয় ধন বৃদ্ধির মানসে) ব্যয় করিতে কাতর হওয়াও নিঃসন্দেহ নীচতাসূচক।

আমি তোমার ইত্যাদি।

ত্রয়োদশ পত্রিকা।

কলিকাতাহইতে কাশ্মীর।

পল্লিগ্রাম পরিত্যাগের দিন কয়েক পূর্ব্বে একদা আমি প্রশস্ত মনঃ অমরনাথের সহিত তাঁহার প্রাসাদে উপবিষ্ট ছিলাম, এমত সময়ে আমাদিগের কথোপকথন বিবাহের উপর পরিণত হইলে তিনি কহিলেন, 'আমি বিস্তর চিন্তার দ্বারা নিরূপণ করিয়াছি, যদ্যপি আমরা করুণা নিদান জগদীশ্বরের মঙ্গলময় নিয়মানুযায়ী হইয়া উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করি, তাহা হইলে পরিণয়সমূহ সুখের হেতু হইতে পারে; কিন্তু তদ্বিষয়ক প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া বিবাহকার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, যার পর নাই দুঃখের উৎপন্ন হইয়া থাকে। এমত কি, যে সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য অস্মদ্দেশীয় ব্যক্তিবৃন্দের উদ্বাহ কার্য্যের প্রধান যোজক, আমি তাহা প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করিয়াও যাবতীয় বিবাহিত ব্যক্তির মধ্যে এক জন নিতান্ত দুঃখভোগী হইয়াছিলাম। আমার পিতা মাতা আমাকে উদ্বাহ সূত্রে সম্বদ্ধ করিবার পূর্ব্বে মদীয় সহধর্ম্মিণীর কেবল মাত্র শারীরিক সৌন্দর্য্যের সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন এবং মদীয় শ্বশুরও নিজ কন্যাকে চিরজীবনের নিমিত্ত আমার সহিত মিলিতা করিবার পূর্ব্বে জামতার

কেবল মাত্র কৌল-মর্য্যাদা ও ঐশ্বর্য্যের তত্ত্ব লইয়া তুষ্ণীম্ভূত হয়েন; সুতরাং আমরা শাস্ত্রমতে পরিণীত হইয়া দেখি, যে আমাদিগের মন ইহজন্মের নিমিত্ত শাস্ত্রদ্বারা অলঙ্ঘনীয়রূপে মিলিত হইল, অথচ আমাদের প্রকৃতি স্বভাবতঃ সম্পূর্ণ প্রভিন্না—অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ বিভিন্নমতাবলম্বা। তৎপরে আমরা এই বিভিন্নতায় এমত পীড়িত ও উত্যক্ত হইয়াছিলাম, যে আমি অনেক সময়ে ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিতেও উদ্যত হইয়াছি, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা শূন্য অধীনভাব অবলোকন করিয়া সে উদ্যমকে নিতান্ত মূঢ়তার ফল জ্ঞানে অন্তঃকরণহইতে তৎক্ষণাৎ দূর করিয়াছি। এদিকে মদীয় ভার্য্যাও আমার বিভিন্ন স্বভাবে এমত অসুখিতা হইয়াছিলেন, যে অনেক সময়ে পতি-পরিহার দ্বারা পরিণয়-সূত্রকে ছিন্ন করিতে মানস করিয়াছেন। অবশেষে, বৎসরেক মাত্র বিগত হইল, বসন্ত রোগ মদীয় হতভাগিনী পত্নীর জীবন বিনাশ করিয়া আমাদিগের এই সন্তাপমূলক সম্প্রীতির উচ্ছেদ করিয়াছে। সে যাহা হউক, পরিণয়-বিশৃঙ্খলা-বিঘটিত এবম্বিধ যন্ত্রণায় এতদ্দেশীয় অনেক দম্পতীই বিড়ম্বিত হইতেছেন; একারণ আমি যাবতীয় অপরিণীত যুবক যুবতীকে এই পরামর্শ প্রদান করি, তাঁহারা অতঃপর পরিণয়-সূত্রে দৃঢ়বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে পরস্পরের মনের ভাব ও চরিত্র অনুসন্ধান করেন; নতুবা আমাদের ন্যায়

বিভিন্ন-স্বভাব-নিবন্ধন দারুণ তাপে দগ্ধীভূত হই-বেন।"

তিনি এইরূপে দারপরিগ্রহ-সম্বন্ধীয় আত্ম-দুর্দ্দশা বর্ণনা করিলেন, এবং তৎপরেও বিবাহ বিষয়ে কতিপয় হিতকর সদুপায় কহিতে লাগিলেন। তখন আমি তাঁহার পুনর্ব্বিবাহের অভিলাষ জ্ঞাত হইবার মানসে তাঁহাকে কহিলাম, "আপনি পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহকালীন বোধ করি সহধর্ম্মিণীর অন্তঃসৌন্দর্য্য বিলক্ষণরূপে অনুসন্ধান করিবেন।" তাহাতে তিনি কহিলেন, "সখে! এক্ষণে পুনরায় আর আমি ভার্য্যা গ্রহণ করিব না স্থির করিয়াছি। বলিতে কি, বহু দিবসাবধি ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র রহিয়াছি। স্বামিবিরহে পত্নীর সমূহ ক্লেশ হইতে পারে মনে করিয়া কেবল এত দিন সে অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিতে পারি নাই। এক্ষণে সে আশঙ্কাহইতে নিস্তীর্ণ হইয়া পুনরায় তাহাতে আত্ম-সমর্পণ করিতে কোন মতেই ইচ্ছা করি না। কিছু দিন হইল, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট কোন দূরদেশে এক বাণিজ্যাগার প্রস্তুতের প্রস্তাব করিয়াছি, এবং সে বিষয়ে তিনিও এক রূপ অনুমোদন করিয়াছেন। এক্ষণে মানস করিয়াছি যে, সেই বাণিজ্যবিপণির তত্ত্বাবধারণের ছলে আমি

স্বয়ংও সেই দূরদেশে কিছু দিনের নিমিত্ত প্রস্থান করিব।”

তিনি এতাবন্মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইলে এক জন পত্রবাহক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল, এবং “মহাশয়! এই পত্রিকা কলিকাতাহইতে নবীনকুমার বাবু আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন” কহিয়া এক খানি পত্রিকা তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। তিনি পত্রিকা প্রাপ্ত হইবামাত্র তাহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন; এদিকে পত্রপ্রেরক আমার পুরাতন সুনাগর নবীনকুমার কি না, এ বিষয়ে আমি মনোমধ্যে বিস্তর তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলাম; কিন্তু যখন করুণহৃদয় অমরনাথকে পত্র পাঠান্তে ম্লানবদন ও দুঃখিত দেখিলাম, তখন আমি মদীয় সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত এত ব্যগ্র হইলাম, যে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পত্রপ্রেরকের পিতার নাম ও ধাম জিজ্ঞাসা করিলাম, এবং তখন জানিতে পারিলাম, আমার কলিকাতা-সখা নবীনকুমারই পত্রপ্রেরক। বন্ধুবর অমরনাথ নবীনকুমারকে আমার পরিচিত ব্যক্তি শুনিয়া কহিলেন, “সখে! তোমার নবীনকুমার এই পত্রিকায় আমাকে অতিশয় ক্লিষ্ট করিলেন, এবং পত্রের তাৎপর্য্য জানিলে তুমিও যথেষ্ট দুঃখিত হইবে। কারণ তিনি ভ্রষ্টাচারদ্বারা আপন সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি বিলুপ্ত করিয়া এক্ষণে ঘোর ঋণে

জড়িত হইয়াছেন। এবং লিখিয়াছেন, শীঘ্র কোন সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে ঋণদায়ে তিনি রাজদ্বারে নীত ও অপমানিত হইতে পারেন। আহা! সে নির্ব্বোধ এ বিষম সঙ্কটে আত্মীয়বর্গকর্ত্তৃক উপকৃত না হইলে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। এক্ষণে তাহাকে কোন উপযুক্ত সাহায্য প্রদান করা নিতান্ত বিধেয় হইয়াছে, অতএব আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত সে বিষয়ে পরামর্শ করিতে গমন করি। তুমি এই স্থলে কিয়ৎ কাল উপবিষ্ট থাক।" তিনি এইরূপে এক পার্শ্বস্থিত প্রাসাদে রায় বাহাদুরের নিকট প্রস্থান করিলেন। এবং কিয়ৎ কাল পরে তথাহইতে প্রত্যাগমন করিয়া নবীনকুমারের বিপদের নিরুপায়াবস্থা কহিয়া বিস্তর বিলাপ করিতে লাগিলেন। সে দিবস আমরা নবীনকুমারের বিষয় লইয়াই ক্ষেপণ করিলাম।

নবীনকুমারের সহিত রায়বংশের এত প্রণয় ছিল, আমি তাহা ইতিপূর্ব্বে বিন্দুমাত্র অবগত ছিলাম না, কিন্তু এক্ষণে জানিতে পারিলাম, রায় বাহাদুর অতি নিকট সম্পর্কে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ আছেন। সে যাহা হউক, নবীনকুমারের এরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত শুনিয়া আমি বিলক্ষণ দুঃখিত হইলাম বটে, কিন্তু কিঞ্চিন্মাত্র বিস্মিত হইলাম না, কারণ তাঁহার ন্যায় চিন্তাশক্তিশূন্য অপব্যয়ি যুবকদিগের এরূপ দশা অসম্ভাবনীয়া নহে। যাহারা আপনাদের আয়

ও অবস্থার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া কেবলমাত্র আপাততঃ মনোরম আত্মসুখের ধ্যান করিয়া থাকে, তাহারা অবশেষে এমন হীনদশাগ্রস্ত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। আমি বিস্তর অনুসন্ধানদ্বারা অবগত হইয়াছি যে, এরূপ মূঢ় ব্যক্তিরা যে প্রকারে আপনাদের সময় নষ্ট করে, সেইরূপেই আপনাদের ধন অপব্যয় করিয়া থাকে। তাহারা ভবিষ্যৎ কালের প্রচুরতা দর্শন করিয়া বর্ত্তমান সময়ের প্রতি যেরূপ হতাদর প্রকাশ করিয়া থাকে, ভাবি ধনাগমের নিশ্চিত সম্ভাবনা অনুভব করিয়া তাহারা বর্ত্তমান উপস্থিত ধনেরও সেইরূপ অপচয় করিয়া থাকে; সুতরাং অবশেষে ঋণজালে জড়িত হইয়া স্বাধীনতারূপ পবিত্র সুখে বঞ্চিত হয়, এবং পরকরুণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। যে প্রচুর ধন সেই সকল চিন্তা-শূন্য ব্যক্তিদ্বারা নিত্য অপব্যয়ে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা রক্ষিত হইলে বোধ করি তাহাদের পরম সুখের হেতু হইতে পারে। এই সকল অপব্যয়ি জনেরা স্বয়ংই আপনাদের ভয়ানক শত্রু; অথচ তাহারাই পুনরায় অপরের অসদ্ব্যবহারের কথা সর্ব্বদা সখেদে কহিয়া থাকে। কিন্তু যিনি স্বয়ং আত্মসুহৃদ হইলেন না, তিনি কিরূপে অপরের সৌহার্দ্দ প্রত্যাশা করিতে পারেন?

ভদ্র ও ধনী বলিয়া পরিগণিত হইবার বাসনা অনেক স্থলেই এরূপ বিষম ফল প্রসব করিয়াছে।

আমরা বাহ্যাকারের ভদ্রত্ব ও ধনবত্তা রক্ষার নিমিত্ত কত ঘোর দায়েই নিপতিত হইয়া থাকি! আমরা গৃহাভ্যন্তরে বিলক্ষণ নির্ধনী থাকিতে সম্মত আছি, কিন্তু লোকমণ্ডলে নির্ধনী বলিয়া পরিগণিত হইতে কোন মতেই অভিলাষ করি না। আমরা বহির্ভাগে অবশ্যই ধনীর ন্যায় প্রকাশিত হইব,—বাহ্যাকারে আমাদিগকে অবশ্যই ভদ্রত্ব রক্ষা করিতে হইবে। করুণাময় জগদীশ্বর আমাদিগকে যে অবস্থায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন, আমরা সধৈর্য্যে তাহাতে অবস্থিতি করিতে লজ্জিত হইয়া থাকি; একারণ আমরা আপনাদিগকে কোন বাহ্য-চিকণ অবস্থার অধীন ভাবিয়া (বস্তুতঃ তাহার অধিকারী না হইয়াও) মনে মনে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, এবং সেই জঘন্য অভিমানের তৃপ্তি সম্পাদনের নিমিত্ত বিস্তর অসুবিধায় আত্ম সমর্পণ করি। সুশোভন বাহ্যাকার দ্বারা এবম্বিধরূপে লোকমণ্ডলীর মনে আত্মগৌরব প্রতীত করিবার দারুণ পিপাসা কত ক্ষতি, কত দুঃখ ও কত ঋণ উৎপন্ন করিয়া থাকে, তাহার উদাহরণ প্রদানের কোন আবশ্যক দেখিতেছি না। ইহার প্রতিফল সহস্রবিধ প্রকার জনসমাজে নিত্য উপস্থিত হইতেছে। নির্ধনীরূপে প্রতীয়মান হইতে সাহস না করিয়া কত ব্যক্তি অসভতা ও প্রবঞ্চনাদ্বারা নিত্য দুরপনেয় কলঙ্কে মগ্ন হইতেছে! কত ব্যক্তিই বা স্বচ্ছন্দ ও কুশলহইতে একেবারে দীনতা ও দুঃখে নীত হইয়া

আপনাদের পোষ্যবর্গকে ঘোর বিপদে নিক্ষিপ্ত করিতেছে!

সে যাহা হউক, নবীনকুমার এক্ষণে যেরূপ ঋণে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে আপন সততা রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত সুকঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে; কারণ নিঃস্ব ও ঋণি ব্যক্তির ঋজু-গমন অতিশয় অসম্ভাবনীয়। ঋণ সকল সামগ্রীতেই প্রলোভিত হইয়া থাকে। ঋণ মনুষ্যের আত্মাদরকে খর্ব্ব করে, ব্যবসায়ী ও ভৃত্যবর্গের করুণায় তাঁহাকে নিক্ষিপ্ত করে, এবং বিস্তর বিষয়ে তাঁহাকে নিতান্ত পরাধীন করিয়া ফেলে। এতদ্ব্যতীত ঋণি ব্যক্তি কোন মতেই সত্যপরায়ণ থাকিতে পারেন না। উত্তমর্ণের নিকট কত বারই তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে হয়! কত মিথ্যা কথারই বা সৃজন করিতে হয়! ডাক্তর জনসন্ যৌবনকালীন ঋণকে সর্ব্বনাশের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি তদ্বিষয়ে যে বচন প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, তাহা মহোপকারক ও চিরস্মরণীয়। উক্ত মহাত্মাসকল যুবক জনকেই এই সৎপরামর্শ প্রদান করিয়াছেন, "ঋণকে কেবল মাত্র অসুবিধা বলিয়া গণ্য করিও না; তাহাকে তোমরা অবশেষে ঘোর বিপদ বলিয়া জানিতে পারিবে। ধনহীনতা পরোপকারের এত উপায় হরণ করিয়া থাকে, এবং স্বাভাবিক ও নীতি-সম্বন্ধীয় বিপৎপাত নিবারণে মনুষ্যকে

এত অসমর্থ করিয়া ফেলে, যে নানা সাধু উপায় অবলম্বনদ্বারা তাহাকে পরিত্যাগ করা নিতান্ত বিধেয়। অতএব কোন মনুষ্যের ঋণে পতিত না হওয়াই তোমাদের প্রধান যত্ন হউক। প্রতিজ্ঞা কর যে কোন মতেই নিঃস্ব হইবে না; যে কিঞ্চিৎ তোমরা প্রাপ্ত হইয়া থাক, তাহারই পরিমিত ব্যয় কর। দৈন্য-দশা পার্থিব সুখের পরম বৈরি; ইহা নিঃসন্দেহ স্বাধীনতাকে উচ্ছিন্ন করে, এবং কতিপয় সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠানকে একেবারে নিতান্ত অসম্ভাবনায় ও কতিপয়ের অনুষ্ঠানকে নিতান্ত সুকঠিন করিয়া থাকে। মিতব্যয় কেবল স্বচ্ছন্দের মূলীভূত নহে, দানশীলতারও প্রধান উদ্দীপক। নিঃসহায় জনে কখনই অপরের সহায়তা করিতে পারে না; দান করিবার পূর্ব্বে দেয় সামগ্রীর প্রচুরতা আবশ্যক করে"।

অতএব, যুবাজনে যখন যৌবরাজ্য দিয়া নিঃসংশয়িতচিত্তে গমন করিতে থাকেন, এবং যখন পাপ নানা বিমুগ্ধকরি আকারে তাঁহার পার্শ্বদ্বয়হইতে প্রলোভন প্রদর্শন করে, তখন তিনি বীর্য্যবন্ত ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া "না" ইতিবাক্য বচন ও কার্য্যে প্রয়োগ ও অনুষ্ঠান না করিলে নবীনকুমারের বিপদ্দশাহইতে কোন ক্রমেই পরিত্রাণ পাইতে পারেন না।

আমি তোমার ইত্যাদি।

চতুর্দ্দশ পত্রিকা।

কলিকাতাহইতে কাশ্মীর।

সখে! আমি বঙ্গবাসিদিগের এক অতি চমৎকার ভ্রমে নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছি। আমি এখানে এত দিন অবস্থিতি করিয়া বিস্তর অনুসন্ধানদ্বারা ইহা নিঃসংশয়িতরূপে অবগত হইয়াছি যে, এতদ্দেশীয় অধিকাংশ ভদ্রলোকেই শারীরিক পরিশ্রমকে অতি জঘন্য ও অপমানজনক বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ হীন-ব্যবসায়ি সামান্য ব্যক্তিরা যে শারীরিক পরিশ্রম অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, উৎকৃষ্ট বর্ণে জন্ম গ্রহণ করিয়া এবং "ভদ্র" বলিয়া পরিগণিত হইয়া তাঁহারাই বা কিরূপে তাহার অধীন হইতে পারেন?—দেহিক শ্রম স্বীকার করিয়া তাঁহারাই বা কিরূপে আপনাদের ভদ্রতার অমর্য্যাদা করিতে পারেন? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বঙ্গবাসিরা এরূপে আপনাদের ভদ্রতা ও গৌরব রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া পবিত্র স্বাস্থ্যসুখে চির-বঞ্চিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা শারীরিক পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ থাকিয়া আপনাদের দেহকে ভগ্ন ও রুগ্ন, এবং অন্তঃকরণকে ছিন্ন ও নির্বীর্য্য করিয়া থাকেন। রোগ, শোক, জরা, অকালমৃত্যুপ্রভৃতি ভীষণ দণ্ডে ভদ্রসমাজ যে নিদারুণরূপে নিগৃহীত হইতেছে, দেহিক শ্রমের অভাবই তাহার প্রধান

কারণ, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। এ দেশে শত শত দুর্ভাগা ব্যক্তিকে যৌবনের প্রারম্ভেই বার্দ্ধক্যে পরিণত হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে; এমত কি ভদ্রমণ্ডলীতে শত শত পূর্ণযৌবন মনুষ্য মধ্যে দশ জন তেজীয়ান বলিষ্ঠ পুরুষ দৃষ্টিগোচর হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। অতএব ইহা অতি বিস্ময়াকর ব্যাপার বলিতে হইবে যে, মনুষ্য জীবনের মর্য্যাদা রক্ষায় তৎপর হইয়া জীবনের স্থায়িত্বের প্রতি দৃক্পাত করিবেন না। হায়! কত দিনে এই সর্ব্বনাশের মূলীভূতস্বরূপ ঘোর ভ্রম বঙ্গদেশহইতে বহিষ্কৃত হইবে! কত দিনে দৈহিক শ্রমের নীচকরি শক্তি বিলুপ্ত হইয়া সুস্থকরি শক্তি সুপ্রকাশিত হইবে! কত দিনেই বা বঙ্গবাসিরা পরিশ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া তেজস্বী ও দীর্ঘজীবী হইবেন?

আমরা যদ্যপি একবার মাত্র শারীরিক পরিশ্রমের মহান আবশ্যকতা বিষয়ে চিন্তা করি, তাহা হইলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতে পারে যে, দৈহিক শ্রম ব্যতীত জগতে কোন মূল্যবান পদার্থই অর্জ্জিত হইতে পারে না। ধন ও মান দূরে থাকুক, ভোজ্য ও পরিধেয়ও হস্তের শ্রমে ধারাবাহী স্বেদবারি মস্তক হইতে পাদতলে পতিত না হইলে কোন মতেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জগদীশ্বর বিশ্বরাজ্যে যাবতায় সামগ্রীর প্রচুরতা প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগকে সে সমুদায় হস্তদ্বারা সংগ্রহ করিয়া

ব্যবহারে পরিণত করিতে হয়। জগদীশ্বর ভূমিতে উৎপাদিকা শক্তি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু আমরা হস্তদ্বারা কর্ষিত করিয়া তদভ্যন্তরে বীজ,বপন না করিলে কোন ক্রমেই শস্য প্রাপ্ত হই না। অতএব মনুষ্য যেরূপ নিয়ম প্রণালীর অধীন হইয়া বিশ্ব-রাজ্যে সংস্থাপিত হইয়াছেন, তাহাতে পরিশ্রম নিতান্ত তাঁহার স্বভাব-সম্মত। বিশেষতঃ বিশ্বপতি যেরূপ কৌশলে তাঁহার দেহ-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে অঙ্গচালনা তাঁহার দেহ রক্ষার প্রধান উপায় বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতেছে। অঙ্গচালনা ব্যতীত তিনি কখনই বীর্য্যবান ও দীর্ঘজীবী হইতে পারেন না। একারণ, আত্ম-রক্ষাকে যাঁহারা মনুষ্যের গরীয়ান কার্য্য বোধ করিয়া থাকেন, নিত্য নিয়মানুসারে অঙ্গচালনা করা তাঁহাদের পক্ষে একান্ত উচিত। সে যাহা হউক, সখে! আমি উভয় দেহ ও মনের অধিকারী হইবায় আপনাকে দ্বিবিধ কর্ত্তব্য কার্য্যের অধীন বোধ করিয়া থাকি,এবং যে দিবস পরিশ্রমদ্বারা দেহ, এবং অধ্যয়ন ও চিন্তাদ্বারা মনের পরিচালনা না করি, আমি সে দিবস কর্ত্তব্য কর্ম্মের সমাধা হয় নাই বলিয়া পরিতাপ করিয়া থাকি।

বন্ধো! আমি এই স্থলেই কহিতে পারি, অঙ্গচালনা শারীরিক সুস্থতার পক্ষে যেরূপ অনুল্লঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য কার্য্য, মিতাহারও দেহ রক্ষার পক্ষে সেই

রূপ নিতান্ত আবশ্যক। আমি সর্ব্বদাই চিন্তা করিয়া থাকি, আমরা অঙ্গচালনা বা মিতাহারে আত্ম সমর্পণ করিতে অসমর্থ হইয়াই যাবতীয় ঔষধির সহায় লইতে বাধ্য হইয়া থাকি। অনেক সুকঠিন পীড়ায় ঔষধি সেবন নিতান্ত অপরিহার্য্য হইয়া থাকে সত্য বটে, কিন্তু যাবতীয় মনুষ্য নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে অঙ্গচালনা ও মিতাহারে প্রবৃত্ত হইলে আমি বোধ করি ঔষধির আবশ্যকতা ও আদর বিস্তর পরিমাণে হ্রাস হইতে পারে। ফলে, ইন্দ্রিয় সেবাকে শারীরিক স্বাস্থ্য সুখের সহিত সমঞ্জসীভূত রাখিবার মানসেই আমরা অধিকাংশ স্থলে ঔষধি সেবন করিয়া থাকি। ইহা প্রসিদ্ধ আছে, যে ডাইও জিনিস্‌নামক এক জন গ্রীশ দেশীয় পূরাকালীন তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত পথি-মধ্যে কোন কোন যুবাকে ভোজন-নিমন্ত্রণে গমন করিতে দেখিয়া এরূপে তাহাকে তাহার স্বজনবর্গ মধ্যে প্রত্যানীত করেন, যেন তিনি সে যুবাকে কোন অবশ্যম্ভাবী ঘোর বিপদহইতে উদ্ধার করিয়াছেন। সেই বিজ্ঞান-বিশারদ মহাত্মা যদ্যপি আমাদিগের বর্ত্তমান ভোজন-সমাজে উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে না জানি তিনি কিরূপ বাক্যই প্রয়োগ করিয়া থাকেন! যদ্যপি তিনি বর্ত্তমান ভোজন-পাত্রের মৎস্য, মাংস, ফল, মূল, দুগ্ধ, ঘৃত-প্রভৃতি সহস্রবিধ ব্যঞ্জন নিরীক্ষণ করেন, তাহা হইলে বোধ করি গৃহস্বামিকে পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনা-

পরিশূন্য উন্মাদগ্রস্থ ব্যক্তি অনুমান করিয়া ভৃত্য-বর্গকে তাঁহার হস্তদ্বয় বন্ধন করিতে সমূহ বিনয় করিয়া থাকেন। হায়! এবম্বিধ অপরিমিতাহার হইতে কত প্রকার অস্বাভাবিক অঙ্গবৈকল্য ও ভয়া-নক ব্যাধি মানব-শরীরে উপস্থিত হইয়া থাকে! সে যাহা হউক, আমি যখন এপ্রকার সহস্রবিধ উপাদেয় সামগ্রীতে ভোজন-পাত্র সুশোভিত দেখি,তখন বহু-রক্ত ও বাত, জরা ও অকাল মৃত্যুকে তন্মধ্যে গুপ্ত-ভাবে বিরাজমান থাকিতে লক্ষিত করিয়া থাকি।

স্বভাব এক বিধ ও অমিশ্রিত খাদ্যেই আমোদ করিয়া থাকে। মনুষ্য ব্যতীত যাবতীয় জীব জন্তু কেবল এক প্রকার খাদ্যে আবদ্ধ থাকে। কেহ বা ফল মূল, কেহ বা মৎস্য, কেহ বা মাংস ভক্ষণ করি-য়া পরিতৃপ্ত হয়; কিন্তু মনুষ্য, কি শস্য, কি মৎস্য, কি মাংস, সকলই এককালীন উদরস্থ করিয়া থাকেন।

আমি তোমার ইত্যাদি।

আমাদিগের পরিভ্রামক এইরূপে যখন বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তাঁহার প্রিয় বন্ধু শ্রীদেব সিংহ তাঁহাকে গৃহানয়নের নিমিত্ত নানা প্র-বোধ-পত্রিকা তাঁহার নিকটে প্রেরণ করেন। বীর-সিংহও সে সমুদায়ের প্রত্যুত্তর প্রদানকালীন কঠিন-হৃদয় তত্ত্ববিৎদিগের ন্যায় নানা স্বকপোল-কল্পিত বিরোধী তর্কদ্বারা স্বমতের পোষকতা করিয়া

অকৃত্রিম মিত্রের অভ্যর্থনাকে নিষ্ফল করিয়াছি-লেন। কিন্তু বহুল অনুরোধের বৈফল্য দর্শন করি-য়া শ্রীদেব সিংহ বিন্দু মাত্র বিরক্ত হয়েন নাই। স্বার্থ-শূন্য উদার প্রণয়ের এমনি আশ্চর্য্য ধৈর্য্য, যে যতক্ষণ সে নিজ অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিতে না পারে, ততক্ষণ কিছুতেই নিরস্ত হয় না। সে এক প্রকার উপায়ে আপন প্রিয়জনের মঙ্গল-সাধনে অকৃত কার্য্য হইলে উপায়ান্তরের সহায় লইয়া থাকে। শ্রীদেব সিংহ যখন প্রথম পত্রে তাঁহার প্রিয় সুহৃদের প্রতিজ্ঞা-প্রবাহকে প্রত্যাকর্ষণ করিতে পারেন নাই, তখন পুনরায় দ্বিতীয় পত্রিকায় নূতন যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁহার মনে স্বদেশাগমনের ঔচিত্য প্রতীত করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই রূপে তিনি উপর্য্যুপরি কতিপয় পত্রিকা প্রেরণ করিয়াছিলেন; আমরা স্থানাভাবপ্রযুক্ত গ্রন্থে সে সকল প্রকটিত করি নাই: কিন্তু এই সময় যে পত্র কলিকাতায় উপস্থিত হয়, তাহাকে ত্যাগ করিতে না পারিয়া পাঠকবর্গের সুগোচরার্থে নিম্নে প্রদান করিলাম।

পঞ্চদশ পত্রিকা।

কাশ্মীরহইতে কলিকাতা।

প্রিয় বন্ধো! তুমি চির-নীহার-পিহিত হিমালয়

পর্ব্বতেই পরিভ্রমণ কর, অথবা স্রোতস্বতী ভাগী-
রথী কূলেই বিচরণ কর, অথবা ভারতবর্ষের অমরা-
বতী-পুরী কলিকাতা নগরীয় নন্দন-কানন-সম মনো-
হর পুষ্পবাটিকাতেই কেলি কর,—তুমি যে কোন
স্থলে যেরূপ অবস্থাতেই অবস্থিত থাক সর্ব্বত্রেই সুখ
সুধাপান কর, করুণাসাগর বিশ্বপতির নিকট ইহাই
আমার এক মাত্র প্রার্থনা। যে নিস্নেহ-রূপ নিষ্ঠুর
দানব এক্ষণে তোমার হৃদয় রাজ্যে পাষাণময় সিং-
হাসন নির্ম্মাণ করিয়া দারুণ দৌরাত্ম্য আরম্ভ করি-
য়াছে, করুণাময়ী দয়া-দেবী কত দিনে তাহাকে
সিংহাসন চ্যুত করিয়া তোমার অন্তঃকরণকে তা-
হার অত্যাচারহইতে বিমুক্ত করিবেন, তাহাই আ-
মার সার্ব্বক্ষণিক চিন্তা হইয়া উঠিয়াছে।

বন্ধো! আর কত দিন তুমি জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহার
বশবর্ত্তী হইয়া সংসারের যাবতীয় নির্ম্মল সুখের
আস্বাদনহইতে বিমুখ থাকিবে? যে সকল সম্বন্ধ
অতি শান্তকরী, সে সকলহইতে আর কত দিন সপৃ-
থক্ রহিবে? যে সকল জীবপুঞ্জকে ইহ জন্মের জন্য
আপন সুখ দুঃখের তুল্য অংশী করিয়াছ, তাহা-
দিগকেই বা আর কত দিন নিজ ক্লেশের ভাগী করি-
য়া রাখিবে? তোমার জননী, পত্নী, ভ্রাতাপ্রভৃতি
সমস্ত আত্মীয়জনেরা তোমার বিরহে যেরূপ দুর্ব্বিষহ
সন্তাপে দগ্ধীভূত হইতেছে, তাহা বোধ করি বর্ণনা-
দ্বারা তোমার ন্যায় বিচক্ষণ পুরুষকে বিদিত করি-

তে হইবে না। আহা! একে উপরত বিভব, তাহে পুনরায় প্রিয়জন-বিরহ। এরূপ ভীষণ সাংসারিক সঙ্কটে পতিত হইয়া তোমার ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানী ভিন্ন অপর কোন রক্ত-মাংস—রচিত মর্ত্ত্য-নর সন্তাপ-শূন্য হইয়া কালপাত করিতে পারে না। যাহারা এত কাল সম্পদ-সুলভ আদর ও মর্য্যাদায় আরূঢ় থাকিয়া আপনাদের অভি-মানের বিলক্ষণ সমৃদ্ধি-সাধন করিয়াছিল, তাহারা সেই সম্পদ-মঞ্চহইতে নামিত হইয়া অপরের অনাদর ও তাচ্ছল্যে যেরূপ সন্তাপিত হয়, তাহা বোধ করি তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ। সে যাহা হউক, যে জননীর অপত্য-স্নেহ সুখের দশায় দূরে থাকুক তাঁহার মুমূর্ষকালেও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া থাকে, ও যে পতিপরায়ণা সহধর্ম্মিণী স্বামী-বিচ্ছেদে সৌ-ভাগ্যজনিত বিলাসে পরিপূর্ণ অন্তঃপুরকেও অন্ধ-কারময় বলিয়া নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে এবম্বিধ দুরবস্থার সময়ে এরূপে অকারণে বিরহিত করিয়া চির-দুখিনী করা অপত্য বা স্বামী কাহারও কর্ত্তব্য নহে। ফলে, যাঁহার হৃদয়ে ভক্তি, দয়া, মনুষ্যত্ব ও প্রণয়ের কণামাত্রের সংযোগ থাকে, তিনি কখনই এরূপ স্নেহ-শূন্য কঠিন ব্যবহার দ্বারা আপন প্রিয়জনবর্গকে পীড়িত করিতে পারেন না।

বন্ধো! যিনি অপরের চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনু-সন্ধান করিতে সমর্থ, যিনি অপরের কার্য্যের

ঔচিত্যানৌচিত্যের সুন্দর বিচারক, ও যিনি অপরের দোষাবলোকনে বিলক্ষণ পটু, তিনি আপন চরিত্রের অনুসন্ধান লইতে এত অসমর্থ, তিনি আপন কার্য্যের এত এক-পক্ষ-মাত্র-দর্শী, ও আত্ম-দোষ দর্শনে এত অন্ধ, ইহা এক অতি আশ্চর্য্য ঘটনা বলিতে হইবে। তোমার জ্ঞানালোকসম্পন্ন উৎকৃষ্ট চিত্ত প্রিয়জনবর্গকে পীড়ন করাকে নিন্দনীয় গর্হিত কার্য্য বলিয়া গণ্য করিতেছে না, ইহা অতি বিস্ময়াবহ ব্যাপার! তোমার প্রাজ্ঞতা কি তোমার অজ্ঞতা নির্দ্দেশ করিতেছে না? তোমার দয়াবৃত্তি কি স্নেহ-বিমূঢ় জীবকুলকে যাতনা-জড়িত করিয়া ক্লেশ-বিগলিতা হইতেছে না? অধিকন্তু, তোমার বীরত্বও কি দুরবস্থার আক্রমণে পলায়ন-পরায়ণ হওয়াকে কাপুরুষের ধর্ম্ম বলিয়া ক্ষুণ্ণ হইতেছে না? ফলে, যাঁহারা ভগ্ন দশায় পতিত হইয়া ভগ্ন-চিত্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের ন্যায় কাপুরুষ সমস্ত বিশ্বমণ্ডলে আর দৃষ্ট হয় না। কারণ অবস্থা চক্রের ন্যায় সর্ব্বদা ঘুর্ণায়মানা হইতেছে; কখন আমাদিগকে উর্দ্ধে উত্তোলন করিতেছে, কখনও বা অধোভাগে আনয়ন করিতেছে। সে যাহা হউক, অবস্থা এমত পরিবর্ত্তনশীলা না হইলে মনুষ্যের বীরত্ব ও গৌরব প্রকাশ পাইত না। কখন পতিত না হওয়া অপেক্ষা পতনের প্রত্যেক বারেই গাত্রোত্থান করা অধিকতর পুরুষার্থসূচক।

সখে! এক্ষণে গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক উৎকলিকাকুল পরিজন মণ্ডলকে পরিতৃপ্ত কর, এবং উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে পুনরায় অবনত অবস্থার উন্নতি সাধন কর, ইহাই কেবল আমার এক মাত্র উদ্দেশ। যদিও আমার উপরোধে না হউক, তথাচ দয়ার অনুরোধেও এ প্রস্তাবে সম্মত হইবে।

তোমার সহধর্ম্মিণী এক খানি বিলাপ পত্রিকা প্রেরণ করিয়াছেন, আমি নিম্নে তাহার অনুলিপি প্রদান করিতেছি। যদিও আমার এত বাক্য সকলই ব্যর্থীকৃত হয়, তথাচ তোমার প্রণয়িনীর কাতর বচনে যে তোমার পাষাণীভূত হৃদয় দ্রবীভূত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ করি না।

"কাশ্মীর।

"তারিখ————।

"পরম পূজ্য প্রণয়-পবিত্র জীবিতেশ্বর!

"এই বিষাদ-পূর্ণ প্রণয়-লেখন দর্শন করিলেই আপনি এ পাপীয়সীকে জীবিত জানিয়া বিস্মিত হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি মহাশয়ের সে বিস্ময় ভঞ্জনের নিমিত্ত কহিতেছি যে, বিধাতা রমণী জাতিকে পাষাণে নির্ম্মিত করিয়াছেন বলিয়াই হউক, অথবা দীর্ঘ-জীবীনী হইয়া বিরহ-বেদনায় দীর্ঘ কাল ব্যথিত হইলে মদীয় পাতকের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইবে বলিয়াই হউক, অথবা এ পাপিনীর

কলুষময় দেহকে নির্ঘৃণ যমদূতেরাও অস্পৃশ্য বিবেচনা করিয়াছে বলিয়াই হউক, আপনার অনাথিনী হতভাগিনী সহধর্ম্মিণী অদ্যাবধি জীবিতা আছে। এবং জীবাত্মা দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করেন নাই বলিয়া আপনার পাতকিনী রমণীর অন্তঃকরণ এপর্য্যন্ত বোধ-শূন্য হয় নাই ; সুতরাং বিচ্ছেদ বাণের প্রাণঘাতিনী যন্ত্রণা অনুভব করিতে অদ্যাবধি বিলক্ষণ সমর্থ রহিয়াছে।

"হে প্রাণেশ্বর ! আপনি যদিও বহু দিবসের প্রীতিকে পর্য্যটন স্পৃহায় বিসর্জ্জন করিয়া স্বকীয় দুরবস্থাপন্না কামিনীকে প্রথমে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং তৎপরে অন্য পদার্থগত-চিত্ত হইয়া যদিও নিজ পতি-প্রাণা দুঃখিনীকে স্বপনেও স্মৃতিপথবর্ত্তী করেন না, তথাচ এ স্বামীমাত্রধ্যায়িনী যুবতী আপনাকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া স্বকীয় বিচ্ছিন্ন হৃদয়কে চিরকালই আপনার অনুগামী রাখিয়াছে, এবং স্মৃতিরাজ্যে প্রেম-রচিত সিংহাসনে আপনার উজ্জ্বল শরীরকে সমাসীন রাখিয়া অবিরত ধ্যান করিতেছে। আমি অব্যাঘাতে এবম্বিধ প্রেমাচারের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইলে দিব্য স্বচ্ছন্দচিত্ত থাকিতে পারিতাম ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে নৈরাশ্যরূপা রাক্ষসী নানা উন্মত্তকরি বিভীষিকায় আমার স্বচ্ছন্দ ভগ্ন করিয়া দেয়। যখন আমি মহাশয়ের স্বরূপ চিন্তায় নিবিষ্টমনা ও বাহ্য-

জ্ঞান-শূন্যা থাকিয়া মোহভরে আপনাকে মদীয় শয্যায় শয়িত দেখি, এবং আমি অসম্ভাবিত স্বামী-সমাগম-সাহসে উত্তেজিতা হইয়া আনন্দে গদ্গদস্বরে প্রিয়সম্ভাষণদ্বারা প্রীতি-প্রফুল্ল নেত্রে পতি-মুখ-চুম্বনে উদ্যতা হইয়া থাকি, তখন অমনি সে দুরন্ত নৈরাশ্য আমার মোহ-দূর করিয়া চৈতন্যোদয় করিয়া দেয়, এবং আমার প্রেমাকিঞ্চনেরা নিষ্ফলতা সুপ্রকাশ করিয়া আমাকে অতি কঠিন বচনে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করে। তখন আমি আর তাহার নিদারুণ গঞ্জনায় ধারাবাহী অশ্রুবারির প্রবল প্রবাহকে সংযত রাখিতে পারি না, এবং উদ্যম-ভঙ্গ জনিত অন্তর্ব্যথার কিয়দংশকে ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগদ্বারা হৃদয় ভাণ্ডার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিই। হে প্রাণকান্ত! শ্বশ্রূ-সেবায় ও গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া অপরাপর যাবতীয় দুঃখকে বিস্মৃত হইতে পারি, কিন্তু এ নৈরাশ্যর ভ্রূকুটি-পীড়ন সহ্য করিতে পারি না। যাহাতে সেই নির্ম্মমা রাক্ষসী আমার উপর দৌরাত্ম্য করিতে না পারে, এমত উপায় উদ্ভাবন করিয়া এ কণ্ঠাগতপ্রাণা রমণীকে রক্ষা করুন। কিন্তু আপনি যদ্যপি আমার এই মুমূর্ষুকালীন করুণা প্রার্থনায় উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তদ্বয় জগৎমণ্ডলে বিখ্যাত রহিবে, যে মনুষ্য আপন অধীনস্থিত জীবদিগের উপর কঠিন ব্যবহার প্রকাশ করিতে সঙ্কু-

চিত হয়েন না, ও পুরুষেরা প্রেমাকাঙ্ক্ষিনীর সমর্পিত হৃদয়কে পরিত্যাগ করিতে ক্লেশানুভব করেন না।

"হে নাথ! যদ্যপি এ বিরহিনীর খাবর্তায় কাতর বচন নিষ্ফলীকৃত না হয়, তাহা হইলে মহাশয়ের করুণা সন্নিকটে আরও ক্ষণেক কাল রোদন করিতে সম্মত আছি। বিরহিনীদিগের পক্ষে রোদনই কেবল যথার্থ প্রিয়সখীর কার্য্য করিয়া থাকে। যদ্যপি বিচ্ছেদ-বাণ-বিদ্ধা যুবতীরা অশ্রুবারি-স্বরূপিনী সুন্দর সহচরীর আশ্রয় না পাইত, তাহা হইলে আমি বলিতে পারি না তাহারা কিরূপে জীবিত থাকিত। সে যাহা হউক, হে জীবিত-সর্ব্বস্ব! আমি অষ্ট প্রহর অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া ভবদীয় মুখারবিন্দ ধ্যান করিয়া অজস্র অশ্রুবারি বরিষণ করি, এবং যদবধি আমার ঈদৃশী বিষমদশা উপস্থিত হইয়াছে, তদবধি আমি এক স্থলে অশ্রুপাত করিলে বোধ করি কোন স্রোতস্বতীর উৎপত্তি হইত।

"অতএব হে প্রীতি-নিধান প্রাণনাথ! যদ্যপি পরিণীতা ভার্য্যাকে ভর্ত্তাগতপ্রাণা ও শেষদশাপন্না দর্শন করিয়াও কঠিন হৃদয়ে যাবজ্জীবন বিরহিতা রাখিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে সরল হৃদয়ে ইহজন্মের মত বিদায় প্রদান করুন; কিন্তু মৃত্যুকালেও পতিমুখ অবলোকন করিতে পারিলাম না, এরূপ দারুণ দুঃখ মরণেও আমি বিস্মৃতা

হইব না, এবং আপনি যদ্যপি কখন এ দেশে প্রত্যা-
গমন করেন, তাহা হইলে (আমি নিঃসংশয়ে কহি-
তেছি) মহাশয়ের প্রেম রসাভিষিক্ত লোচনদ্বয় সে
দুঃখকে আমার দগ্ধীকৃত দেহের ভস্ম মধ্যেও দর্শন
করিতে পারিবে।

"তব সেবিকানুসেবিকা।
"শ্রীমতী———————।"

সখে! ইহাহইতে পরিজনকুলের আর কি অধিক-
তর দুঃখ হইতে পারে?

তব প্রিয় সুহৃদ।
শ্রীদেব সিংহ।

ষোড়শ পত্রিকা।

কলিকাতাহইতে কাশ্মীর।

সুহৃদ-প্রবর! আমি তোমার সে দিবসের প্রণয়-
গর্ব্ভ পত্রিকা পাঠ করিয়া বিলক্ষণ দুঃখিত হইয়াছি;
এবং যদিও আমার নয়নবারি মরকত মণিহইতেও
অধিকতর মূল্যবতী, তথাচ তোমার পত্রিকা তাহার
কতিপয় বিন্দু গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু প্রিয়জন-
বর্গের দুঃখ যদিও আমার মনে সুন্দররূপে অনুভূত
হইয়াছে, তথাচ আমার অন্তঃকরণকে বিচলিত
করিতে সমর্থ নহে। মদীয় চিত্ত-দর্পণে যাবতীয়

পদার্থই প্রতিফলিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু কেহই তাহাকে মলিন করিতে পারে না।

তুমি যে আমাকে আপন চরিত্র ও কার্য্যকদম্বের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে সম্পূর্ণ অন্ধ কহিয়াছ, তাহা অতি সত্য; এবং ইহা যে কেবল আমার পক্ষেই সত্য, এরূপ নহে,—ইহা (যদিও সকলের পক্ষে না হউক, তথাচ) অনেকের পক্ষেই সত্য। কিন্তু সখে! আমি বিষয়ে "সম্পূর্ণ অন্ধ" নহি; কারণ যদিও আমি আত্ম-দোষের প্রতীকার সাধনে সম্যক সমর্থ নহি, তথাচ সে সকলকে অন্তঃকরণে অনুভব করিতে অক্ষম নহি। এবং আমি সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত নহি বলিয়া যে মনুষ্য মনস্তত্ত্বানুসন্ধী হইব না, ইহা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না।

যদ্যপি আমরা সকল মনুষ্যের মনঃদ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে পারিতাম, ও সকলের অন্তঃকরণকে বাহ্য-দৃষ্টির সম্মুখীন করিতে সমর্থ হইতাম, তাহা হইলে বোধ করি জ্ঞানী ও মূর্খের মনে অতি সামান্য প্র-ভেদই দৃষ্টি হইত। তবে প্রধান প্রভেদ এই যে, কেহ নিজ চিন্তা ও মনোগত ভাব সকলকে সুকৌ-শলে লুক্কায়িত করিতে সমর্থ হয়েন, কেহ বা সেই আত্ম-গোপনের শিল্পে সম্যক্ দক্ষ নহেন। মনুষ্য আমাদিগের অন্তর্ভাব ও গুপ্তকার্য্য সকল দর্শন করিতে পারেন না, একারণ যিনি আত্ম-কার্য্যপুঞ্জকে আত্ম-রসনাহইতে যত সুদূরে রাখিতে পারেন,

তিনি তত ধীর ও সাধু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। তুমি আমার পারিবারিক আচরণ অবগত আছ বলিয়াই আমাকে নিষ্ঠুর ও কাপুরুষ বলিয়া তিরস্কার করিয়াছ; কিন্তু যাঁহারা আমার সে সকল গুপ্ত ব্যবহার বিদিত নহেন, ও কেবল মাত্র আমার বচন-পাণ্ডিত্য জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহারা আমাকে যথেষ্ট সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব সখে! সাধু-বাক্য কথন কঠিন নহে; পবিত্র চিন্তায় মনকে পরিপূর্ণ রাখা ও সাধু ব্যক্তি হওয়াই কেবল সুকঠিন। একারণ আমি কখনই এরূপ কহিতে পারি না, যে সাধুতার পূর্ণভাব আমার সর্ব্বকার্য্যে দেদিপ্যমান হইয়া থাকে। অবশ্যই আমার কতিপয় কার্য্য ভ্রান্তি ক্রমে দূষনীয় পথে প্রবাহিত হইতেছে। সে যাহা হউক, তুমি ভ্রান্তি নির্দ্দেশ করিয়া আমার কতিপয় আচারের দুর্নীতিপরতা মদীয় মনে প্রতীত করিয়াছ বলিয়া আমি তোমার নিকট চিরকাল উপকৃত রহিলাম।

সখে! আমি তোমার সরল স্নেহের উপরোধকে বারম্বার অবমাননা করিয়াছি; তজ্জন্য আমি যে অপরাধে অপরাদ্ধ হইয়াছি, তাহা তুমি সেই স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া বিস্মৃত হইবে। তুমি যে আমাকে অবস্থার উন্নতি সাধন নিমিত্ত উত্তেজিত করিয়াছ, আমি সেই উত্তেজনার অনুরোধেই তোমার প্রেম-

স্নিগ্ধ আহ্বানকে পুনঃপুনঃ অবহেলন করিয়াছি। ত্রয়োদশ পত্রিকায় সাধু-স্বভাব অমরনাথ কোন দূরদেশে বাণিজ্যাগার প্রস্তুত ও তদুপলক্ষে দেশ ভ্রমণের যে মানস প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ করি তুমি বিস্মৃত হও নাই। তিনি এক্ষণে সে কল্পনাকে স্থির'কৃত করিয়াছেন; এবং ইহাই নিরূপিত হইয়াছে, যে কাশ্মীরে এক খানি বাণিজ্য বিপণি স্থাপিত হইবে, তাহার তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত সম্প্রতি প্রিয়-বন্ধু অমরনাথ স্বয়ংই তথায় গমন করিবেন, এবং আমি তাহার প্রধান কর্ম্মচারী-স্বরূপে তাঁহার সমভিব্যাহারী হইব। একারণ রায় বাহাদুর এক্ষণে সেই উদ্দেশের সমস্ত আয়োজন করিতেছেন, ও পণ্যদ্রব্য সকল মনোনীত করিয়া ক্রয় করিতেছেন। এই সকল আয়োজন প্রস্তুত হইলেই আমি সুবিজ্ঞ অমরনাথের সহিত কলিকাতা হইতে স্বদেশ যাত্রা করিব!

কিন্তু বন্ধো! ইহা আমার মনে যাবজ্জীবন জাগরূক থাকিবে, যে আমি সত্য-প্রতিজ্ঞ হইয়া ভ্রমণ কুতূহল পরিতৃপ্ত করিতে পারিলাম না। হায়! কেন আমি দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারী হইয়াছিলাম? আমি যদ্যপি তন্তুকীটের ন্যায় নিজরচিত সূত্রে আবদ্ধ না হইতাম তাহা হইলে ভ্রমণ প্রতিজ্ঞা পালন করিতে অসমর্থ হইতাম না। কিন্তু

আমি ইহা নিশ্চয় জানিতেছি, যে কবি শেখর ভারতচন্দ্রের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি এক্ষণে ইহাই কহিবেন, যে " ভাবিতে উচিত ছিল, প্রতিজ্ঞা যখন।"

আমি তোমার প্রিয় বন্ধু।
শ্রীবীর সিংহ।

সপ্তদশ পত্রিকা।

কলিকাতাহইতে কাশ্মীর।

মনুষ্য যদ্যপি নানা মানষিক উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী না হইয়া কেবল মাত্র জীবনের অধীন হইতেন, তাহা হইলে তিনি এক প্রস্তর নিশ্চেষ্ট-স্বভাব ও বিরত-প্রকৃতি হইতেন, সন্দেহ নাই; তাহা হইলে কর্ম্মশীলতা, অধ্যবসায়, তৎপরতাপ্রভৃতি মহাগুণের তিনি কোন আবশ্যকই রাখিতেন না। একারণ জগৎপতি এই অভিপ্রায়ে প্রবৃত্তিপুঞ্জের উৎপত্তি বিধান করিয়াছেন, যে তাহারা আমাদিগকে উত্তেজিত করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিবে, বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রৎ ও পরিচালিত করিবে, এবং সমস্ত অন্তরেন্দ্রিয়কে সমুত্থিত ও উদযুক্ত করিয়া অভীপ্সিত বিষয়ের অনুসরণে সমর্থ করিবে। সামান্যতঃ সকল মনোবৃত্তিতেই এবম্বিধ

প্রয়োজন দৃষ্ট হইয়া থাকে; তন্মধ্যে চিখ্যাসায়* তাহা বিশেষরূপে দর্শন করা যাইতে পারে। এবং যদ্যপি আমরা সেই বিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া চিন্তা করি, তাহা হইলে জগদীশ্বর যে মহতাভিপ্রায়ে আমাদিগকে এই চিখ্যাসাবৃত্তির বশবর্ত্তী করিয়াছেন, তাহা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

অতি সামান্য বিবেচনা করিয়া দেখিলেই ইহা স্পষ্ট অনুভূত হইতে পারে, যে বিজ্ঞানশাস্ত্র আবিস্কৃত ও পরিচর্চ্চিত, শিল্পবিদ্যাসমূহ উদ্ভাবিত ও সম্বর্দ্ধিত, পুস্তকসকল রচিত ও প্রচারিত, এবং দেশসকল অস্ত্রবলে বিজিত ও সভ্যতায় অলঙ্কৃত না হইলে মনুষ্য কখনই ঐহিক সুখের অধিকারী হইতে পারেন না। কিন্তু ঈদৃক্ মহায়ান্ কার্য্যে অভিনিযুক্ত হইলে যদ্যপি কোন স্বার্থলাভের সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে কতিপয় প্রশস্তচিত্ত সাধু ব্যক্তিরাই কেবল সে সকলের অনুষ্ঠানে যত্নবান হইতেন; সুতরাং যদ্যপি বিশ্বনিয়ন্তা যাবতীয় মনুষ্যেরই মনোমধ্যে কোন প্রবৃত্তিজনক স্বার্থাভিলাষ সংস্থাপিত না করিতেন, তাহা হইলে বোধ করি পৃথিবীতে শ্রীবৃদ্ধিসাধক অতি সামান্য উন্ন-

---

* খ্যা ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় করিলে চিখ্যাসা পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে; এবং এই কারণ ইহার ধাতুঘটিত অর্থ "খ্যাতি প্রাপ্তির ইচ্ছা।"

তিই হইত। একারণ তিনি আমাদিগকে স্বার্থ-মূলক অভিসন্ধিস্বরূপা চিখ্যাসা নাম্নী এক সুন্দর প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া মঙ্গলজনক শ্রেষ্ঠ কার্য্যে উত্তেজিত করিয়াছেন। এক ব্যক্তি যে সকল মানসিক গুণে অলঙ্কৃত হইয়াছেন, যশোভিলাষ সেই সকলকে পরিমার্জ্জিত করিয়া সাধারণের মঙ্গলে পরিণত করিয়া থাকে; এবং যে অসৎ ব্যক্তির মনোমধ্যে সাধুকার্য্য সাধনার্থ বিন্দুমাত্র ইচ্ছা না হয়, যশোবাসনা তাহাকেও প্রশংসনীয় উৎকৃষ্ট কার্য্যে অভিনিযুক্ত করিয়া থাকে। এ স্থলে আমি আরও কহিতে পারি যে, যে সকল ব্যক্তির মানসিক ক্ষমতা অতি অসাধারণ, তাঁহারাই এই চিখ্যাসার দ্বারা অসাধারণরূপে উত্তেজিত হইয়া থাকেন; এদিকে অপ্রশস্ত চিত্ত সামান্য মন ইহার দ্বারা যৎসামান্যরূপেই উদ্‌যুক্ত হইয়া থাকে। সঙ্কীর্ণ-শক্তি ব্যক্তিরা মনোমধ্যে আপনাদিগের অক্ষমতা ও অনুপযুক্ততা অনুভব করিয়া থাকে বলিয়াই হউক, অথবা মহদাশয় শূন্য সামান্য জনেরা ভবিষ্যৎ সুখের আশয়ে বর্ত্তমান অসুবিধায় আত্ম-সমর্পণ করিতে অসমর্থ হইয়া থাকে বলিয়াই হউক, অথবা হীনচিত্ত অকর্ম্মণ্য বক্তিদিগকে চিখ্যাসার বশবর্ত্তী করিলে পৃথিবীর কোন উপকার দর্শিবে না বলিয়া বিশ্ববিধাতা তাহাদিগকে সে প্রবৃত্তির অধীন করেন নাই বলিয়াই হউক, অনেক সামান্য-শক্তি জঘন্য মনুষ্য

খ্যাতি প্রাপ্তির বাসনায় একেবারে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকে।

সামাজিক রীতি অনুসন্ধান করিয়া জানা যাইতে পারে, যে যদ্যপি এই চিখ্যাসা অতি বলবতা বৃত্তি না হইত, তাহা হইলে যশোলাভের সুকাঠিন্য ও যশ-বিনাশের বহুল সম্ভাবনা দর্শন করিয়াই মনুষ্য এরূপ মরীচিকার অনুসরণ হইতে ক্ষান্ত হইতেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মনুষ্য-সমাজে যশোলাভে কৃতকার্য্য হওয়া যে নিতান্ত সুকঠিন ব্যাপার, তাহা সর্ব্বাগ্রেই বিবেচনা করা উচিত।

ইহা সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে, যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই আপন কার্য্যকলাপের সৌরভে পৃথিবী মধ্যে আপনাকে গৌরবান্বিত ও প্রশংসিত করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন;—অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই স্বভাবতঃ সমস্ত মানসিক গুণে অলঙ্কৃত হয়েন। বিধাতা মনুষ্যের মন নির্ম্মাণকালে এক প্রকার সমতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন; যাহাকে এক বিষয়ে উৎকৃষ্ট করিয়াছেন, তাহাকে অপর বিষয়ে নিকৃষ্ট করিয়াছেন; ফলে তিনি কোন মনকেই পূর্ণাবস্থা প্রদান করেন নাই। এ দিকে যাহারা স্বাভাবিক নানা মানসিক ক্ষমতায় বিভূষিত হইয়া পরিশ্রমদ্বারা সে সকলের বিলক্ষণ উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও কত লোকেরই গুণপুঞ্জ

দর্শকমণ্ডলীর অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও বিদ্বেষ-বুদ্ধি দ্বারা মলিনীকৃত হইয়া যায়। মনুষ্য অনেক সময়েই মহৎ ও নীচ কার্য্যের মধ্যে প্রভেদ করিতে সমর্থ হয়েন না;--প্রভেদ করিতে সমর্থ হইলেও অনেক সময়ে ইচ্ছাবশতঃ তাহা করেন না। অনেকে আমাদের সাধু কার্য্যকেও কোন কুৎসিত অভিপ্রায়ের প্রতিফল বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন।

কিন্তু এই স্থলে ইহাও কথিত হইতে পারে, যাঁহারা যশোলাভের নিমিত্ত একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠেন, তাঁহারাই তাহার উপার্জ্জনে নিতান্ত অকৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। কোন প্রাচীন গ্রন্থকার অতি বিজ্ঞতার সহিত কহিয়াছেন, যে রোমদেশীয় প্রসিদ্ধ কেটো প্রশংসা প্রাপ্তির নিমিত্ত যত অনভিলাষ প্রকাশ করিতেন, তিনি ততই তাহার অধিকারী হইতেন।

আমাদিগের কামনা খণ্ডন ও প্রার্থিত পদার্থের উপলাভে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলে নষ্টস্বভাব মনুষ্যেরা অতি পুলকিত হইয়া থাকে। একারণ যখন তাহারা কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে যশঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত নিতান্ত সমুৎসুক দেখিয়া থাকে, তখন অমনি তাহারা প্রশংসা প্রদানে কৃপণতা অবলম্বন ও তাঁহার সুখ্যাতির প্রতি বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকে। এবং যদ্যপি কোন অপরিহার্য্য কারণে প্রশংসাদানে তাহাদিগকে বাধ্য হইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার গুণরাশিকে তাচ্ছল্য করিয়া আপ-

নাদের অনুগ্রহকেই তাঁহার প্রশংসাপ্রাপ্তির প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এদিকে যাঁহারা এরূপ অসৎপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী নহেন, তাঁহারাও আর এক প্রকার আশঙ্কার অধীন হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিতে অসম্মত হইয়া উঠেন। তিনি গণনীয় ব্যক্তির নিকটহইতে প্রশংসালাভ করিয়া পাছে আত্ম-গুণাভিমানী হয়েন, এরূপ শঙ্কায় অনেকেই তাঁহাকে প্রশংসা প্রদান করিতে অনভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

অধিকন্তু যখন যশোভিলাষ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, তখন চিখ্যাসু ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে কতিপয় নীচাশয়ের বশবর্ত্তী হইয়া আপন সুখ্যাতির হ্রাস করিয়া থাকেন। পাছে তাঁহার কোন উৎকৃষ্ট কার্য্য মনুষ্যমণ্ডলে অপ্রচারিত থাকে, পাছে তাঁহার কোন গুণ মনুষ্য কর্ণে অপ্রবিষ্ট রহে অথবা অপরের বর্ণনায় মলিনীকৃত হয়, এরূপ ভয়ে তিনি সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন-চিত্ত হইয়া বৃথা গর্ব্ব ও আত্ম-ঘোষণা করিতে সঙ্কুচিত হয়েন না; এবং নিজ মুখে আত্ম-কীর্ত্তির উল্লেখ করিতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেন না। ফলে, সম্ভাষণকালীন তাঁহার বাগিন্দ্রিয় হয় অপর কোন ব্যক্তির গুণের লঘুত্ব ও অসম্পূর্ণতা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, অথবা তাঁহার স্বকীয় গুণের প্রশংসাভাজনত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। আত্ম-গরিমা চিখ্যাসু ব্যক্তিদিগের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা; তাঁহারা

এই আত্ম-গরিমার বশবর্ত্তী হইয়া অপরের অন্তঃকরণে গুপ্তভাবে এক প্রকার ঘৃণা ও অভক্তির উদয় করিয়া দেন, এবং যে প্রশংসা প্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহারা এত যত্নবান হইয়া থাকেন, আপন হস্তে তাহারই উৎসেদ সাধন করেন।

এতদ্ব্যতীত এই চিখ্যাসা দিবা-স্বভাব প্রধান-ব্যক্তিদিগের চরিত্রের মধ্যেও এক প্রকার দূষনীয়া প্রবৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে শ্রেষ্ঠ অন্তঃকরণ সেই চিরসারবান অক্ষয় পরমার্থের অনু-সন্ধান করিয়া থাকে, সে মনুষ্য-মুখ বিনির্গত প্রশং-সাবাদকে তুচ্ছীকৃত করে। একারণ যখন আমরা কোন ব্যক্তিকে আমাদের মুখ-বহির্ভূতা প্রশংসা বা অপ্রশংসার প্রতি সম্পূর্ণ অমনোযোগ রাখিয়া সাধু-পথ অতিবাহিত করিতে দেখিতে পাই, তখন আ-মরা অন্তঃকরণে তাঁহার প্রতি এক প্রকার ভয়-মিশ্রিত ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকি। এদিকে আমরা যখন কোন ব্যক্তির কোন কার্য্যের সুখ্যাতি হ্রাস করিতে ইচ্ছা করি, তখন সেই কার্য্যকে তাঁহার যশোভি-লাষে আরোপিত করিয়া থাকি! ফলে, মনুষ্যের প্রতি স্বার্থ-শূন্য প্রণয় অথবা সেই অদ্বিতীয় সতের প্রতি সরল ভক্তিদ্বারা উত্তেজিত না হইয়া স্বার্থা-ভিলাষ ও চিখ্যাসার বশবর্ত্তী হইয়া উৎকৃষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিলে কোন অধিকতর গুণশালীত্ব প্রকাশ পায় না।

অতএব, যখন অধিকাংশ ব্যক্তিই নষ্ট স্বভাব বা অসম্মতির বশবর্ত্তী হইয়া যশোভিলাষিকে প্রশংসা প্রদান করেন না, এবং যখন এই খ্যাতি-পিপাসা অতিশয় বলবতী হইলে তাঁহাকে নানা নীচাশয়ের অধীন করিয়া তাঁহার প্রতিপত্তি হ্রাস করিয়া থাকে, ও মহীয়ান্ ব্যক্তিদিগের চরিত্র মধ্যে দূষনীয়া প্রবৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, যে যশোলাভ করা সকলের পক্ষেই অতি সুকঠিন কার্য্য।

আমি তোমার ইত্যাদি।

অষ্টাদশ পত্রিকা।

কলিকাতাহইতে কাশ্মীর।

প্রিয় বন্ধো! যশঃ যে অতি অনায়াসেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ও যশের অর্জ্জন যেমন সুকঠিন, তাহার রক্ষাও যে সেইরূপ, অদ্য এই পত্রিকায় তাহাই বিচার করা যাউক্।

আমাদিগের মনোমধ্যে এমত অনেক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও বিদ্বেষভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, যে, যখন আমরা কোন ব্যক্তিকে মানবমণ্ডলের আদরে উচ্চীকৃত হইতে অবলোকন করি, তখন আমরা তাঁহার গুণরাজীকে লঘীয়ান্ ও বিমলিন করিতে যত্নবান হইয়া থাকি। যাহারা তাঁহার সহিত এক লগ্নে সমান সুযো-

গের অধীন হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, ও এক কালে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইত, তাহারা এক্ষণে তাঁহার গুণ সৌষ্ঠব ও কৃতিত্বের প্রশংসাকে আপনাদের অগুণ ও অকৃতকার্য্যের অখ্যাতি বলিয়া বোধ করিয়া থাকে, এবং তাঁহাকে আপনাদের তুল্যঅবস্থায় আনীত করিবার নিমিত্তই হউক, অথবা তাঁহার বর্ত্তমান গৌরবের লঘুত্ব সাধনের মানসেই হউক, তাঁহার কোন অতীত কার্য্যের কলঙ্কোল্লেখ করিয়া কুৎসা করিয়া থাকে। এদিকে, যাঁহারা এক কালে তাঁহার উপর প্রাধান্য উপভোগ করিয়াছেন, ও তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর সম্মানে অবস্থিতি করিয়াছেন, তাঁহারাও এক্ষণে ঐ রূপ চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার প্রতি দ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন; কারণ এক জন পশ্চাৎ-স্থিতকে প্রশংসাপথে অগ্রবর্ত্তী হইতে দেখিলে তাঁহারা আপনাদের মর্য্যাদার অপক্ষয় বোধ করেন; এবং আত্ম-গৌরব রক্ষা মানসে সেই নবপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির খ্যাতি লোপে প্রবৃত্ত হয়েন। ফলে, সমকক্ষ ব্যক্তিরা তাঁহাকে আপনাদিগের অপেক্ষায় অধিকতর প্রধান দেখিয়া হিংসাপরবশ হইয়া থাকে, এবং উচ্চ-পদস্থিত ব্যক্তিরা তাঁহাকে আপনাদিগের ন্যায় উচ্চপদারূঢ় হইতে দেখিয়া দ্বেষভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন।

অধিকন্তু, যখন কোন ব্যক্তি সম্মান ও প্রশংসা

কর্তৃক উচ্চীকৃত হইয়া মনুষ্যমণ্ডলীমধ্যে বিজ্ঞাত হইয়া উঠেন, তখন কত সহস্র নয়নই তাঁহারদিকে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহার চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হয়! কত সহস্র ব্যক্তিই বা তাহার চরিত্রের কদর্য্য ভাগে প্রবেশ করিতে পারিলে মহান্ পরিতুষ্ট হইয়া থাকে! অনেকেই অপরের গুণবাদের প্রতি বিপক্ষবাক্য ব্যবহার ও প্রতিষ্ঠিত চরিত্রের দোষপুঞ্জ চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়া বহুল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। যখন তাহারা এইরূপে প্রসিদ্ধ জনগণের দোষ ঘোষণায় নিযুক্ত হয়, তখন তাহারা এক প্রকার কদর্য্য দর্পে স্ফীত হইয়া উঠে; এবং দোষানুসন্ধানে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি অধিকতর তীক্ষ্ণতা প্রকাশ করিয়া থাকে বলিয়াই হউক, অথবা সাধারণের চক্ষুহইতে যাহা লুক্কায়িত ছিল, তাহা আপনাদের দৃষ্টিপথে আনীত করিতে পারে বলিয়াই হউক, অথবা যাহাকে সাধারণে প্রশংসা করিত, তাহার মধ্যেও কলঙ্ক দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে বলিয়াই হউক, তাহারা মনে মনে আপনাদের বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত, এরূপ ব্যক্তিও অনেক দৃষ্ট হইয়া থাকে, যাহারা স্বয়ং কোন এক দোষের বশবর্ত্তী না থাকিয়া কোন গণনায় প্রধান ব্যক্তিকে তদ্দ্বারা দূষিত হইতে দেখিলে মনুষ্যমণ্ডলে তাহার আন্দোলন করিয়া আপনাদের তদ্বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে;

যেহেতুক তাহারা যখন এইরূপে তাঁহার দোষকীর্ত্তন করিতে থাকে, তখন প্রকারান্তরে আপনাদের তদ্দোষ-শূন্যতা প্রকাশ করিয়া প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইতে চেষ্টা করে। এবং ইহাও তাহাদের ন্যায় জঘন্য অন্তঃকরণের সামান্য দর্পের হেতুভূত নহে, যে কোন্ গণনীয় বিখ্যাত ব্যক্তিহইতেও তাহারা অধিকতর দোষ-বিবর্জিত। প্রত্যুত এরূপও দৃষ্ট হইয়া থাকে, যাহারা স্বয়ং নানা দোষে দূষিত হয়, তাহারাই অধিকতর আগ্রহের সহিত বিখ্যাত ব্যক্তির সেই সেই দোষের ঘোষণা করিয়া থাকে। ফলে, তাহারা এইরূপে তাঁহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া আপনাদের কলঙ্ক নিরাকরণ করিতে মানস করিয়া থাকে, এবং তাঁহার দোষভাগের সহিত মিলিত হইয়াও মনে মনে আপনাদিগকে তাঁহার সহিত সমস্বভাব চিন্তা করিয়া এক প্রকার আনুমানিক আমোদে উন্মত্ত হয়। অপর, কোন গণনীয় ব্যক্তিকে উপহাসাস্পদ করিতে সমর্থ হইলে অধিকতর বাগ্মীতা ও রসিকতা প্রকাশ পায় মনে করিয়াই হউক, অথবা খ্যাতি-শৈলারোহী জনকে কোন মতে লোক-বিরাগে নীত করিতে পারিলে হিংসার অধিকতর তৃপ্তি হইতে পারে বোধ করিয়াই হউক, অনেক অসৎস্বভাবাপন্নহীন-চিত্ত ব্যক্তিরা কোন লোকানুরাগভাজন শ্রেষ্ঠমনুষ্যের দোষোত্থাপন করিয়া সম্ভাষণকালে চতুঃপার্শ্বোপ-

বিষ্ট জনগণের রহস্য বর্দ্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

এক্ষণে বিলক্ষণরূপে দৃষ্ট হইল, যে কত প্রকার কুটিল স্বভাব নিন্দিৎসু ব্যক্তি ও কত প্রকার দোষ-দ্রষ্টা গুপ্তচর অসূয়াপরবশ হইয়া প্রশংসিত বিখ্যাত জনের চরিত্র অনুসন্ধান করিয়া থাকে। তাঁহার দুর্ণাম উপস্থিত হইবার নানা সুবিধা যেরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাও এক্ষণে উত্তমরূপে দৃষ্ট হইল। ফলে, অতি সামান্য দোষও তাঁহার স্বচ্ছ চরিত্র মধ্যে অধিকতর জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে বলিয়া বলিয়াই হউক্, অথবা গুরুতর কার্য্যে মনঃসংযোগ রাখিয়া পুনরায় সাংসারিক সামান্য ব্যাপারব্যূহে সমান দৃষ্টি রাখা প্রধান ব্যক্তিদিগের পক্ষে যদিও অসাধ্য না হউক তথাচ, নিতান্ত কঠিন বলিয়াই হউক, অথবা যশোভিলাসের অত্যন্ত প্রবলতা-জনিত ক্ষুদ্রাশয় প্রকাশ হইতেই হউক,—ফলে যে কোন কারণেই হউক—আমরা কোন শ্রেষ্ঠ গণনীয় ব্যক্তির নামোল্লেখ শ্রবণ করিলেই তাঁহার কতিপয় দোষের উল্লেখও প্রায় শুনিতে পাইয়া থাকি। সে যাহা হউক, ইহা অবশ্যই স্বীকৃত হইবেক যে, অতি মহৎ ও উৎকৃষ্ট গুণরাশি এবম্বিধ ক্ষুদ্র অপবাদ ও দুর্নামে মলিনীকৃত হয় না, বরং সে সকলের মধ্যহইতেও দ্বিগুণতর দীপ্তমান হইয়া উঠে; কিন্তু যদ্যপি

দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন মহীয়ান্ ভ্রমে পতিত হইয়া অথবা মনুষ্যের কোন স্বাভাবিক অসম্পূর্ণতার বশবর্ত্তী হইয়া সংসারের কোন গুরুতর অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার সাধনকালীন তিনি অনুচিত সোপানে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার খ্যাতি প্রাপ্তির সমস্তসম্ভাবনা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। ক্ষুদ্র অঙ্ক ও সামান্য দোষ সকল চাতুঃপার্শ্বিক ঔজ্জ্বল্যে লুক্কায়িত হইতে পারে, কিন্তু প্রধান প্রধান কলঙ্ক সকল চতুর্দ্দিকে এক প্রকার ঘোর প্রতিচ্ছায়া নিক্ষেপ করিয়া অপরাপর যাবতীয় সদ্‌গুণকে আপনাদের বর্ণে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। অতএব, যখন শ্রেষ্ঠনামধারি যশস্বি ব্যক্তিদিগের দোষপুঞ্জ মানবসমাজে এত আলোচিত হয়, যখন যাহারা এক কালে তাঁহার সহিত সমকক্ষ কিম্বা তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর উচ্চপদস্থিত বলিয়া পরিগণিত হইত, তাহারা এক্ষণে তাঁহার এত কুৎসা করিয়া থাকে, যখন তাঁহার দোষঘোষণা করিয়া কেহ বা আপনাদের বুদ্ধিমত্তা, কেহ বা আপনাদের বাগ্মীতা ও রসিকতা প্রকাশ করিয়া থাকে, যখন কেহ বা তাঁহার দোষহইতে বিবর্জ্জিত, কেহ বা তাঁহার দোষে সম্পূর্ণ লিপ্ত থাকিয়া ঘোরতম আগ্রহের সহিত তাঁহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হয়, তখন মানবসমাজে গণনীয় প্রধান নাম রক্ষা করা কত কঠিন? তখন

লব্ধ খ্যাতিকে অব্যাঘাতে উপভোগ করাই বা কত ক্লেশকর ব্যাপার?

কিন্তু যদ্যপি কোন মনুষ্যই এরূপ নিন্দাশীল তুষ্প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অপকীর্ত্তি না করিত, তাহা হইলেও আপন খ্যাতির যাবতীয় ঔজ্জ্বল্য ও উচ্চতা রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে কোন মতেই অনায়াস-কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। তিনি সর্ব্বদাই গরীয়ান্ কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিলে যশোরক্ষায় কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। তাঁহার কার্য্যপ্রবাহ একেবারে কিছু দিনের নিমিত্ত সংযত হইলেই খ্যাতি প্রথমে সচঞ্চলা ও তৎপরে প্রস্থানপরায়ণা হইয়া থাকে। প্রশংসা অতি ক্ষণস্থায়িনী প্রবৃত্তি; এবং অবিরত অদ্ভুত পদার্থসকল তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে জাগ্রতী না রাখিলে আপন প্রিয়বস্তুর সহিত একবার পরিচিতা হইলেই তাহার হ্রাস হইয়া থাকে। এমত কি, কীর্ত্তিমান্ ব্যক্তির অনেক সাধুকার্য্যও অনেক সময়ে আদরণীয় হয় না। কারণ তিনি আপন মহীয়ান্ নামের উপযুক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা লোকমণ্ডলে অসম্ভাবিত ও বিচিত্র বলিয়া বিবেচিত হয় না; কিন্তু যদ্যপি কোন সাধুকার্য্যও তাঁহার মহানামোচিত শ্রেষ্ঠ না হয়, তাহা হইলে যদিও কোন সামান্য মনুষ্যের পক্ষে

সেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান মহাগৌরবের বিষয় হইতে পারে, তথাচ তাহার পক্ষে গৌরবসূচক হওয়া দূরে থাকুক নিন্দনীয়ও হইয়া থাকে।

আমি এরূপ বোধ করিয়া থাকি যে, সুখ্যাতির উপভোগের সহিত অবশ্যই কোন বিচিত্র ও অদ্ভুত আনন্দেরও আস্বাদন প্রাপ্ত হওয়া যায়; নতুবা এতবিধ নিবৃত্তিসাধক ঘটনা দর্শন করিয়াও মনুষ্য কি কারণে সেই সুখ্যাতির অনুসরণ করিয়া থাকেন? যদ্যপি কেহ চিন্তা করিয়া দেখেন যে, প্রধান ব্যক্তি-দিগের (যদিও ভোগের ভাগ না হউক, তথাচ) সুখের ভাগ কত অল্প, ও ভাবনার ভাগ কত অধিক, তাহা হইলে তিনি সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে সেই প্রধানত্ব প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষী হইতে দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে চিখ্যাসার ন্যায় অতৃপ্ত-স্বভাবা প্রবৃত্তি আর দৃষ্ট হয় না। অপরাপর রিপু-সকল আপনাপন ভোগ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হইলে (যদিও চিরকালের নিমিত্ত না হউক, তথাচ) ক্ষণ-কালের নিমিত্তও পরিতৃপ্ত ও নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া থাকে; কিন্তু চিখ্যাসা প্রচুর খ্যাতি উপভোগ করিয়াও তৃপ্তা হয় না। সুখ্যাতি চিখ্যাসাকে যে-রূপ আনন্দ প্রদান করে, তাহাতে বর্ত্তমান আ-কাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক, নূতন নূতন স্পৃহা উদ্বর্দ্ধমানা হইয়া চিখ্যাসু ব্যক্তির চিত্তকে

ভাবনায় আলোড়িত করে। আমরা এপর্য্যন্ত কখনই শুনিতে পাই নাই যে, কোন ব্যক্তি এত অধিক সুখ্যাতি উপার্জ্জন করিয়াছেন, যে তৎপরে সে বিষয়ে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। অনেক ব্যক্তিকে খ্যাতি প্রাপ্তির অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া পুনরায় তাহাহইতে নিরস্ত হইতে দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু সামান্য অনুসন্ধানদ্বারাই অবগত হইতে পারা যায় যে, হয় সুখ্যাতি পথে নানা বিঘ্নজনক নৈরাশার চিহ্ন দর্শন করিয়া, অথবা সে পথে অতি সামান্য সুখ জানিতে পারিয়া, অথবা বৃদ্ধাবস্থার বহু দর্শন-জনিত বা স্বাভাবিক নিস্তেজ ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা খ্যাতি লাভের আশায় জলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সুখ্যাতি প্রাপ্তির সম্পূর্ণতা হইতে যে কেহ সে বিষয়ে নিরাকাঙ্ক্ষ ও নিশ্চেষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রায় দেখা যায় না।

চিখ্যাসা যে কেবল অতৃপ্ত-স্বভাবা এমন নহে; এই যশোভিলাষ আমাদিগকে নানা আকস্মিক মনস্তাপে নিক্ষিপ্ত করে। প্রত্যাশিত স্থলে সুখ্যাতি প্রাপ্ত না হইলে চিখ্যাসু ব্যক্তি কত বারই ক্ষুণ্ণ-চিত্ত ও নৈরাশাপন্ন হইয়া থাকেন? প্রত্যুত, সেই প্রশংসা তাঁহার প্রত্যাশার উপযুক্ত না হইলে প্রশংসালাভ করিয়াও তিনি কত বারই ভগ্নোদ্যম ও সন্তাপিত হইয়া থাকেন? অতএব, তিনি যখন সুখ্যাতি লাভ করিয়াও খিদ্যমান হইয়া থাকেন, তখন আপন অপ-

বাদ শ্রবণ করিলে না জানি তিনি কেমনে ধৈর্য্য-ধারণ করিতে পারেন? কারণ আমরা যে প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া খ্যাতি প্রাপ্তির অভিলাষ করিয়া থাকি; তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া আমরা স্বাপবাদকে ঘৃণা করিয়া থাকি। যখন তিনি মনুষ্যের প্রশংসায় আহ্লাদের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তখন তিনি তাহাদের নিন্দায় অবশ্যই সমধিকরূপে সন্তাপিত হয়েন, তাহাতে আর সংশয় কি।

আমরা এস্থলে আরও কহিতে পারি যে, চিখ্যাস্থ ব্যক্তি যশোলাভ ও তাহার উপভোগে যত আনন্দিত না হয়েন, যশোভাব ও যশোবিনাশে ততোধিক তাপিত হইয়া থাকেন। কারণ যদিও এই আনুমানিক মঙ্গল উপস্থিত থাকিলে আমরা সুখানুভব করি না, তথাচ ইহা অনুপস্থিত থাকিলে আমরা যথার্থই দুঃখ বোধ করিয়া থাকি।

অতএব, যশঃ নিজ সমভিব্যাহারে যে সন্তোষ আনয়ন করে, তাহার ভাগ কত সামান্য! তাহা আমাদিগকে যে সকল দুর্ভাবনার অধীন করে, তাহার ভাগই বা কত অধিক! যশোভিলাষ অন্তঃকরণকে বিচলিত করে, এবং বাঞ্ছিত সামগ্রীর উপভোগে পরিতৃপ্ত না হইয়া বরং প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। যশের উপভোগে একে অতি সামান্য আনন্দই উপস্থিত হয়, তাহাতে পুনরায় সে আনন্দ এত নিজায়ত্ত-বহির্ভূত, যে তাহা অপরের ইচ্ছার

উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। এদিকে, সেই যশের অভাব বা বিনাশে বহুল ক্লেশেরই উৎপত্তি হয়।

আমি তোমার ইত্যাদি।

উনবিংশ পত্রিকা।

কলিকাতাহইতে কাশ্মীর।

প্রিয় সুহৃদ! যশের ন্যায় সুদূর বিস্তৃত প্রশস্ত ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া কি জানি কোন দিক্‌ভ্রমে পতিত হইতে হয়, এরূপ আশঙ্কায় আমি সুপণ্ডিত মহাজনদিগের পদচিহ্নের অনুবর্ত্তী হইয়া তন্মধ্যে পাদচারণা করিতেছি। ফলে আমি বিশেষ শৃঙ্খলা ও পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যশের বিষয়ে লেখনি সঞ্চালন করিতেছি। জগদীশ্বর যে উৎকৃষ্ট অভি-প্রায়ে আমাদিগকে খ্যাতি প্রাপ্তির নিমিত্ত উত্তে-জিত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাগ্রেই বিবেচিত হই-য়াছে। তৎপরে নানা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান কারণে ইহা নিরূপিত হইয়াছে যে, প্রথমতঃ যশঃ অতি ক্লেশে উপার্জ্জিত হয়, কিন্তু অনায়াসেই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এবং দ্বিতীয়তঃ যশঃ চিখ্যাসু ব্যক্তি-কে অতি সামান্য সুখের অধিকারী করে, কিন্তু তাঁ-

হাকে বিস্তর ভাবনা ও অসন্তোষের অধীন করিয়া থাকে। অতঃপর অদ্যকার এই পত্রিকায় ইহাই নিরূপিত হইবে যে, যশঃ আমাদিগের সেই পূর্ণানন্দ-পরিপূর্ণ পরমপদের উপার্জ্জনে সমূহ বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া থাকে। যে ব্রহ্মানন্দ-বিভূষিত ও অনন্ত-শান্তির আস্পদস্বরূপ মুক্তিপদ কি ধনী, কি প্রভু, কি দাস, কি স্বামী, কি ব্রাহ্মণ, কি চণ্ডাল, সকলের জন্যই লোকান্তরে সঞ্চিত রহিয়াছে, সেই নিত্যা-বস্থাকে আমি এ স্থলে পরমপদ বলিয়া যে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা বোধ করি ব্যাখ্যাদ্বারা তোমার ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তিকে অবগত করিতে হইবে না।

সখে! যশোনুসরণ যেরূপে সেই চিরসারবান পরমপদ উপলাভে বিঘ্নকর হয়, তাহা তুমি নিম্ন-লিখিত এই হেতুত্রয়হইতে অনায়াসেই বিচার করি-য়া লইতে পারিবে।

প্রথমতঃ। কারণ বলবতী যশঃ তৃষ্ণা অন্তঃকরণে নানা পঙ্কিল প্রবৃত্তির উৎপত্তি করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ। কারণ যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে মনুষ্য যশস্বী হইয়া থাকেন, তন্মধ্যে অনেক কা-র্য্যেরই এমত স্বভাব যে, সে সকলের দ্বারা অনন্তসুখ-লাভের ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ। কারণ যদিও আমরা ইহা স্বীকার করি যে, যে সকল কার্য্যে যশোলাভ হয়, সেই সক-লের দ্বারা এই নিত্যসুখেরও উপার্জ্জন হইতে

পারে, তথাচ সেই সকল কার্য্য কেবল মাত্র যশো-ভিলাষে অনুষ্ঠিত হইলে কর্ত্তৃপক্ষ তদ্বারা কখনই সে অনন্তসুখের অধিকারী হইতে পারেন না।"

প্রিয় বন্ধো! এই কারণত্রয় এমত স্পষ্ট, যে তো-মার ন্যায় নীতিচিন্তামোদীভাবুক ব্যক্তিকে তাহার প্রমাণ প্রদান করিতে আমি আবশ্যক বোধ করি না। এক্ষণে আমাদের মনকে ঐ বিষয়ক অপর কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন করা যাউক।

পূর্ব্বে যাহা কথিত হইয়াছে, আমি তাহাহইতেই এক্ষণে এই স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিতে পারি যে, সেই সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর ভিন্ন অপর কাহারও নিকটহইতে প্রশংসা বা অনুমোদন প্রাপ্তির অভি-লাষ করা অপেক্ষা অপর কিছুই অধিকতর নির্ব্বুদ্ধির কার্য্য নহে। যেহেতু সেই পরম পুরুষ ভিন্ন অপর কেহই আমাদের অন্তঃকরণের যথার্থ তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত গুণানুসারে আমাদিগকে প্রশংসা করিতে সমর্থ হয়েন না; এবং যেহেতু আমরা অপর কাহারও প্রশংসা বা অনুমোদনে অধিকতর মঙ্গল-লাভ করিতে পারি না।

প্রথমতঃ ইহাই বিচার করা যাউক, যে সেই পরম পুরুষ ভিন্ন অপর কেহই আমাদের অন্তঃকরণের যথার্থ তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত গুণানুসারে আমাদিগকে প্রশংসা করিতে সক্ষম হয়েন না। সৃজিত জীবেরা আমাদের কেবল মাত্র বাহ্যভাগ

দর্শন করিয়া থাকে; সুতরাং বাহ্যরীতি ও বাহ্যব্যবহার দ্বারা আমাদের অন্তঃকরণের যথার্থ স্বভাব বিচার করিয়া থাকে। হায়! তবে তাহাদের সেই সকল সিদ্ধান্ত কত ভ্রান্তিমূলক হইতে পারে? কার্য্য দ্বারা প্রকাশমান হইতে পারে না, এরূপ অনেক সদ্গুণ আমাদের অন্তর্মধ্যে অনুভূত হইয়া থাকে; সাধু ব্যক্তির অন্তঃকরণ মধ্যে এমত অনেক দিব্য শোভাসম্পন্ন পূর্ণভাব লক্ষিত হইয়া থাকে, যে সে সকল হৃদয়-ভাণ্ডারহইতে বহির্ভূত হয় না, ও মনুষ্যের জ্ঞান গোচরও হয় না,—সে সকল অতি গোপনে নিঃশব্দে ক্রিয়মান হয়, ও কেবল সেই অন্তর্যামির চক্ষেই নিপতিত হইয়া থাকে। কোন্ কার্য্য দ্বারা সাধুস্বভাব পুণ্যাত্মার মনের সে নিষ্কলঙ্ক বিশুদ্ধভাব বাহ্যে প্রকাশ পাইতে পারে? বর্ত্তমানের উপভোগে তিনি অন্তঃকরণে যেরূপ পবিত্র সুস্থিরতা ও নির্ম্মল সন্তোষভাব ধারণ করিয়া থাকেন, তাহা কোন্ বাহ্যকার্য্যদ্বারা নৃচক্ষুঃগোচর হইতে পারে? সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠানে তিনি মনে২ যেরূপ নির্ম্মল আত্মপ্রসাদ ও পবিত্র আনন্দ অনুভব করেন, তাঁহাই বা কোন্ কার্য্যের দ্বারা দৃশ্যমান হইতে পারে? এবং অপরের সম্পদ ও সুখোদয় দর্শন করিয়া তিনি পরম রমণীয় বিচিত্র প্রীতির উৎসে যেরূপে আত্ম-চিত্তকে নিমগ্ন রাখিয়া থাকেন তাহাই বা কোন্ কার্য্যদ্বারা মানবসমাজে অবলো-

কিত হইতে পারে? এসকল ও এবম্বিধ অপরাপর গুণপুঞ্জ আত্মার গুপ্ত অলঙ্কার স্বরূপ; এবং যদিও জরামরণশীল মনুষ্যের নয়নে দৃষ্ট হয় না, তথাচ যাঁহার নিকট জগতের কোন ব্যাপারই লুক্কায়িত থাকে না, তাঁহার চক্ষুঃহইতে অপ্রকাশিত রহে না। পুনরায় এমত সদ্গুণও অনেক দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে সকল নানা সুযোগের সম্মিলন না হইলে বাহ্যকার্য্যদ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না। কোন সাধুকার্য্যই স্থান ও সময়, উপযুক্ত পাত্র ও বিস্তর সুবিধা প্রাপ্ত না হইলে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। দারিদ্রাবস্থায় দাতৃত্বগুণ ও ব্যয়শীলতা প্রকাশ পায় না;—হীনাবস্থায় ভক্তিও দৃশ্যমানা হয় না। সংসারত্যাগী সুবিজ্ঞ ব্যক্তিও আপনার বিষয় নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে পারেন না। কতিপয় সদ্গুণ কেবল বিপদকালে ও কতিপয় কেবল সম্পদকালে দৃষ্ট হইয়া থাকে;—কতিপয় রাজদ্বারে ও কতিপয় গৃহাভ্যন্তরে স্ফূর্ত্তিমান্ হয়। কিন্তু সেই সর্ব্বদৃষ্টিমান জগৎপতি সে সকলই নখাগ্রস্থিতের ন্যায় দর্শন করিয়া থাকেন; যে সকল কার্য্য আমরা করিয়াছি ও যাহা করিতাম, তিনি সে সকলই আদ্যোপান্ত অবগত হইয়া থাকেন। অপর অবস্থায় অবস্থিত হইলে আমরা যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতাম, তাহাও তিনি জানিতে পারেন। দরিদ্রকে ধনদান না করিলেও তিনি অনেক ব্যক্তি-

কে দাতা বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন; উপবাসী হইয়া নানা উপচারে ঘোর ঘটায় সুচিকন দেবতার পূজা, অথবা বহু মহাজনসমাকীর্ণ স্থানে বাগ্মীতা-গ্রথিত সুললিত বক্তৃতায় ব্রহ্মোপাসনা না করিলেও তিনি অনেক ব্যক্তিকে ভক্তিমান্ বলিয়া জানিতে পারেন; এবং অনেক প্রজা ও পরিজনের স্বামী অথবা কোন এক ব্যবসায়ে লিপ্ত না হইলেও তিনি অনেক ব্যক্তিকে বিষয়নিপুণ বলিয়া স্থির করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত, মনুষ্যেরা আমাদের কার্য্য সকলের যথার্থ অভিসন্ধি স্থির করিতে সমর্থ হয়েন না। কার্য্যসমূহের স্বভাব অতি মিশ্রিত, এবং সে সকল এতবিধ বিভিন্ন ঘটনায় জড়িত হইয়া থাকে, যে মনুষ্যেরা এক কালে তাহার সকল ভাগ সমানরূপে নিরীক্ষণ করিতে পারেন না; সুতরাং তাহাদের অনুষ্ঠিত হওনের যথার্থ অভিসন্ধি অনেক সময়েই নির্ণীত হয় না। এমত কি, এক ব্যক্তি যে কার্য্যকে অতি অসাধু ও কুটিল অভিপ্রায়-জনিত বোধ করেন, হইতে পারে অপর কেহ সেই কার্য্যকে সরল সাধুপ্রকৃতি-সম্ভূত বলিয়া স্থির করিতে পারেন। অতএব যিনি বাহ্যকার্য্যদ্বারা আমাদের অন্তঃকরণ পরীক্ষা করেন, তিনি কোন মতেই যথার্থরূপে আমাদের স্বভাব জানিতে পারেন না। একারণ যাঁহাকে কার্য্যের সততাদ্বারা আমাদের মনের সরলতা নিরূপণ করিতে হয় না, কিন্তু যিনি

আমাদের মনের সরলতাদ্বারা কার্য্যের সত্ততা পরীক্ষা করেন, তিনিই কেবল আমাদের অন্তঃকরণের যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন।

অধিকন্তু, যে সকল অভিসন্ধিহইতে কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, বাহ্যকার্য্যদ্বারা সে সকলের যাবতীয় শক্তি ও যাবতীয় বিস্তার যথার্থরূপে প্রকাশ পাইবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভাবিত। কার্য্যদ্বারা আমাদের অভিপ্রায় অতি অস্পষ্টরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট আমাদের কোন অভিপ্রায় ও মনোগত ভাবই অপ্রকাশিত থাকে না;—যে সকল পঙ্কিল ইচ্ছা মনে কেবলমাত্র উদ্বুদ্ধমানা হইয়াছে, ও এপর্য্যন্ত অভিসন্ধিতে পরিণতা হয় নাই, এবং যে সকল ইচ্ছা অভিসন্ধি ও কার্য্যে পরিসমাপ্তা হইয়াছে, তিনি সে সকল অবগত হইয়া থাকেন। অতএব, যখন মনুষ্যের বিস্তর সদ্গুণ কার্য্যদ্বারা কোন মতেই প্রকাশমান হইতে পারে না; যখন অনেক সদ্গুণ কার্য্যদ্বারা দৃশ্যমান হইতে সমর্থ হইলেও নানা সুযোগের অপেক্ষা করিয়া থাকে; যখন সুযোগের সম্মিলন প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যদ্বারা প্রকাশমান হইলেও, সে সমুদায় কার্য্যের যথার্থ অভিসন্ধি নিরূপিত হয় না; এবং যখন অভিসন্ধি নিরূপিত হইলেও তাহাদের যাবতীয় শক্তি ও বিস্তার যথার্থরূপে প্রকাশ পায় না;—অত-

এব, যখন অপর সকলেই এবম্বিধ বহিঃকার্য্যদ্বারা আমাদের অন্তর্ভাব নির্ণয় করিয়া থাকেন, তখন ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীত হইতেছে, যে সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমপুরুষ ভিন্ন অপর কেহই আমাদের প্রকৃত গুণানুসারে আমাদিগকে প্রশংসা করিতে পারেন না।

যখন সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমপুরুষ আমাদের সদ্গুণের এক মাত্র বিচারক হইলেন, তখন তিনি তাহাদের এক মাত্র উপযুক্ত পুরস্কারদাতা, তাহাতে আর সংশয় কি। এরূপ চিন্তাদ্বারা চিখ্যাসু ব্যক্তিও জানিতে পারেন, যে পরমেশ্বরের নিকটহইতে সুখ্যাতি প্রাপ্তির চেষ্টা করিলে তাঁহার স্বার্থাভিলাষও অধিকতমরূপে পূর্ণ হইতে পারে। ফলে, তাঁহার পূর্ণজ্ঞান আমাদের সমস্ত দোষগুণ জানিতে পারে, ও তাঁহার অদ্বিতীয় সততা গুণানুসারে আমাদিগকে পুরস্কার প্রদান করিতেও সমর্থ হইয়া থাকে, ইহা অপেক্ষা যশোভিলাষী ও স্বার্থধ্যায়ী ব্যক্তি অপর কি অধিকতর সুবিধা প্রত্যাশা করিতে পারেন?

অতএব, সকল চিখ্যাসু ব্যক্তির পক্ষে এই সাধুযুক্তি যে, তাঁহারা আপনাদের যশোবাসনাকে এই দিকে অবনত করেন। বস্তুতঃ তাঁহারা যদ্যপি আপনাদের চিখ্যাসার উপযুক্ত খ্যাতি উপলাভ করিতে মানস করেন, তাহা হইলে এক মনে ও এক ধ্যানে সেই অদ্বিতীয় সতের প্রশংসা-পাত্রহইতে যত্ন করুন;—

তাহা হইলে (আমি নিঃসংশয়ে কহিতেছি) যিনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের এক মাত্র অধিপতি, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ বিচর্ত্তা, যিনি আমাদের অন্তঃকরণের সমস্ত সদ্‌গুণ অবলোকন করেন, এবং যিনি স্বয়ং সমস্ত সদ্‌গুণের পূর্ণাধার, তিনি তাঁহাদিগকে পুত্রবাৎসল্যে ক্রোড়ে গ্রহণ করিবেন ও জন্মমৃত্যুরূপা দুঃসহ যন্ত্রণাহইতে চিরকালের নিমিত্ত মুক্ত করিয়া অনন্ত অক্ষয় সুখের অধিকারী করিবেন।

আমি তোমার ইত্যাদি।

অতঃপর আমাদিগের পথিকবর রায় বাহাদুরের পূর্ব্বোল্লিখিত বাণিজ্যায়োজনে নিতান্ত জড়িত হইয়া পড়িলেন। রায় বাহাদুর কতিপয় বাণিজ্যতরণী পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ করিয়া আমাদের পরিভ্রামক ও আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সেই সমুদায়ের সহিত কাশ্মীরে প্রেরণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। বীর সিংহ কাশ্মীরের সমস্ত বিষয় সুন্দররূপে অবগত ছিলেন বলিয়াই হউক, অথবা তাঁহার সরল সাধুস্বভাবের প্রতি রায় পরিজনের মহীয়ান বিশ্বাস ছিল বলিয়াই হউক, অথবা অমরনাথ বীর সিংহকে অদ্বিতীয় সখাস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া দেশভ্রমণ সময় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই হউক, বীর সিংহ কাশ্মীরস্থ ভাবী বাণিজ্য-

বিপণির প্রধান কর্ম্মচারীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এদিকে বীর সিংহের অন্তঃকরণের ভাব সময়ের পরিবর্ত্তনকারী গুণে অনেক বিষয়ে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাহার সম্পদাবস্থা প্রস্থান করিলে তিনি ইতিপূর্ব্বে যে উদাসীন ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে সম্পদের পুনরাগমনোন্মুখে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল, এবং ইতিপূর্ব্বে বিপদ-সুলভ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা তিনি যেমন নিষ্ঠুরীকৃত হইয়াছিলেন, এক্ষণে পুনরায় সুখ সমাগমের প্রীতিকরি আশায় তেমনি মধুরীকৃত হইলেন। এক্ষণে ভক্তি, প্রণয়, দয়াপ্রভৃতি কোমল প্রবৃত্তি সকল তাহার মনোমধ্যে বলবতী হইয়া প্রিয়জন-দর্শন জন্য তাহাকে চঞ্চল-চিত্ত করিল।

সমস্ত বাণিজ্যায়োজন প্রস্তুত হইলে রায় বাহাদুর নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সেই সমুদায় সামগ্রীর উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করিলেন, এবং অপরাপর আবশ্যকীয় ব্যয় সম্পন্নার্থে কতিপয় সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা তাহাকে প্রদান করিয়া সস্নেহে ও সখেদে কাশ্মীরে বিদায় করিলেন। এবং বীর সিংহকে স্নেহ সম্বলিত নানা মধুর বাক্যে অমরনাথের তত্ত্বাবধারণ করিতে কহিলেন। যে দিবস তাঁহারা বাণিজ্য-তরণী আরোহণ করিয়া দেশত্যাগ করেন, সে দিবস রায় বাহাদুর বিস্তর লোক সমভিব্যাহারে নদীতীর-পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত আগমন করিয়াছিলেন।

অমরনাথের বাস-গ্রামস্থ কি সামন্য, কি সম্ভ্রান্ত সমস্ত ব্যক্তিই তদুপলক্ষে নদীকূলে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সকলেই তাহার প্রতি এত প্রীতি প্রকাশ করিত যে বিদায় গ্রহণকালীন কেহই নয়নবারি নিক্ষেপ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে নাই। এইরূপে সাধু স্বভাব মিত্রদ্বয় কেহ বা পরিজন দর্শন, কেহ বা দেশ ভ্রমণের কুতূহলে প্রফুল্লিত হইয়া বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন।

বীর সিংহ বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়াই কাশ্মীরে আপন মিত্রের নিকট এক পত্রিকা প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাহাতে রায় বাহাদুর ও অমরনাথের সাধু স্বভাবের ভূয়সী প্রতিষ্ঠা করিয়া আপন স্বদেশ যাত্রার সংবাদ লিখিয়াছিলেন। এদিকে শ্রীদেব সিংহ সেই শুভ-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াই নিজ সুহৃদের পরিজন মধ্যে তাহা সানন্দে প্রচারিত করিলেন, এবং যে হতভাগা পরিবার মধ্যে বিপদ নানা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে তাহাতে শান্তির উদয় হইতে লাগিল। সম্পদ-সূর্য্যের উদয়োন্মুখে বিপদ রজনী প্রস্থানপরায়ণা হইল, এবং পরিজনবর্গের বদন-মণ্ডলসমূহ পূর্ব্বাকাশের ন্যায় হর্ষযুক্ত হইল।

আমাদের পরিভ্রামকের কলিকাতা-সখা নবীনকুমারের বিষয় আমি এই স্থলে পাঠকবর্গকে কিঞ্চিৎ না কহিলে তাঁহারা আমাকে অনায়াসেই পক্ষপাতী বলিয়া দূষিতে পারেন। তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে বীর

সিংহের পত্রিকাতে নবীনকুমারের যে বিপদ সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমশঃ অতি ভয়ানক ধারণ আকার করিয়াছিল। রায় বাহাদুরের পরিজনস্থ সমস্ত ব্যক্তি তাঁহার বিপদ শান্তির নিমিত্ত যদিও বিস্তর যত্ন করিয়াছিলেন তথাচ যাবতীয় সম্পত্তি নাশরূপ ভ্রষ্টাচার-নিবন্ধন দারুণ দণ্ডহইতে তাঁহাকে পরিত্রাণ করিতে পারেন নাই। তিনি যে ভীষণ ঋণানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার সর্ব্বস্ব ভস্মীভূত হইয়া গেল। তাঁহার উত্তমর্ণেরা রাজার সাহায্যে তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি হস্তগত করিয়া তাঁহাকে গতানুশোচনা ও পরকরুণার অধীন করিয়া রাখিল। এবং যখন রায় বাহাদুরের বাণিজ্য-সজ্জা পশ্চিমোত্তর প্রদেশে প্রেরিত হইল; তখন তিনি নিতান্ত নিঃস্ব ও একান্ত পরাধীন হইয়া অপমানক্ষেত্র কলিকাতানগর পরিত্যাগ করেন, এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় গতসর্ব্বস্ব ব্যক্তিদিগের ন্যায় পরিশ্রম-বিমুখ হইয়া তদবধি রায় বাহাদুরের গ্রাম্যবাটীতে পরান্নভোজীর অবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

এদিকে বীর সিংহ গমনকালীন পথিমধ্যে কেবল স্বভাব, আশা ও অমরনাথের সহিত আলাপন ও সম্ভাষণ করিয়াই সমস্ত সময় আমোদে ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎ কাল অতীত হইল তাঁহারা কানপুরে উপনীত হইলেন; এবং সে স্থল হইতে কাশ্মীর ও কলিকাতা উভয় স্থানেই আপনা-

দের কুশলবার্ত্তা প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এই সময় হইতেই এক গাঢ় তিমিরে তাঁহাদের সমস্ত ব্যাপার আচ্ছাদিত হইল। অতঃপর এক অপ্রবেশ্য আবরণে তাঁহাদের সমস্ত কার্য্য লুক্কায়িত হইল। বীরব্রহ্ম ও শ্রীদেব সিংহ উভয়েই তাঁহাদের কোন পত্রিকা অথবা কোন সংবাদ এইঅবধি আর প্রাপ্ত হইলেন না। বঙ্গদেশে বীরব্রহ্ম বহু দিবসাবধি আপন কনিষ্ঠের কোন সংবাদ না পাইয়া প্রথমে নিতান্ত শঙ্কিত হইলেন। তিনি আপন সমস্ত বাণিজ্যায়োজনের বিনাশোন্মুখ দেখিয়া যত ভাবিত ও ক্লিষ্ট হয়েন নাই, অমরনাথের ন্যায় উদার-স্বভাব ভ্রাতার অমঙ্গল ভাবনায় ততোধিক কাতর হইলেন। যাহারা প্রতি সপ্তাহে আপনাদিগের কুশলবার্ত্তা সম্বলিত নিবেদন পত্রিকা প্রেরণ করিত, তাঁহাদিগকে মাসাধিক কাল একেবারে নিস্তব্ধমান হইতে দেখিয়া তিনি মনে২ তাহাদের কোন দুর্ঘটনা উপস্থিতের বিষয় দৃঢ় স্থির করিলেন। তখন তিনি পশ্চিমোত্তর প্রদেশে কতিপয় লোক প্রেরণ করিলেন; কিন্তু কেহই কোন সংবাদ আনিতে পারিল না। রায় বাহাদুর সেইঅবধি নিতান্ত কাতর চিত্তে কালযাপন করিতেছেন। এদিকে কাশ্মীরে শ্রীদেব সিংহ আপন মিত্রকে এরূপে নিস্তব্ধ হইতে দেখিয়া প্রথমে চিন্তা করিলেন, যে বীর সিংহ একেবারে স্বগৃহে উপস্থিত হইয়া নিজ মুখে সমস্ত সংবাদ বিদিত করিবেন,

এবং এই প্রত্যাশার বশবর্ত্তী হইয়া প্রথমে বিলক্ষণ সুস্থির-চিত্ত ছিলেন। কিন্তু মাস কয়েক যখন এই-রূপে বিগত হইল, মাস কয়েকের মধ্যে যখন তিনি স্বয়ং বা তাঁহার কোন সংবাদও উপস্থিত হইল না—তখন তিনি একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন; তখন তাঁহার অন্তঃকরণে নানা স্নেহ-সুলভ দুর্ভাবনা উপস্থিত হইতে লাগিল। অবশেষে তিনিও পথি-মধ্যে সুহৃদের গুরুতর বিপদ উপস্থিত হইয়াছে দৃঢ় নির্ণীত করিলেন। সে যাহা হউক, বীর সিংহের পরিজনবর্গ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকণ্ঠিত ও অবশেষে নি-তান্ত দুঃখিত হইল। তাহারা তাঁহার পুনরাগমন জন্য কত প্রত্যাশাই কল্পনা করিয়াছিল! কত আন-ন্দেই বা উৎসাহিত হইয়াছিল! আহা! তাহারা এক্ষণে নৈরাশায় নিমগ্ন হইল, ও সমস্ত আনন্দে জলাঞ্জলি প্রদান করিল! আহা! তাহাদের সম্পদ-সূর্য্য উদয়োন্মুখী হইয়াও পুনরায় গাঢ় মেঘমালায় লুক্কায়িত রহিয়া গেল!

ফলে, বীর সিংহ ও অমরনাথ যে কাণপুরে উপ-স্থিত হইয়া তৎপরে কোথায় গমন করিলেন, তাহা আমরা এপর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। তাঁহারা বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিবার কিছু দিন পরেই খ্রীষ্টীয় ১৮৫৮ শকাব্দের যে নিদারুণ প্রসিদ্ধ রাজ-বিপ্লব পশ্চিমোত্তর প্রদেশে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, উক্ত প্রদেশে উপস্থিত হইয়া তাহাতেই ভস্মীকৃত

হইলেন, অথবা যে নৃশংস প্রেতাচারি নরবৈরি সিপাহিকুল নৈরাশায় বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইয়া কাণপুরে আবাল-বৃদ্ধ পুরুষ-রমণী সকল নির্দ্দোষী জীবপুঞ্জকে স্থির-চিত্তে হত্যা করিয়াছিল, তাহারাই তাঁহাদের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া তাঁহাদিগকে ধরাধামহইতে চিরকালের নিমিত্ত বহিষ্কৃত করিল, অথবা তাঁহারা বিদ্রোহ প্রবল প্রদেশে উপনীত হইয়া মনুষ্যাকার দানব দলের দৌরাত্মহইতে জীবনভয়ে কোন অজ্ঞাত স্থলে গোপন ভাবে প্রস্থান করিলেন, অথবা তাঁহারা অপর কোন অনিবার্য্য বা অপ্রতি বিধেয় দুর্দ্দৈব ঘটনার প্রচণ্ডাঘাতে কোন গুপ্ত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হইলেন, তাহা আমরা এপর্য্যন্ত স্থির করিতে পারি নাই। তবে আমরা পাঠকবর্গের নিকট এইপর্য্যন্ত স্বীকার করিতে পারি যে, যদ্যপি আমরা ভবিষ্যতে তাঁহাদের পুনরুদ্দেশ বা পুনদ্দর্শন প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সাধারণ সমক্ষে আনয়ন করিতে সম্পূর্ণ যত্নবান হইব

সমাপ্ত।

শ্রীরামপুরের তমোহর যন্ত্রালয়ে
শ্রীযুক্ত জে এচ্ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।